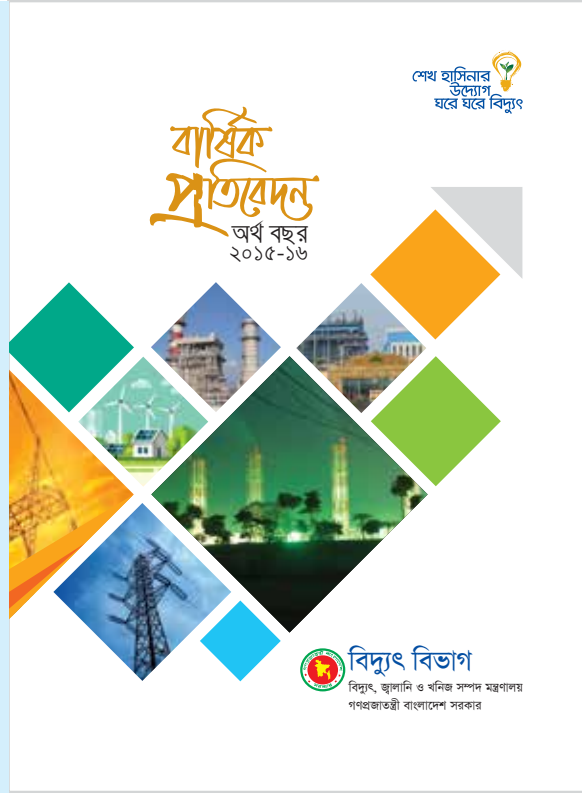


বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৫-১৬



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ আশ্বিন ১৪২৩

২ অক্টোবর ২০১৬

স্বাধীনতা

বিদ্যুৎ খাতের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উপর একটি 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ২০২১ সালের মধ্যে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ'-এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ শুরু করি। নতুন নতুন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, নিউক্লিয়ার, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে গত সাড়ে সাত বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। প্রায় ১০ হাজার সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

২০০৯ সালে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার যা বর্তমানে ৪০৭ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা ২০০৯ সালের ৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৮,২৭৭ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে তা প্রায় ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৫,৪৭৬ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনগণের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। শিল্প কারখানার বিস্তার, কর্মসংস্থান ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আগামীতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও জোরদার হবে বলে আমার প্রত্যাশা।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং বিদ্যুৎ খাতে আর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা



ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

স্বাগত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে আমরা ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। সরকারের এ অগ্রযাত্রায় বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যুৎ উন্নয়নের পূর্বশর্ত, এ বিষয়টি মাথায় রেখেই বিগত ৭ বছরে আমরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করেছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা এবং নেতৃত্বে আমরা ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, আইপিপি ও পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, ভারত হতে বিদ্যুৎ আমদানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (স্রেডা) গঠন এবং পরমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আমরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় আমরা জি-টু-জি সহযোগিতার মাধ্যমে কয়লাভিত্তিক বৃহৎ প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, যা ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনসংখ্যা ২০০৯ সালের ৪৭% থেকে বর্তমানে প্রায় ৭৬% পৌঁছেছে এবং গ্রামাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক জনগণ এর সুফল ভোগ করছে। শিল্প ও সেবা খাত ছাড়া বিভিন্ন খাতে উত্তরোত্তর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে যার ফলে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি অনুসরণযোগ্য মডেলে পরিনত হয়েছে। গত এক বৎসরের বিদ্যুৎ খাতে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার যাবতীয় তথ্যাবলী এ প্রকাশনায় রয়েছে।

এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম



নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বর্ণনা

বিদ্যুৎ বিভাগ, ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহার করে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানিসহ নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জ্বালানি সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের উপর ট্যাক্স মওকুফ, বিদ্যুৎ সশ্রয় ও সৌর বিদ্যুতের বিষয়টি বিল্ডিং কোডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকির জন্য Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে।

দেশব্যাপী প্রি-পেইন্ট মিটারিং পদ্ধতি চালুর কার্যক্রম চলমান আছে। বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, লোড ব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে আগামী ৩ বছরের মধ্যে সকল গ্রাহককে প্রি-পেইন্ট মিটার সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিদ্যুৎ খাতে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের জন্য Key Performance Indicators (KPI) নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ খাতে আইসিটি পরিকল্পনা “আইসিটি রোডম্যাপ” প্রণয়ন করা হয়েছে। তারই আলোকে বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত Enterprise Resource Planing (ERP) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমের সকল তথ্যাদি এ প্রতিবেদনটিতে সংযোজিত হয়েছে। তথ্য ভিত্তিক এ প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আদর্শ প্রতিবেদন হিসাবে সমাদৃত ও সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নসরুল হামিদ)



মনোয়ার ইসলাম
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ

মুখবন্ধ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জনসমূহসহ অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা বর্ণনা করা হয়েছে। সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়নে সরকারের বিশদ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কে একটি সম্যক চিত্র এ প্রকাশনা থেকে পাওয়া যাবে। এ প্রতিবেদন থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, গবেষণাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, আগ্রহী ব্যক্তিসহ সকলে উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সরকার বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে সরকার গুরুত্ব আরোপ করছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ২২ লক্ষ এবং বিতরণ লাইন ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। অর্থবছর শেষে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৮৯৩ সার্কিট কিলোমিটার। বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের ১৩.৫৫ শতাংশ হতে ০.৪৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে দাঁড়িয়েছে ১৩.১০ শতাংশ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি খাত, বেসরকারি খাত, পিপিপি, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্ট্রো গঠন করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। অফগ্রিড এলাকায় বর্তমানে সোলার হোম সিস্টেম এবং মিনি গ্রিড ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বায়ু থেকে বিদ্যুৎ আহরণের লক্ষ্যে উইন্ড ম্যাপিংসহ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে জরুরীভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং পাবলিক-গ্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে জ্বালানি বহুমুখীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সকল কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের এবং ক্রমান্বয়ে উন্নত দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎ খাত যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বর্তমানে শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলার সংখ্যা ০৬ টি এবং ডিসেম্বর ২০১৬ এর মধ্যে আরও ১০টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে “শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” অচিরেই এ উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগ এ প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করায় আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রস্তুত/ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মনোয়ার ইসলাম)





সূচিপত্র

ভিশন ও মিশন	এক-বার
এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন	তের-চৌদ্দ
বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহীত কার্যক্রম	০১-১২
বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা	১৩-২০
বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা	২১-২৬
বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ	২৭-৩০
আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	৩১-৩৪
নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রম	৩৫-৫২
বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম	৫৩-৫৬
আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	৫৭-৫৮
তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার	৫৯-৬২
মানব সম্পদ উন্নয়ন	৬৩-৬৬
এডিপি বাস্তবায়ন	৬৭-৭০
বিশেষ কার্যক্রম	৭১-৭৬
ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ	৭৭-৭৮

পরিশিষ্ট-ক জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ	৭৯-৮৪	
পরিশিষ্ট-খ জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন' ২০১৬ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ	৮৫-৮৮	
পরিশিষ্ট-গ নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৮৯-৯৪	
পরিশিষ্ট-ঘ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ	৯৫-৯৮	
পরিশিষ্ট-ঙ পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৯-১০০	
পরিশিষ্ট-চ ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ইসিএ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	১০১-১০৪	
পরিশিষ্ট-ছ ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ/প্রধান কর্মসূচি)	১০৫-১২২	
প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি	১২৩	



ভিশন 3 মিশন





মাহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত মেলা শুভ উদ্বোধন



সদ্য বিলুপ্ত কুড়িথামের ছিটমহল দাসিয়ার ছড়ায় বিদ্যুৎ সংযোগের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভিশন

যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

মিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের উন্নয়ন
- বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর আওতা সম্প্রসারণ

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানন্যায়ন
- দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
- কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
- তথ্য অধিকার ও স্ব প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

কার্যাবলি

- ◆ বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনয়ন;
- ◆ বিদ্যুৎ খাতের আইন, বিধি, প্রবিধান ও নীতি মালা প্রণয়ন, সংশোধন ও হালনাগাদকরণ;
- ◆ বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার বহুমুখীকরণ;
- ◆ বিদ্যুৎ খাতে যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান;
- ◆ পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
- ◆ বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম তদারকি;
- ◆ নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং
- ◆ প্রতিবেশি দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানি এবং হাইড্রো-পাওয়ার প্রকল্পের বিনিয়োগে অংশগ্রহণ।

কর্মপরিকল্পনা

- ❖ ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছানো
- ❖ ২০২১ সালের মধ্যে বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা
- ❖ ২০২১ সালের মধ্যে মোট সঞ্চালন লাইন প্রায় ১৯ হাজার সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন প্রায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোমিটার এ উন্নীত করা ও প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বর্ধন করা
- ❖ বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা
- ❖ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা
- ❖ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা
- ❖ ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যূনতম ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন করা
- ❖ আঞ্চলিক গ্রীডের মাধ্যমে ৩৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি নিশ্চিত করা
- ❖ ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ৬০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ

- ❖ সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে ত্রাস করা
- ❖ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা
- ❖ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% জ্বালানি অপচয় ত্রাস করা
- ❖ গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা
- ❖ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৬ সালের মধ্যে একটি পৃথক সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠন
- ❖ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বার্ষিক প্রশিক্ষণ ৭০ জনঘন্টায় উন্নীত করা

বিদ্যুৎ বিভাগের গঠন ও জনবল

বিদ্যুৎ বিভাগের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের জন্য এ বিভাগে ‘উন্নয়ন’, ‘প্রশাসন’ ও ‘পরিকল্পনা’ অনুবিভাগ রয়েছে। উক্ত অনুবিভাগ ৩টির অধীনে ৭টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ১৬টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত-সচিব/যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান, অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব/উপ-প্রধান এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মোট জনবল ১০৬ জন। অনুমোদিত ১০৬ জন জনবলের বিপরীতে বর্তমানে ৮৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান ০২টি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ০২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৯টি, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর ০৪টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ০৫টি এবং ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর ০১টিসহ সর্বমোট ২৩টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

ক্র নং	পদবী	সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১।	সচিব	০১	০১	০
০২।	অতিরিক্ত সচিব	০১	০৩	০
০৩।	যুগ্ম-সচিব	০২	০৪	০
০৪।	যুগ্ম-প্রধান	০১	০১	০
০৫।	উপ-সচিব	০৬	১০	০
০৬।	উপ-প্রধান	০১	০১	০
০৭।	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব	১৩	১০	০
০৮।	সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান	০৩	০১	০২
০৯।	প্রোগ্রামার	০১	০১	০
১০।	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০১	০
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০
১২।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪	১২	০২
১৩।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২	০৩	৯
১৪।	হিসাব রক্ষক	০১	০১	০
১৫।	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৬	০২	০৪
১৬।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	০৮	০৫
১৭।	কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	০
১৮।	ক্যাশিয়ার	০১	০	০
১৯।	ক্যাশ সরকার	০১	০১	০
২০।	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১	০	০১
২১।	অফিস সহায়ক	২৫	২৫	০
	মোট	১০৬	৮৮	২৩

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিসংখ্যান



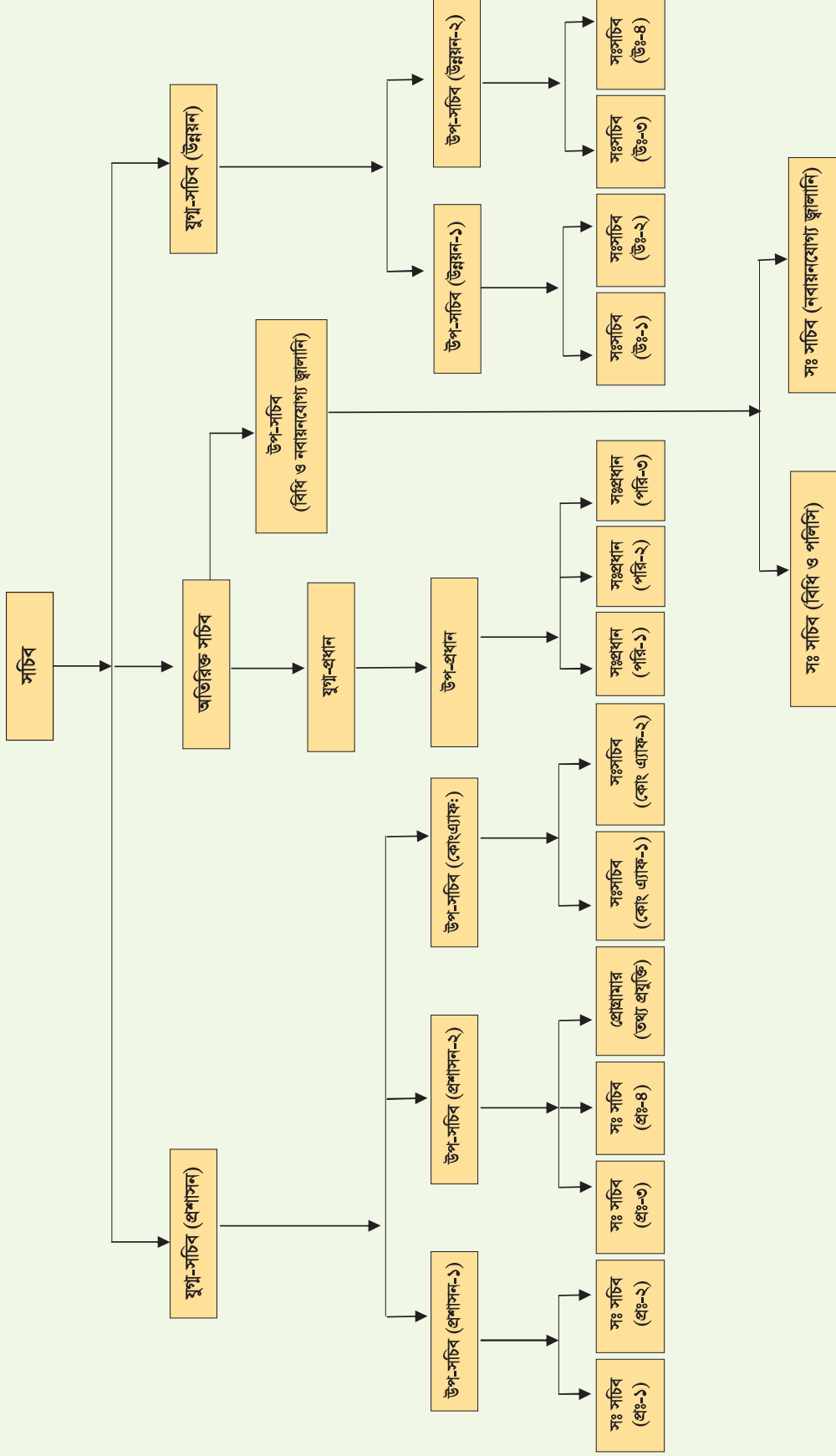
ভারতের (ত্রিপুরা পালাটোনা) বিদ্যুৎ কেন্দ্রে থেকে বাংলাদেশে ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানি



CPGBLL, Bangladesh Sembcorp, Singapore এর যৌথ উদ্যোগে Joint Venture Company গঠনের উদ্দেশ্যে MOU স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিদ্যুৎ বিভাগ

সাংগঠনিক কাঠামো



বিদ্যুৎ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো



বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওপাজেকো), রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) বর্তমানে সরকারিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) একক ক্রেতা হিসেবে বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিক্রয়ের এবং পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ। নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (নওজোপাডিকো), নর্থ ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (নওজোপাডিকো) লিঃ এবং সাউথ জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (সাজোপাডিকো) রেজিস্ট্রেশন হলেও বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেনি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও তদারকিকরণের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও জ্বালানি নিরীক্ষণ বিষয়সমূহ তদারকি করা হয়। এছাড়া পাওয়ার সেল বেসরকারিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন (Independent Power Projects) প্রক্রিয়াকরণ, এ খাতের পারফরমেন্স মনিটরিং, ট্যারিফ, সংস্কার কার্যক্রম ও বিদ্যুৎ খাতের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে ও নীতি প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো



বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ

- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) (www.sreda.gov.bd);
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর (www.eacei.gov.bd);
- পাওয়ার সেল (www.powercell.gov.bd);
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) (www.bpdb.gov.bd);
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) (www.reb.gov.bd);
- ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ (www.dpdco.org.bd);
- ঢাকা পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ (www.desco.org.bd);
- ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ (www.wzpdcl.gov.bd);
- ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ (www.egcb.com.bd);
- পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ (www.pgcb.org.bd);
- আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) (www.apscl.com);
- রংরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল) (www.rpcl.org.bd);
- নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো) লিঃ (www.nwpgcl.org.bd);
- কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ (সিপিজিসিবিএল) লিঃ (www.cpgcbl.gov.bd);
- নর্থ ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (নওজোপাডিকো) লিঃ

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ জীবন ও সম্পদের নিরপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এর ৩৬ ধারা বলে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের সৃষ্টি হয়। এলক্ষ্যে ১৯৩৭ সালের বিদ্যুৎ বিধিমালার ৬২ ও ৭৯ নং বিধি মোতাবেক শিল্প কল-কারখানাসহ সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানসহ ৪৯(৫) বিধি মোতাবেক উচ্চ ও মধ্যম চাপের পুরাতন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ খন্ডকালীন পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ সেক্টরকে আধুনিক ও সুশৃংখল করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিধিমালার ৪৮(১) বিধি মোতাবেক সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজারী সার্টিফিকেট ও কারিগরী পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে এ দপ্তর নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (সরকারি রাজস্ব) উপার্জন করে থাকে।

সেবা ভিত্তিক সাফল্য

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর রেগুলেটরী কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে যে সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা বর্ণিত ছকে দেখানো হলো:



ক্রমিক নং	কার্যক্রম	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর এর তুলনায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অগ্রগতির হার (%)
১।	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারি	২৭০৯	২৭৪৩	(+) ১.২৫%
২।	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স জারি	৪৫৩	৮৫৮	(+) ৮৯.৪%
৩।	বৈদ্যুতিক সুপাভাইজার সার্টিফিকেট জারি	৫৬৬	৮৯৮	(+) ৫৮.৬৫%
৪।	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট জারি	২২৫৪	২৮২২	(+) ২৫.২০%
৫।	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	৩১৫৩	৩২৩৭	(+) ২.৬৬%
৬।	বৈদ্যুতিক সুপাভাইজার সার্টিফিকেট নবায়ন	৪১৯৪	৪২২১	(+) ০.৬৪%
৭।	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট নবায়ন	১৫৪৩	২৬৪৭	(+) ৭১.৫৪%

আর্থিক সাফল্যবৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে প্রতি বছরই অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করে আসছে। বিগত ৪(চার) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী নিচের ছকে দেয়া হলো। উক্ত ছকে বিগত ৪(চার) বছরে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কি পরিমাণ অধিক রাজস্ব আয় করা সম্ভব হয়েছে তাও দেখানো হলো।

অর্থ বছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অধিক আয়ের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অর্জনের শতকরা কত ভাগ (কম/বেশী)
২০১২-২০১৩	১,৬০,০০,০০০.০০	২,০২,৩১,০০০.০০	(+) ৪২,৩১,০০০.০০	(+) ২৬.৪৪%
২০১৩-২০১৪	১,৭৪,৬২,০০০.০০	২,২৫,৮৪,০০০.০০	(+) ৫১,২২,০০০.০০	(+) ২৯.৩৩%
২০১৪-২০১৫	১,৮৯,২৭,০০০.০০	২,৮২,৩৫,০০০.০০	(+) ৯৩,০৮,০০০.০০	(+) ৪৯.১৭%
২০১৫-২০১৬	৬৮,১৫,০০০০.০০	৮,৪২,৫৮,৪৩৮.০০	(+) ২৭,৫৮,৪৩৮.০০	(+) ৩.৩৮%

বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের বিগত ৪(চার) বছরের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়



হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট কস্মাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস টারবাইন স্থাপন

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

বাংলাদেশে সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহকে বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ হয়ে তদারকী করার জন্য একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গত ২২ মে ২০১৪ খ্রি: তারিখ থেকে “টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)” সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে শ্রেডা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন, রমনা, ঢাকা-তে অফিস স্থানান্তরপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শ্রেডা’র “টিওএন্ডডি” এর চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে এবং “প্রবিধানমালা” চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। শ্রেডাতে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ১৪ (চৌদ্দ) জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে যাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সরকার ও বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রেষণে ও সংযুক্তিতে আরও ১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী শ্রেডাতে কর্মরত রয়েছে।

রূপকল্প

একটি জ্বালানি সচেতন সমাজ গড়ে তোলা

অভিলক্ষ্য

জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর জোর প্রদান, জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন সম্ভবনাময় টেকসই জ্বালানি ক্রমাগত অনুসন্ধান

প্রধান কার্যাবলি

- ❖ সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি কার্যকারিতা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সমন্বয়
- ❖ টেকসই জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ
- ❖ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংশ্লিষ্ট পণ্যসমূহ মানোপযোগী করা
- ❖ নতুন নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার এবং এর সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ
- ❖ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি
- ❖ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতার উপর গবেষণা ও উন্নয়ন
- ❖ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়ন
- ❖ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতার জন্য সচেতনতামূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি
- ❖ আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস এবং জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি নবায়নযোগ্য ও নতুন জ্বালানি উৎস থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১০৭০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন
- ❖ জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রমের সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে ন্যূনতম ৩% বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয়
- ❖ মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ২০১৮ সালের মধ্যে শ্রেডার নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ জনবল হিসেবে তৈরী
- ❖ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে ২০১৮ সালের মধ্যে ৬৪ জেলায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ

শ্রেডা’র আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
- ❖ কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
- ❖ দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
- ❖ কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
- ❖ তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা
- ❖ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

১. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নতুন বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দেশের ৯টি স্থানে উইন্ড



১. রিসোর্স ম্যাপিং প্রকল্পের আওতায় বায়ু প্রবাহের গতিবিধি সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের কাজ শুরু করা
২. ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জে বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রায় ১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু
৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে SREP Investment Plan তৈরী
৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ৫০০ মেগাওয়াট সোলারের যে কর্মসূচির আওতায় সরকারি/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাদে ১৯০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার রুফটপ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার প্রকল্প গ্রহণ
৫. নোয়াখালীর হাতিয়াসহ অন্যান্য দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে সৌর মিনি গ্রিড স্থাপনের কাজ চলমান
৬. স্রোডার উদ্যোগে “Energy Efficiency & Conservation Master Plan up to 2030” প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে
৭. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য SREDA এবং BSTI এর উদ্যোগে মানমাত্রা প্রণয়নের কাজ চলমান
৮. শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে এনার্জি অডিট চালুর লক্ষ্যে এনার্জি ম্যানেজার ও এনার্জি অডিটর তৈরির কার্যক্রম শুরু
৯. স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয়ের ব্যাপারে সচেতন করার জন্য “এনার্জি এফিসিয়েন্সি স্কুল প্রোগ্রাম” এর উদ্যোগ গ্রহণ
১০. স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে “জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ” বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ
১১. “Bangladesh National Building Code” এ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ
১২. “Green Building Guideline” প্রণয়নের কাজ চলমান

পাওয়ার সেল

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৯৫ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় “পাওয়ার সেল” গঠন করা হয়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বিতভাবে নতুন আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা হালনাগাদকরণ, বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকীকরণ, বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দরপত্র দলিল ও সিকিউরিটি প্যাকেজ প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা, আইসিটি ও ই-গভর্নেন্সসহ যাবতীয় কারিগরি বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রম তদারকীকরণসহ পারফরমেন্স মনিটরিং এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সেলের উপর অর্পণ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব

- ❖ বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বিতভাবে নতুন আইন/বিধি/নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ খাতের সকল নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
- ❖ বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- ❖ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও নতুন কোম্পানি গঠনে সহায়তা প্রদান;
- ❖ বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দরপত্র প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
- ❖ বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ;
- ❖ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- ❖ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বেসরকারিখাতের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
- ❖ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;
- ❖ বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পেপার লেস অফিস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;
- ❖ পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
- ❖ বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম সনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
- ❖ বিদ্যুৎ খাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
- ❖ বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- ❖ বিদ্যুৎ খাতের পারফরমেন্স সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে পাওয়ার সেল কর্তৃক বিদ্যুৎ খাতের জন্য মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- ❖ এনার্জি অডিটিং নিশ্চিতকরণ;
- ❖ বিদ্যুৎ খাত সংক্রান্ত ডাটাবেস এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
- ❖ বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন;
- ❖ বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

- ❖ বিদ্যুৎ আইন, ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন;
- ❖ বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত আইসিটি ICT Road Map for Bangladesh Power Sector প্রণয়ন;
- ❖ বাংলাদেশ পাওয়ার প্ল্যান্ট মেইনটেনেন্স কোম্পানি গঠনের লক্ষ্যে Memorandum of Article (MOA) and Article of Association (AOA) প্রণয়ন;
- ❖ বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভার জন্য Software বাস্তবায়ন;
- ❖ Audit Software প্রবর্তন;
- ❖ ইএলআইবি প্রকল্পের আওতায় বাপবিবো'র জন্য Technical এবং Procurement পরামর্শক নিয়োগ;
- ❖ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের জন্য ৭জন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ;
- ❖ বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউট (বিপিএমআই) গঠনের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ;
- ❖ Pre-paid Metering System -এর Third Party Vending Service Provider নিয়োগের EOI, TOR এবং RFP প্রণয়ন;
- ❖ Pre-paid Meter ক্রয়ের জন্য Standard Tender Document (STD) প্রণয়ন;
- ❖ বিআরইবির Computerized Integrated Financial Management Information System শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য Individual Consultant নিয়োগ;
- ❖ Development and Implementation Support for Bangladesh Efficient Lighting Transformation Program শীর্ষক কাজের পরামর্শক নিয়োগ;
- ❖ Uniform Service Rule এর খসড়া প্রণয়ন;
- ❖ বিউবো'র আওতাধীন ১৬টি পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Technical Audit Study এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- ❖ বিআরইবি'র UREDS; DCSD প্রকল্পের Reliability Study এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- ❖ বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড সিস্টেম এর Reliability Study এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ ও বাস্তবায়নাধীন;
- ❖ সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাব এর CEIA Study বাস্তবায়নাধীন;
- ❖ ঘোড়াশাল, বাঘাবাড়ি ও গোয়ালপাড়া জেনারেশন হাব এর Layout Master Plan এর কাজ বাস্তবায়ন;
- ❖ পিজিসিবি'র ECGSTLP প্রকল্পের SIA ও RAP Study এর কাজ বাস্তবায়নাধীন;
- ❖ সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাব এর CEIA Study কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যক্তি পরামর্শকের কাজ চলমান;
- ❖ বিউবো'র আওতাধীন ঘোড়াশাল ইউনিট ৪ রিপাওয়ারিং প্রকল্পের জন্য একজন Procurement এবং Technical (Mechanical Boiler & Steam Turbine ও Electrical) ব্যক্তি পরামর্শকের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ;
- ❖ পেট্রোবাংলার Gas Sector Master Plan (GSMP) যুগোপযোগীকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া করা;
- ❖ পেট্রোবাংলার FSRU প্রকল্পের সহায়তা প্রদানের জন্য International LNG Expert এবং International LNG Legal Expert নিয়োগ;
- ❖ বিউবো'র আওতাধীন ঘোড়াশাল ইউনিট ৪ রিপাওয়ারিং প্রকল্পের Owner's Engineer নির্বাচনের জন্য International Procurement Expert নিয়োগ;
- ❖ পেট্রোবাংলার Model Production Sharing Contract (PSC) এর কারিগরি ও আর্থিক বিষয়াদি যুগোপযোগীকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া করা;
- ❖ বিউবো'র আওতাধীন ঘোড়াশাল ইউনিট ৬ রিপাওয়ারিং প্রকল্পের RLA Study কাজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন;
- ❖ বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে চিটাগাং পাওয়ার কোম্পানি কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ, পাইপ লাইন স্থাপন, কয়লা লোডিং ও আপলোডিং কার্যক্রম সম্পন্নের অনুমোদন গ্রহণ এবং বিউবো'র সহিত PPA চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান;
- ❖ Onshore LNG Terminal স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে Environmental & Social Advisory, Financial/ Commercial Advisory I Technical Advisory এর জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ।
- ❖ Digitalization of SREDA শীর্ষক কাজে সহায়তাকরণ;
- ❖ Customer Satisfaction Survey সমীক্ষার কাজ বাস্তবায়ন;
- ❖ বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের পারফরমেন্স উন্নয়নের লক্ষ্যে কেপিআই স্বাক্ষর ও তদারকিকরণ;
- ❖ বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস এবং ববেয়া আদায় তদারকিকরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ❖ বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের Transformer Specification Standardization এবং Transformer পোড়া রোধের লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- ❖ বিদ্যুৎ খাতের জন্য সমন্বিত Enertprise Resource Planning (ERP) প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ❖ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতি তুলে ধরা এবং জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- ❖ “শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” শীর্ষক কার্যক্রম।



এক নজরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন



পায়রা ১৩২০ মেঃ ওঃ থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট

বিদ্যুৎ খাত: উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

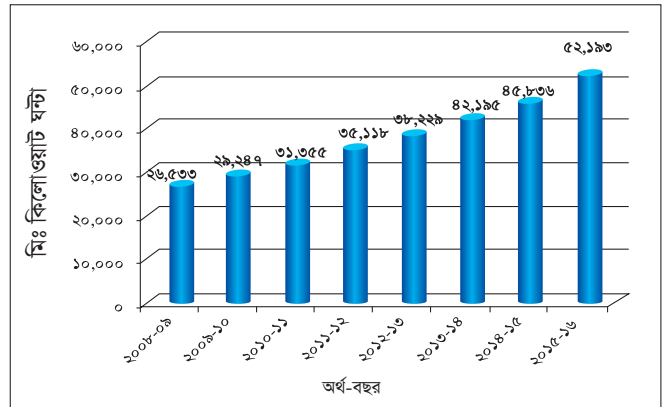
বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে সরকার ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্পখাতে ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ৯২৯ মেগাওয়াট (১০০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ আমদানিসহ) বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। ফলে দেশের স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১২,৩৬৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতের সফলতায় লক্ষণীয় বিষয় হলো বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ৭৬ শতাংশে উন্নীত করা। এছাড়া মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের অগ্রগতি প্রতীয়মান হয়। নিম্নে এক নজরে এক বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন দেখানো হলো:

বিষয়		২০১৫	২০১৬	অর্জন
উৎপাদন ক্ষমতা	মেগাওয়াট	১১,৫৩৪	১২,৩৬৫	*৮৩১
সর্বোচ্চ উৎপাদন	মেগাওয়াট	৭,৮১৭	৯,০৩৬	১,২১৯
সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	%	৭৪%	৭৬%	২%
মাথাপিছু উৎপাদন	কি.ও. আওয়ার	৩৭১	৪০৭	৩৬
গ্রাহক সংখ্যা	লক্ষ	১৭৮	২১৮	৪০
মোট বিতরণ লাইন	কি. মি	৩ লক্ষ ২৬ হাজার	৩ লক্ষ ৫৭ হাজার	৩১ হাজার
মোট সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কি. মি.	৯,৬৯৫	৯,৮৯৩	১৯৮
গ্রিড সাব-স্টেশন ক্ষমতা	এমভিএ	২৪,৬৭০	২৬,৬৯০	২০২০
বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	টি	৫৪ হাজার	৫৮ হাজার ৫ শত	৪ হাজার ৫ শত
সেচ সংযোগ	টি	৩ লক্ষ ৬১ হাজার	৩ লক্ষ ৭৮ হাজার	১৭ হাজার
সোলার হোম সিস্টেম	লক্ষ	৩৩	৪৫	১২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ	কোটি টাকায়	৮,২৭৬.৮২	১৫,৪৭৬.২১	৭,১৯৯.৩৯
সিস্টেম লস	%	১৩.৫৫%	১৩.১০%	-০.৪৫%

* বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবসর বিবেচনায় এক নজরে বিগত এক বছরে বিদ্যুৎ খাতের অর্জন

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩
২০০৯-১০	২৯,২৪৭
২০১০-১১	৩১,৩৫৫
২০১১-১২	৩৫,১১৮
২০১২-১৩	৩৮,২২৯
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫
২০১৪-১৫	৪৫,৮৩৬
২০১৫-১৬	৫২,১৯৩



অর্থবছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)



বিদ্যুৎ উৎপাদন গৃহীত কার্যক্রম



১.০ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুসম উন্নয়নে মেয়াদি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তুরল জ্বালানি, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে রোড-শো আয়োজন, দাতা সংস্থাসমূহের সাথে সভা, যুগোপযোগী আইন/নীতিমালা প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে স্বচ্ছতা আনয়নসহ বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে বিদ্যুতের ঘাটতিজনিত সমস্যার সমাধানসহ এ খাতের ধারাবাহিক বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।



সিলেট ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মেগাওয়াট

বছর	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সরকারিখাত	১০১৫	১৮৭৫	১২৮৯	১৯৮৭	২০১১	৭৫০	৮,৯২৭
বেসরকারি খাত	৪৮১	২১৩	১৪০৪	১৪০২	১২২৪	২৬৫৮	৭,৩৮২
বিদ্যুৎ আমদানি	১০০		৫০০			৪০০	১০০০
মোট	১,৫৯৬	২,০৮৮	৩,১৯৩	৩,৩৮৯	৩,২৩৫	৩,৮০৮	১৭,৩০৯

পরিকল্পনাঃ জুন, ২০১৬

১.১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫০% অর্থাৎ প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের মধ্যে সরকারি/জয়েন্ট ভেঞ্চার/আইপিপি/পিপিপি খাতে দেশীয় উৎপাদিত/আমদানিকৃত কয়লা ভিত্তিক প্রায় ১২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।



বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত শ্রমিক

১.২ পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান

২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা পিএসএমপি ২০১০ প্রণয়ণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত বাস্তবতায় মহাপরিকল্পনাটি আরো হালনাগাদ করনের অংশ হিসেবে পিএসএমপি ২০১৬ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১.২.১ পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১৬:

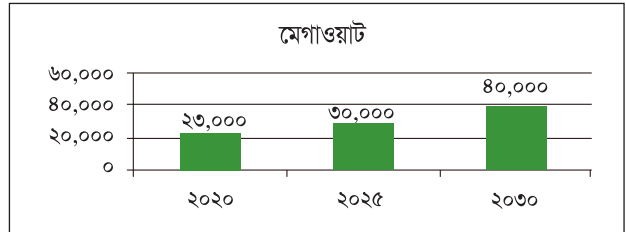
উন্নয়ন সহযোগি জাইকার আর্থায়নে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি)-২০১০' হালনাগাদ করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহন করা হয় এবং ইতোমধ্যে খসড়া পিএসএমপি-২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২.২ পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ অনুযায়ী পরিকল্পনা

বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সুদূর প্রসারী ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে 'পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি)-২০১০' প্রণয়ন করা হয় যা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর ফেব্রুয়ারি ২০১১ এ প্রকাশিত হয়েছে। পিএসএমপি-২০১০ অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

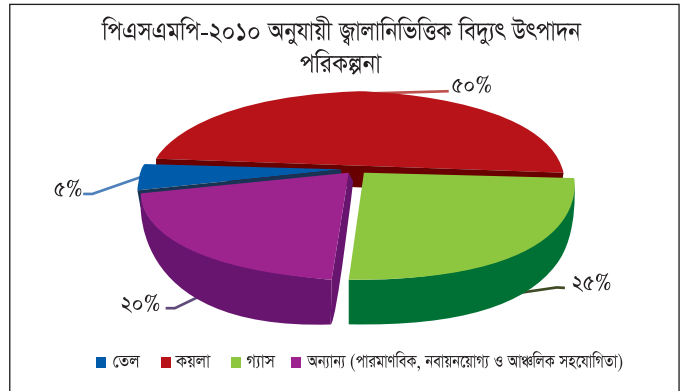
সাল	মেগাওয়াট
২০২০	২৩,০০০
২০২৫	৩০,০০০
২০৩০	৪০,০০০

বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (পিএসএমপি-২০১০)



বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (পিএসএমপি-২০১০)

পিএসএমপিতে বর্ণিত বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনায় একক জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জ্বালানির বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিএসএমপিতে তরল জ্বালানি (ফার্নেস অয়েল ও ডিজেল), নবায়নযোগ্য শক্তি, গ্যাস, নিউক্লিয়ার ইত্যাদি জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



পিএসএমপিতে জ্বালানি বহুমুখীকরণের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা হলো-তেল-৫%, আমদানিকৃত কয়লা-২০%, নিজস্ব কয়লা-৩০%, গ্যাস-২৫%, নিউক্লিয়ার, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও আন্তঃদেশীয়সংযোগ-২০%।

১.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ২০২০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ২০০০ মেগাওয়াট পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। ২০২১ সাল নাগাদ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে প্রায় ৩,১৬৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১.৪ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বহুমুখী জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৫ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী মহাপরিকল্পনায় আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৬,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ভেড়ামারা HVDC বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণপূর্বক ৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী. নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২৩ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় গ্রিড আন্তঃসংযোগ উদ্বোধনের মাধ্যমে ত্রিপুরা (ভারত) হতে কুমিল্লা (দক্ষিণ) উপকেন্দ্রে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে। ভারত হতে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানের সহযোগিতায় কয়লাভিত্তিক মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।



১.৬ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন ১৫/২৫ বছরের পুরাতন ও অদক্ষ বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং, সিম্পল সাইকেল হতে কন্সাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সংস্কার/ পুনর্বাসনের পাশাপাশি কেন্দ্রগুলোর জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় সিম্পল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে কন্সাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।



সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.৭ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার

বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজার দরের পরিবর্তনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যয় এবং বিদ্যুৎ ট্যারিফের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কোন প্রকার জ্বালানি হতে কি পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া, বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি পণ্যের প্রাপ্যতাও বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশলকে প্রভাবিত করে।



আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

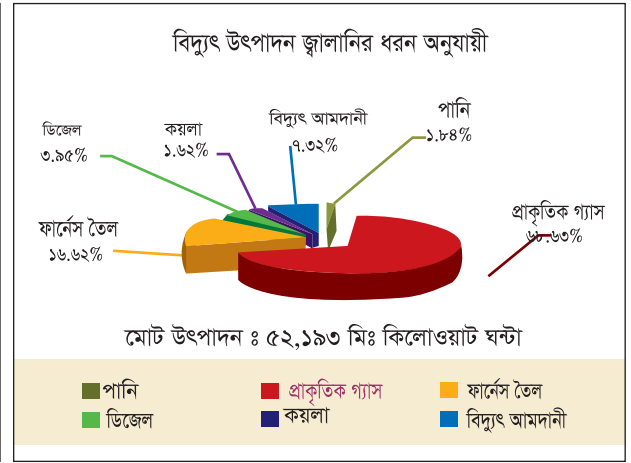
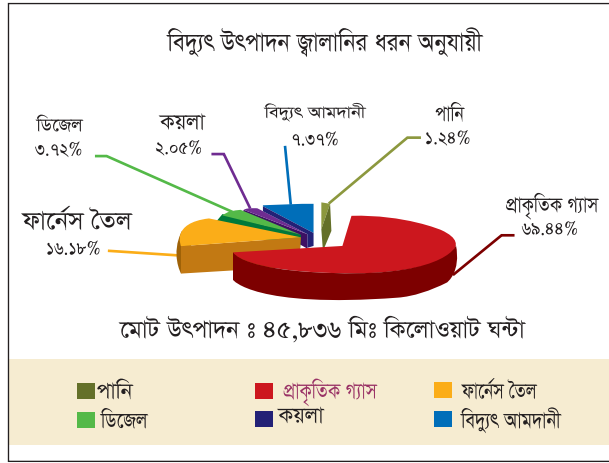
একইসাথে পরিবেশ-বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাপ্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর বিবেচনা করে জ্বালানি বৈচিত্র্যগণকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬৮.৬% শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হয়, যা ২০০৯ সালে ছিল ৮৯ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হ'ল:

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাস ভিত্তিক	কয়লা ভিত্তিক	তরল জ্বালানি	পানি ভিত্তিক	আমদানি ভিত্তিক ভিত্তিক
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৪২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭
২০১৪-১৫	৪৫,৮৩৬	৬৯.৪৪	২.০৫	১৯.৯০	১.২৩	৭.৩৭
২০১৫-১৬	৫২,১৯৩	৬৮.৬৩	১.৬২	২০.৫৭	১.৮৪	৭.৩২

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থবছর ২০১৪-১৫

জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন অর্থবছর ২০১৫-১৬



১.৮ বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

সরকার ২০০৯ সাল থেকে থেকে জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত ১৬,৫৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ৫,৬৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ধরণ	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৩৯	৯৫৮১
রেন্টাল	২০	১৬৫৩
আইপিপি	২৮	৫৩৪৮
মোট	৮৭	১৬,৫৮২

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)
সরকারি	৭	২,১৮৮
বেসরকারি	২৬	৩,৪৮৫
মোট	৩৩	৫,৬৭৩

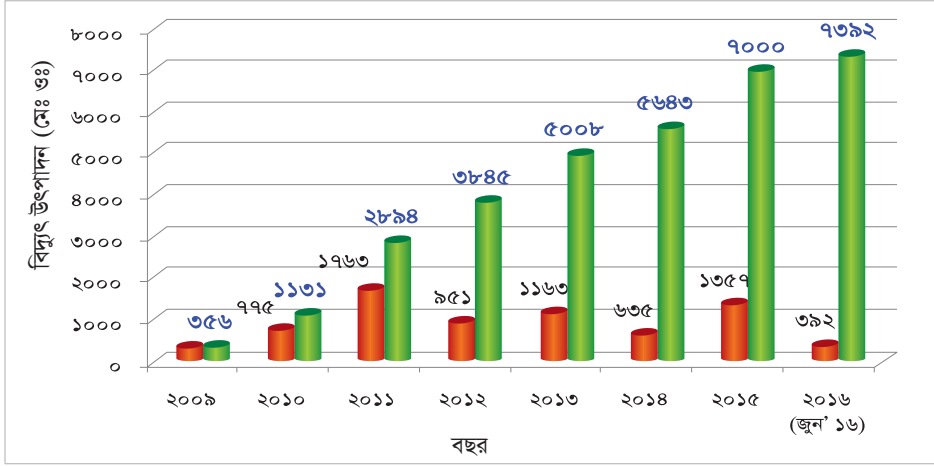
দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র



জানুয়ারী ২০০৯ সাল হতে জুন'২০১৬ পর্যন্ত মোট ৬,৭৯২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭৭টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এক ভারত থেকে মোট ৬০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানী করা হচ্ছে। নিম্নে বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ক্ষমতা দেখানো হলো:

(মেগাওয়াট)

সাল	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	জুন'২০১৬	মোট
স্থাপিত ক্ষমতা	৩৫৬	৭৭৫	১,৭৬৩	৯৫১	১,১৬৩	৬৩৫	১,৩৫৭	৩৯২	৬,৭৯২
বিদ্যুৎ আমদানি	-	-	-	-	৫০০	-	-	১০০	৬০০
মোট	৩৫৬	৭৭৫	১,৭৬৩	৯৫১	১,৬৬৩	৬৩৫	১,৩৫৭	৩৯২	৭,৩৯২



বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ক্ষমতা

১.৯ পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ৪৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১২০০	মৌখ উদ্যোগ (মালেশিয়া)	জুন, ২০২২	৩০ মে ২০১৬ তারিখে মাল্টিসভা কর্তৃক JVA এর খসড়া অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই BPDB এবং TNB-PTB এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর হবে।
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & SEPCO, China)	১২০০	মৌখ উদ্যোগ (চীন)	জুন, ২০২২	২৭ জুন ২০১৬ তারিখে BPDB এবং SEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১২০০	মৌখ উদ্যোগ (চীন)	জুন, ২০২৩	২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে BPDB এবং CHDHK এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	বিপিডিবি	জুন, ২০২৩	পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
মোট	৪৮০০			

পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

১.১০ নিউক্লিয়ার এনার্জি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২৫ সালের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনার্জি হতে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর পূর্বক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১.১১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য, বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট), পায়রা, পটুয়াখালি ১,৩২০ মেগাওয়াট, মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র , খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (এসএস পাওয়ার-১) , চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (এসএস পাওয়ার-২), ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প ,বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১,৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট ৫,৯২৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম চলেছে।

মাতারবাড়ি ১,২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ প্রকল্প, চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ) ,বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াটসহ মোট ২,০৭১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪ টি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দরপত্র প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় ১২,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নিম্নে কয়লাভিত্তিক নির্মাণাধীন, দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ও পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তথ্য দেয়া হলো:

১.১১.১ নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

নিম্নে উল্লিখিত ৫৯২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৫	বিপিডিবি	কয়লা	জুন, ২০১৮	অগ্রগতিঃ ৩০%
পায়রা,পটুয়াখালী ১৩২০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China)	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে।
মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০১৬	অগ্রগতিঃ ৩% [Financial Closing হয় নাই, EAI অনুমোদিত]
খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬৩০	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০১৯	অগ্রগতিঃ ৩% [জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে]
চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প	৬১২	এসএস পাওয়ার-১	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে [জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।]
চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প	৬১২	এসএস পাওয়ার-২	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর, ২০১৯	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে [জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।]
ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প	৬৩৫	ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	
বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৩২০	BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India)	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই, ২০২০	অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
মোট	৫৯২৫				



আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১.১১.২ দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

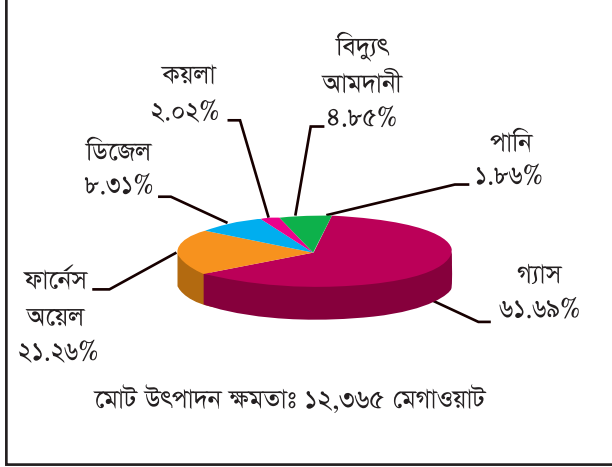
দরপত্র প্রক্রিয়াধীন কয়লাভিত্তিক ২,০৭১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪ টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	সিপিজিসিএ	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	Pre-Qualified Bidder এর নিকট Bidding Document প্রেরণ করা হয়েছে।
ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ প্রকল্প	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০৭	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	২২/০২/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
মোট	২০৭১				

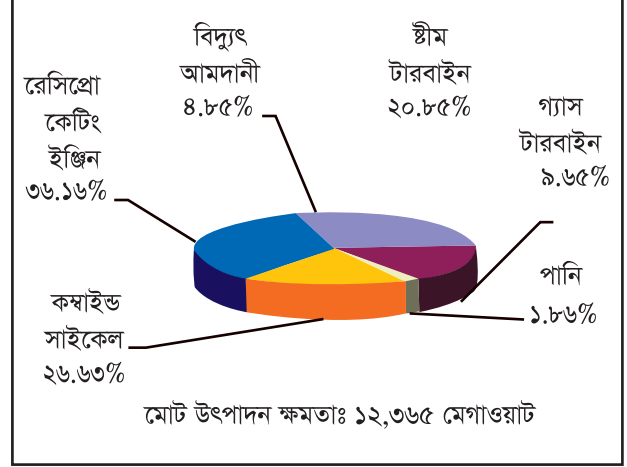
১.১২ জ্বালানি ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০১৬ সালে জ্বালানি ও প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জুন-২০১৬)



প্রযুক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জুন-২০১৬)



১.১৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারিখাতে ৬,০২০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,০১২ এবং বিদ্যুৎ আমদানী ৫০০ মেগাওয়াট সহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১১,৫৩৪ মেগাওয়াট। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ৬,৫১২ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৫,২৫৩ এবং বিদ্যুৎ আমদানী ৬০০ মেগাওয়াট সহ মোট ১২,৩৬৫ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭% উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত অর্থবছরের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের তুলনায় ১৩৩%, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় ১১৬%, ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের তুলনায় ১১২%, ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ৭০%, ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় ৪৯% এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় এ উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

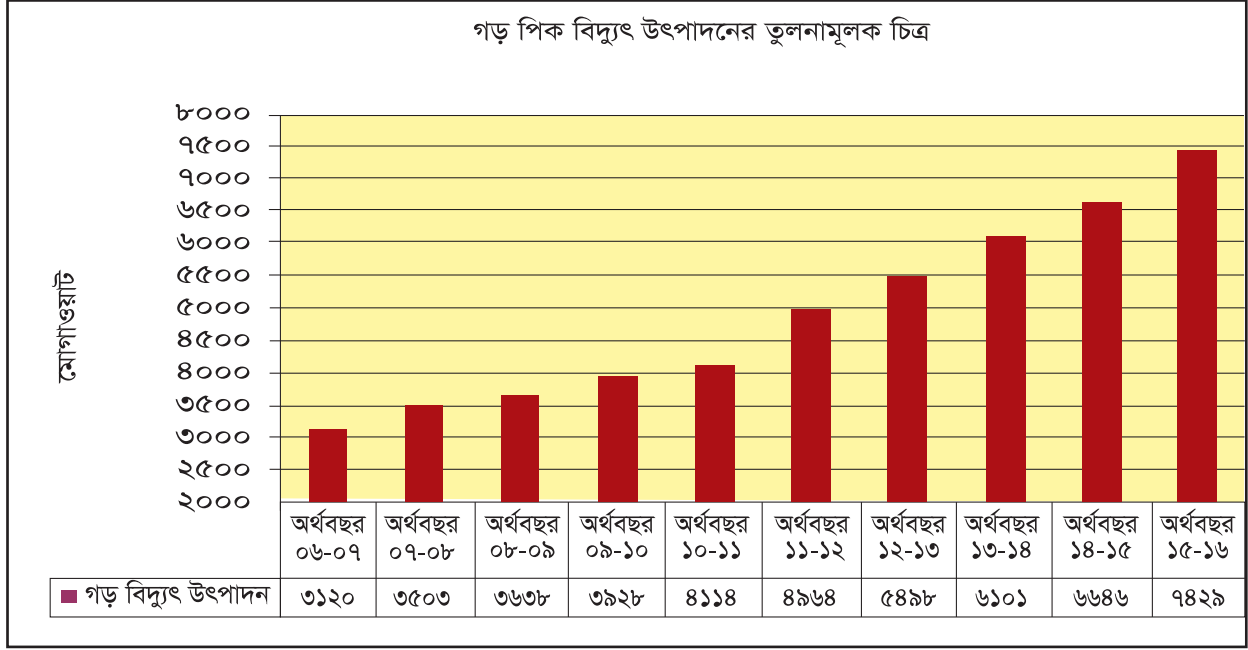
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭,৮১৭ মেগাওয়াট (৩১ মে, ২০১৫ ইং তারিখে)। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,০৩৬ মেগাওয়াটে দাঁড়ায় (৩০ জুন, ২০১৬ ইং তারিখে)। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত গড় পিক উৎপাদনের পরিমাণের নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো। উল্লেখ্য যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গড় পিক উৎপাদনের পরিমাণ ৭,৪২৯ মেগাওয়াট যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের গড় পিক উৎপাদন হতে ৭৮৩ মেগাওয়াট বেশি।



জাঙ্গালিয়া (কুমিল্লা) বিদ্যুৎ কেন্দ্র



গড় পিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র



২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৪৫,৮৩৬ মি.কি.ও.ঘ. নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারিখাতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২,১৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৩.৮৬% নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।



গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী



বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বরিশাল ২৩০ কেভি এআইএস হিড উপকেন্দ্র



বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা



সুইচিং সিস্টেম

২.০ সঞ্চালন খাত

বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথকীকরণের জন্য কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পিজিসিবি সারা দেশে নিরবচ্ছিন্ন ও দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম নেটওয়ার্ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সঞ্চালন গ্রিড নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকে। পিজিসিবি উৎপাদন কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ প্রান্তে পৌঁছে দিয়ে থাকে এবং এ জন্য বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের নিকট হতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে হুইলিং চার্জ গ্রহণ করে থাকে।

২.১ এক নজরে সঞ্চালন খাত

❖ ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র	: ১ টি (৫০০ মেঃওঃ HVDC Back to Back স্টেশন)
❖ মোট সঞ্চালন লাইন	: ৯,৮৯৩ সার্কিট কিলোমিটার
➤ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ২২০.৭০ সার্কিট কিলোমিটার
➤ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩,১৮৫.১৭ সার্কিট কিলোমিটার
➤ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৬,৪৮৬.৮৩ সার্কিট কিলোমিটার
❖ গ্রিড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা	: ২৬,৬৯০ এমভিএ
➤ ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ৫২০ এমভিএ
➤ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ১০,৫৮৫ এমভিএ
➤ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ১৫,৫৮৫ এমভিএ



ত্রিপুরা-কুমিল্লা সঞ্চালন লাইন



২.২ বিগত এক বছরে সঞ্চালন খাতে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ

⊕ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০৩ টি (৭২০ এমভিএ)
⊕ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১ টি (৫০ এমভিএ)
⊕ উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবর্ধন	: ৯৯৮ এমভিএ
⊕ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৫৬ সার্কিট কিলোমিটার
⊕ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ১৩.৭২ সার্কিট কিলোমিটার
⊕ ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন	: ১২৮ সার্কিট কিলোমিটার

২.৩ সঞ্চালন খাতে চলমান প্রকল্পসমূহ

বর্তমানে ১৪টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সঞ্চালন অবকাঠামো সম্প্রসারণের কাজ পূর্ণদ্যোমে চালানো হচ্ছে। আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণ কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কিলোমিঃ)		সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়সীমা
				৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	
১.	বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	২	১,৯৯০	৪০০ কেভি	৩৩৭	জুন, ২০১৭
				২৩০ কেভি	২১০	
				১৩২ কেভি	৬৪	
২.	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৩	২,৩৯৬	২৩০ কেভি	১৫৪	জুন, ২০১৭
				১৩২ কেভি	৩৫৮	
৩.	১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন ইস্টার্ন রিজিয়ন	৪	৩২৮	১৩২ কেভি	৫৯০	জুন, ২০১৭
৪.	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৫	৪,১০২	৪০০ কেভি	৫৬	জুন, ২০১৭
				২৩০ কেভি	৬৩	
				১৩২ কেভি	৩৫৮	
৫.	এ্যানহেসমেন্ট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রিড সাবস্টেশনস এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন ফর রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন	৬	১,৫২১	২৩০ কেভি	৪	ডিসেম্বর, ২০১৭
				১৩২ কেভি	১৭৪	
৬.	আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্প	১	১,০৪০	৪০০ কেভি	১৪০	জুন, ২০১৭
				২৩০ কেভি	১৬	
৭.	বাংলাদেশ (ভেড়ামারা) - ভারত (বহরমপুর) বিদ্যমান গ্রিড আন্তঃসংযোগের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ (৫০০ মেগাওয়াট) প্রকল্প	১ (HVDC Back to Back Station)	৫০০ মেগাওয়াট	২৩০ কেভি	২৪	জুন, ২০১৮
৮.	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১,৫৬০	৪০০ কেভি	৩৪৮	জুন, ২০২০
৯.	পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৫	১,৯৫০	২৩০ কেভি	১৬০	জুন, ২০১৯
				১৩২ কেভি	৩০১	
১০.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রিড স্ট্রেন্থেনিং প্রকল্প	৩	৪,৩৫০	৪০০ কেভি	৪২৮	ডিসেম্বর, ২০২০
				২৩০ কেভি	৩৮	
১১.	ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্থেনিং অব পিজিসিবি	-	-	-	-	জুন, ২০১৮
১২.	পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিড সংযুক্তির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	-	-	-	-	ডিসেম্বর, ২০১৬
১৩.	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	৫০	১৩২ কেভি	১৫	জুন, ২০১৭
১৪.	মংলা-খুলনা (দক্ষিণ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	২৩০ কেভি	৪৮	ডিসেম্বর, ২০১৭



বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

২.৪ সঞ্চালন খাতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বর্তমান সরকারের গৃহীত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরও ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য জিওবির অর্থায়নসহ প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থায়নের প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক অর্থায়ন সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে ইআরডির মাধ্যমে বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত হলে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন কাজ হাতে নেয়া সম্ভব হবে। পিজিসিবি'র পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কিঃমিঃ)		সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
১.	মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প (২) (পিজিসিবি অংশ মাতারবাড়ী - মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন)	-	-	৪০০ কেভি	১৮৪	ডিসেম্বর, ২০২০
২.	এনার্জি ইফিসিয়েন্সি ইন গ্রিড বেইজড পাওয়ার সাপ্লাই প্রজেক্ট	১৩	৪,২৭৫	২৩০ কেভি ১৩২ কেভি	২১০ ৩৮৮	জুন, ২০২১
৩.	পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্থেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি	৪১	১৭,০৯০	৪০০ কেভি ২৩০ কেভি ১৩২ কেভি	২০০ ৬৮০ ৮২৩	জুন, ২০২১
৪.	পটুয়াখালী (পায়রা) - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	১	৯৭৫	৪০০ কেভি ১৩২ কেভি	৩২০ ৫০	ডিসেম্বর, ২০১৯
৫.	এক্সপ্যানসন অ্যান্ড স্ট্রেন্থেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া	৯	১০,৬৫০	৪০০ কেভি ২৩০ কেভি ১৩২ কেভি	৩৭০ ২০৭ ৮.৮	জুন, ২০২১
৬.	মহেশখালী-মদুনাঘাট ৭৬৫ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	৭৬৫ কেভি	২০০	জুন, ২০২০



ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কিঃমিঃ)		সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ
৭.	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২	৩,০০০	৪০০ কেভি	৬০০	ডিসেম্বর, ২০১৯
				২৩০ কেভি	১০	
৮.	রূপপুর-বগুড়া ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	১	১,৫০০	৪০০ কেভি	২৩০	জুন, ২০২০
				২৩০ কেভি	১৫	
৯.	রূপপুর - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি	৩৩৫	ডিসেম্বর, ২০১৯
				২৩০ কেভি	২৪০	
১০.	২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন ওয়েস্টার্ন রিজিয়ন	৬	১,৬৫০	২৩০ কেভি	৪০	জুন, ২০২০
				১৩২ কেভি	২১০	
১১.	এক্সপ্যানসন অ্যান্ড স্ট্রেন্থেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আভার চিটাগং এরিয়া	২	৩০০	২৩০ কেভি	৩০	জুন, ২০২০
				১৩২ কেভি	৫০	
১২.	উত্তর - পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃসংযোগ প্রকল্প	১ (HVDC Back to Back Station)	১,০০০ মেগাওয়াট	৮০০ কেভি	২০০	জুন, ২০২১
১৩.	পটুয়াখালী - পায়রা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	২	-	২৩০ কেভি	১০২	জুন, ২০১৯
				১৩২ কেভি	৫০	
১৪.	এনহ্যান্সমেন্ট অ্যান্ড স্ট্রেন্থেনিং অব পাওয়ার নেটওয়ার্ক ইন ইস্টার্ন রিজিয়ন	১২	৩,৭২০	২৩০ কেভি	২৭২	জুন, ২০২০
				১৩২ কেভি	৩২৭	
১৫.	গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন সাউদার্ন জোন	৫	২,২৫০	২৩০ কেভি	৩৫০	জুন, ২০২০
				১৩২ কেভি	১৫৪	
১৬.	বাঁশখালী-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি	১৩০	জুন, ২০১৯



স্মার্ট এনানসিয়েটর

৫.৫ National Load Dispatch Centre (NLDC)

নিম্ন-মধ্যম থেকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের দিকে অগ্রসরমান বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরও অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ সেক্টর তথা উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে সার্বিক সমন্বয় সাধন, অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিচালনা এবং একই সাথে বিদ্যুৎ চাহিদা এবং উৎপাদনের মাঝে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে ২০১০ সালে পিজিসিবি কর্তৃক ঢাকা আফতাবনগরে আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক National Load Dispatch Centre (NLDC) স্থাপন করা হয়েছে যার Back-Up কেন্দ্রটি বিদ্যুৎ ভবনে অবস্থিত।

বর্তমানে এনএলডিসি' সিস্টেম অপারেশনের আওতায় পাঁচটি সার্কেল তথা এলডিসি সার্কেল, স্ক্যাডা সার্কেল, কমিউনিকেশন সার্কেল, অপটিক্যাল ফাইবার কমার্শিয়াল লিজিং (ওএফসিল) এবং সিস্টেম প্রটেকশন এন্ড মিটারিং সার্কেল রয়েছে। সিস্টেম অপারেশনের আওতায় মূলত নিম্নলিখিত চারটি কাজ সম্পন্ন করা হয়ঃ

- ১) জাতীয় গ্রীডের সার্বিক মনিটরিং, নির্দেশনা প্রদান ও লোড ডেসপ্যাচিং।
- ২) এলডিসি স্ক্যাডা সিস্টেম চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ৩) এলডিসি কমিউনিকেশন সিস্টেম চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ৪) অপটিক্যাল ফাইবার এর বাণিজ্যিক ইজারা প্রদান।
- ৫) জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের প্রটেকশন ও মিটারিং নিশ্চিতকরণ।



বরিশাল মাদারীপুর ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট লাইন

নবনির্মিত এলডিসি কন্ট্রোল রুম থেকে আধুনিক BARCO Display ও অপারেটর কনসল এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ সার্বক্ষণিকভাবে দেশের সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রায় ১০৪ টি); ৪০০, ২৩০ ও ১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র (প্রায় ১৩৪ টি), ৪০০ কেভি ভেড়ামারা-বহরামপুর ও ১৩২ কেভি কুমিল্লা-ত্রিপুরা ভারত-বাংলাদেশ ক্রসবর্ডার সঞ্চালন ব্যবস্থা সহ প্রায় ১০ হাজার সার্কিট কিঃমিঃ. ৪০০, ২৩০ ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

প্রায় ৫২০০ কিঃমিঃ এর অধিক অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে NLDC SCADA System এ সংযুক্ত করেছে। ওভার হাই ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইনে স্থাপিত কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কটি যথেষ্ট নিরাপদ। অত্যন্ত দ্রুত এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টেলিকমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টের মাধ্যমে Nationwide SCADA System Voice Communication System স্থাপিত হয়েছে।



এলডিসি'র আওতায় লোড ডেসপ্যাচ সেন্টারের নেটওয়ার্ক অপারেটর ও ফিল্ড অপারেটরদের জন্য নির্ভরযোগ্য হট লাইন টেলিফোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন অপারেটররা খুব সহজে যে কোনো স্থাপনার সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করতে পারে।

বর্তমানে লোড ডেসপ্যাচাররা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে এবং ট্রান্সফরমার, ট্রান্সমিশন লাইন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মেইনটেন্যান্স এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। এভাবে সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত সংরক্ষণ কাজের সময় এবং রাজস্ব ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে NLDC এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন সম্ভব হয়েছে :

১. ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের সার্কিট ব্রেকার/আইসোলেশন এর স্ট্যাটাস, নেটওয়ার্ক প্যারামিটার যেমনঃ ট্রান্সমিশন লাইন, ট্রান্সফরমার, জেনারেটরের MW, MVAR, Amp ইত্যাদি অন-লাইন মনিটরিং এবং কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।
২. NLDC হতে SCADA System এর মাধ্যমে ৩৩ কেভি ইনকামিং ট্রান্সফরমার, ১৩২ কেভি এবং এর অধিক ভোল্টেজ লেভেলের সার্কিট ব্রেকার, ট্রান্সফরমার ট্যাপচেঞ্জার এবং কিছু নির্বাচিত ৩৩ কেভি ডিস্ট্রিবিউশন ফিডার রিমোটলি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে।
৩. SCADA Online/Archive এর তথ্য ব্যবহার করে পরিকল্পনা, উৎপাদন ও বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে সুবিধা হয়েছে।
৪. ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের বিভিন্ন তথ্য অটোমেটিক আর্কাইভিং (E-terraarchive) সম্ভব হয়েছে।
৫. পিজিসিবি ও অন্যান্য ইউটিলিটির সকল স্থাপনার বিদ্যুৎ অপারেটরদের ব্যবহার এর জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে অত্যন্ত দ্রুত ও নিরাপদ ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।
৬. সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় আউটেজ টাইম, ফ্রিকোয়েন্সি ফ্লাকচুয়েশন, ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েশন, বৈদ্যুতিক ফল্ট কমানো সম্ভব হচ্ছে।
৭. NLDC, SCADA সিস্টেমের সাথে আধুনিক EMS (Energy Management System) সফটওয়্যার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৮. Telecommunication System এর সকল ইকুইপমেন্ট সমূহ ২৪/৭ ঘন্টা মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে, যার ফলে তাৎক্ষণিক যে কোন প্রকার fault (OPGW fiber fault, Equipmunt failure, Server failure) analysis এর মাধ্যমে fault localize সহ দ্রুততার সাথে fault remove করা সম্ভব হচ্ছে যা লোড ডেসপ্যাচ এর সার্বিক কার্যক্রমে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।
৯. এনএলডিসির এর Voice & Data Communication কাজে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় অপটিক্যাল ফাইবার এর অতিরিক্ত ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার কমার্শিয়াল লিজিং (ওএফসিল) বিভাগের অধীনে বিভিন্ন কোম্পানিকে লিজ দেওয়ার মাধ্যমে পিজিসিবি'র নতুন একটি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।
১০. জাতীয় গ্রীডের সার্বিক মনিটরিং বৃদ্ধি পাওয়ায় সিস্টেম প্রটেকশন কোর্ডিনেশন প্রক্রিয়া সহজতর হয়েছে।

SCADA বিভাগ ইতোমধ্যে প্রায় ৪৮ টি নতুন উৎপাদন ইউনিট, ২৮ টি নতুন ১৩২ কেভি ও ২৩০ কেভি লাইন, ২ টি নতুন সাবস্টেশন ইত্যাদিকে NLDC মাস্টার স্টেশন প্রান্তে একত্রিত (Integrated) করেছে। এমনকি NLDC এর সাথে বিভিন্ন ভেভারদের RTU ও SAS-কে একত্রিত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সকল পাওয়ার স্টেশন এবং সাবস্টেশন SCADA সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। টেলিকমিউনিকেশন সার্কলের সাথে সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে পিজিসিবি'র SCADA নিয়ন্ত্রিত ৩৩ কেভি ফিডার এর সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, ফলে একই ফিডারে বরাবর অপারেশন পরিহার করা সম্ভবপর হবে। জাতীয় গ্রিড তথা দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, সাশ্রয়ী ও নিরাপদভাবে পরিচালনার জন্য এলডিসি অঙ্গীকারবদ্ধ।



বাংলাদেশ -ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া



সঞ্চালন লাইন



বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

৩.০ বিতরণ খাত

বর্তমানে বাংলাদেশে ৫টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাকোম্পানি রয়েছে যথা- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো) এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)। সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিতরণ খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বর্তমানে পাঁচটি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার কিলোমিটার।

৩.১ বিতরণ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল অবিদ্যুতায়িত গ্রাম পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কি.মি. লাইন নির্মাণের একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ লাইন নির্মাণের পাশাপাশি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুযায়ী ৩৩/১১ কেভি এবং ৩৩/০.৪ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.২.০ সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লাইন

বাপবিবো	: ২,৯৫,৩০৯ কিলোমিটার
বিউবো	: ৪১,৯১৯ কিলোমিটার
ডেসকো	: ৪,৩১৯ কিলোমিটার
ওজোপাডিকো	: ১০,৯৩৬ কিলোমিটার
ডিপিডিসি	: ৪,৬৯৮ কিলোমিটার
মোট	: ৩,৫৭,১৮১ কিলোমিটার

৩.২.১ বিগত এক বছরে সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লাইন নির্মাণ

বাপবিবো	: ২৯,৫০৫ কিলোমিটার
বিউবো	: ১,৩১৬ কিলোমিটার
ডেসকো	: ২০৪ কিলোমিটার
ওজোপাডিকো	: ৬১ কিলোমিটার
ডিপিডিসি	: ৯৫ কিলোমিটার
মোট	: ৩১,১৮১ কিলোমিটার

৩.৩ বিতরণ উপকেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ওভারলোডেড সাব-স্টেশন এর ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে বিদ্যুৎ খাতে গ্রাহক সেবার মান

বৃদ্ধির পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

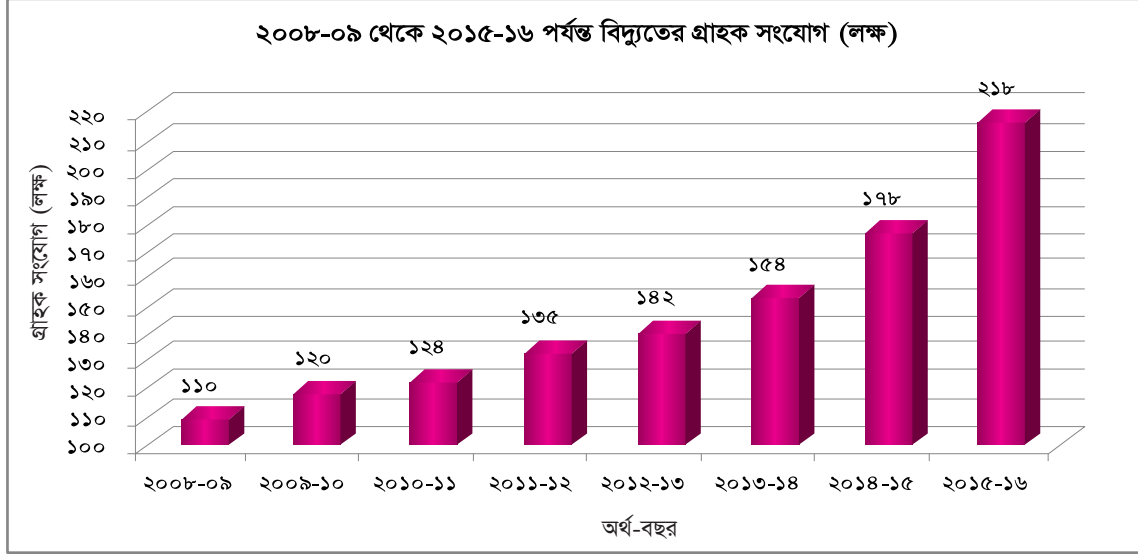


মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের ফলক উন্মোচন



৩.৪ গ্রাহক সংখ্যা

বিদ্যুৎ সংস্থ/কোম্পানিসমূহের গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের চাহিদাও উর্ধ্বগতিতে বেড়ে চলেছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ২ কোটি ১৮ লক্ষে দাড়িয়েছে। অর্থাৎ গত সাত বছরে গ্রাহক সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী হয়েছে।

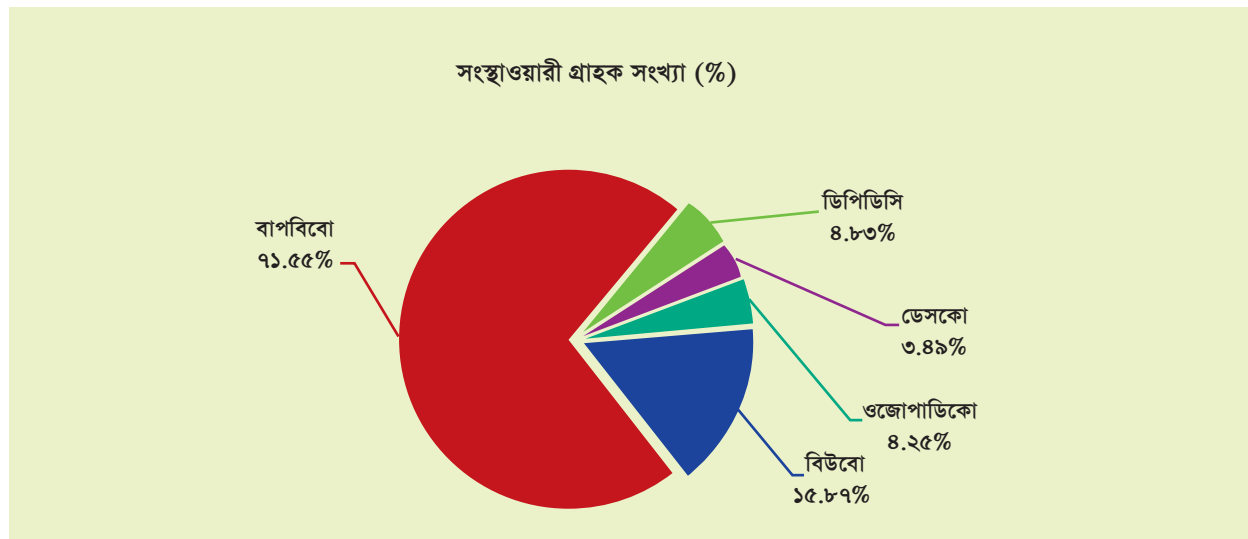


অর্থবছর ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

৩.৪.১ সংস্থভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

বিদ্যুৎ খাতে বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ২ কোটি ১৮ লক্ষ, যার ৭২ শতাংশ গ্রাহকই বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন গ্রামীন এলাকার বাসিন্দা।

সংস্থার নাম	গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
বাপবিবো	১,৫৫,৮৬,১০৬	৭১.৫৫
বিউবো	৩৪,৫৭,২৬৩	১৫.৮৭
ডিপিডিসি	১০,৫২,০৬৮	৪.৮৩
ডেসকো	৭,৬০,৮৪৪	৩.৪৯
ওজোপাড়িকো	৯,২৬,৭০৬	৪.২৫
মোট	২,১৭,৮২,৯৮৭	১০০



সংস্থাওয়ারী গ্রাহক সংখ্যা

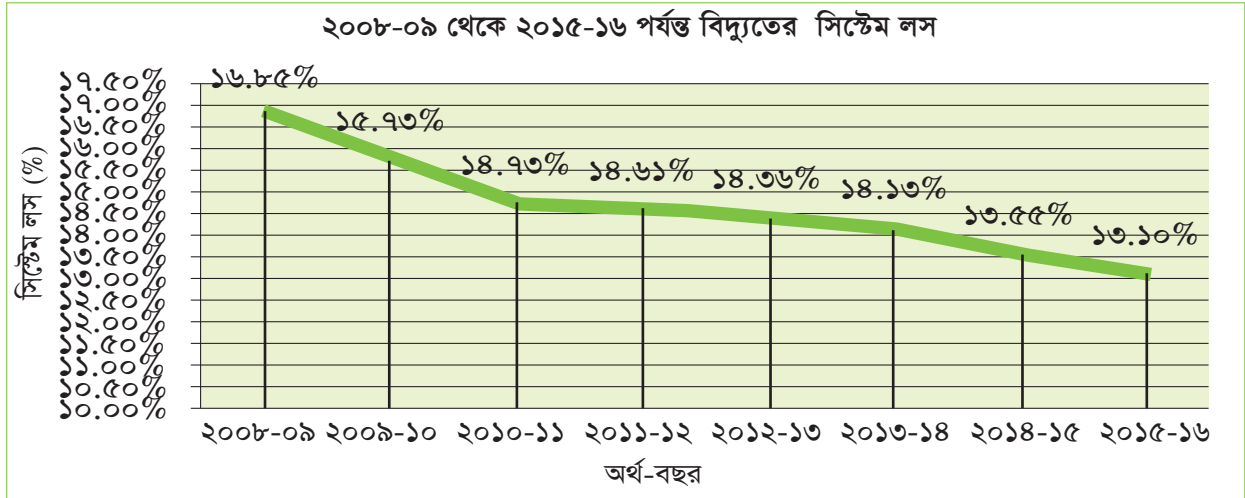
৩.৫ সিস্টেম লস

সরকার বিদ্যুতের সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা তদারকিকরণের ফলে বিদ্যুৎ বিতরণের সিস্টেম লস ২০০৯ সালের ১৪.৩৩% হতে বর্তমানে ১০.৯৬% এ হ্রাস পেয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থ বছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%
২০১৩-১৪	১১.৯৬%	১৪.১৩%
২০১৪-১৫	১১.৩৬%	১৩.৫৫%
২০১৫-১৬	১০.৯৬%	১৩.১০%

অর্থবছর ভিত্তিক সিস্টেম লস

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



অর্থবছর ভিত্তিক সিস্টেম লস

৩.৫.১ সংস্থাভিত্তিক বিতরণ লস

সামগ্রিক বিতরণ লস ডাবল ডিজিটে থাকলেও ডিপিডিসি, ডেসকো ও ওজোপাড়িকো বিতরণ লস সিঙ্গেল ডিজিটে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার নাম	সিস্টেম লস (%)
বিউবো	১০.৬৬
বাপবিবো	১২.৩৬
ডিপিডিসি	৯.১৮
ডেসকো	৮.০৩
ওজোপাড়িকো	৯.৯৮
সামগ্রিক বিতরণ লস	১০.৯৬
সঞ্চালন লস	২.৬৩

অর্থবছর ভিত্তিক সংস্থাওয়ারী সিস্টেম লস

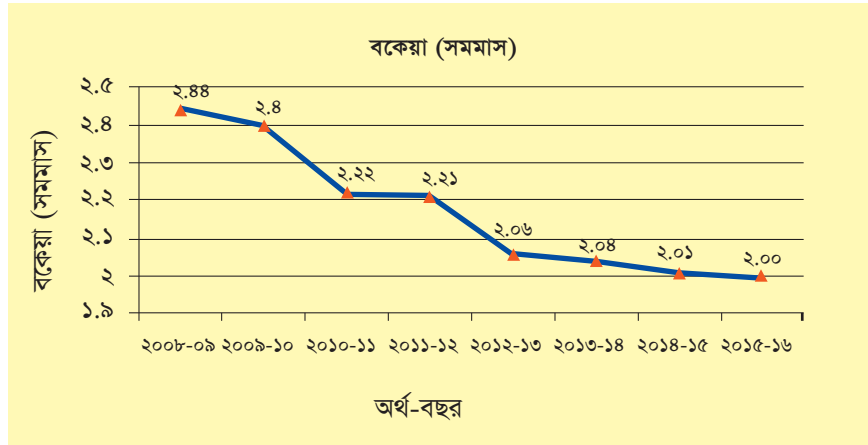


৩.৬ বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানীসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বকেয়া নূন্যতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। তবে তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো:



অর্থবছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

৩.৬.১ সংস্থাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার নাম	বকেয়া (সমমাস)
বাপবিবো	১.১৯
বিউবো	৩.৪০
ডিপিডিসি	২.১৩
ডেসকো	১.৬১
ওজোপাডিকো	২.৫৪
মোট বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া	২.০০



টুংগীপাড়া বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র



সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ



মেঘনাঘাট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৪.০ বিনিয়োগ কৌশল:

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন। ফলে, পূর্বে বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালে ২০৩০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের ঋণ সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার ষ্ট্র্যাটেজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারি খাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহ ব্যঞ্জক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চ মাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরণের টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় 'যৌথ বিনিয়োগ' (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়।



বাংলাদেশ ৪র্থ ইনভেস্টমেন্ট সামিট

৪.১ বিনিয়োগ ষ্ট্র্যাটেজি

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ অত্যন্ত পুঁজিঘন। ফলে, পূর্বে বিদ্যুৎ খাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালে ২০৩০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের ঋণ সংকুচিত হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার ষ্ট্র্যাটেজিক পলিসির অংশ হিসেবে বেসরকারি খাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহ ব্যঞ্জক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চ মাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরণের টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় 'যৌথ বিনিয়োগ' (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪.২ বিনিয়োগ

৪.২.১ ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের (প্রায় ৭,২০০ মেঃওঃ) জন্য সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৩.১ বিলিয়ন ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পে ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ মোট ৬.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।

৪.২.২ বর্তমানে নির্মাণাধীন (প্রায় ১০,৭০০ মেঃওঃ) বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সমূহের জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে মোট প্রায় ১৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে সরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৮.২ বিলিয়ন এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উক্ত ১৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এর সিংহভাগ ইতোমধ্যে নিশ্চিত করা হয়েছে।



৪.২.৩ সরকারের ভিশন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (পিএসএমপি-২০১০) অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে প্রায় ২৪,০০০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের জন্য প্রায় ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১২০০ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ বেশ কিছু প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।



মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

৪.৩ নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং

২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত স্থাপিত (Commissioned) বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বর্তমানে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের জন্য মোট প্রায় ২২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগে নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ প্রায় ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বিনিয়োগ প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য (ECA/ Commercial) বিনিয়োগ ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইনোভেটিভ ফিন্যান্সিং এর আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে। যা বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। উপরোক্ত চিত্র থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখীতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং), ভবিষ্যত প্রকল্প বাতবায়নে সাহসী পদক্ষেপ এর সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (GDP), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা, যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাত ও আতর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (IFI) সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে।



আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



চীনের সাথে এমওইউ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



Listing Process of Debt Instrument in Singapore বিষয়ক কর্মশালা



আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বন্ধুত্বে-অর্জনে একসাথে



৫.০ বিদ্যুৎ আমদানির পটভূমি

২০০৯ সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ ইশতেহার স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালের ১১ জানুয়ারি বিদ্যুৎ খাতের সহযোগিতার বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত ৪টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়:

- ১। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, জ্বালানি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে পারস্পরিক সহযোগিতা;
 - ২। আন্তঃদেশীয় গ্রীড সংযোগের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
 - ৩। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনে যৌথ বিনিয়োগ;
 - ৪। বিদ্যুৎ খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান;
- প্রতিবেশী দেশ মায়ানমারসহ নেপাল, ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

৫.১ ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৬,৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে। ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ভেড়ামারা HVDC বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণপূর্বক ৫ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। ২৩ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী. নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিতীয় গ্রীড আন্তঃসংযোগ উদ্বোধনের মাধ্যমে ত্রিপুরা (ভারত) হতে কুমিল্লা (দক্ষিণ) উপকেন্দ্রে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়েছে। ভারত হতে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানের সহযোগিতায় কয়লাভিত্তিক মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।



২৩ মার্চ ২০১৬ তারিখে ভারত ও বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারত হতে ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ আমদানির শুভ উদ্বোধন; উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী জনাব মানিক সরকার যুক্ত ছিলেন



৫.২ মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে ২০১০ সালে মায়ানমার সরকারের সাথে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দলের আলোচনা হয়। উক্ত আলোচনা অব্যাহত আছে। আশা করা যাচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

৫.৩ ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভুটান হতে বাংলাদেশ হয়ে ভারত পর্যন্ত আন্তঃদেশীয় গ্রীড লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত লাইন নির্মাণ হলে প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে। ভুটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে উভয় দেশের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

৫.৪ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপাল হতে আরো প্রায় ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নেপাল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

৫.৫ বিদ্যুৎখাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ শে অক্টোবর ২০১২ইং তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ প্রসারিত হবে। ফলে উভয় দেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো উন্নত করতে অবদান রাখতে পারবে। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়যোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৫.৬ উপআঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম

বাংলাদেশ প্রতিনিধী দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, SASEC এবং D-৮ ইত্যাদি আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

Third Taskforce Meeting on Trans Power Exchange সভা গত ২৩-২৪ আগস্ট ২০১১ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় BIMSTEC Grid ছাড়াও BIMSTEC Energy Centre স্থাপনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

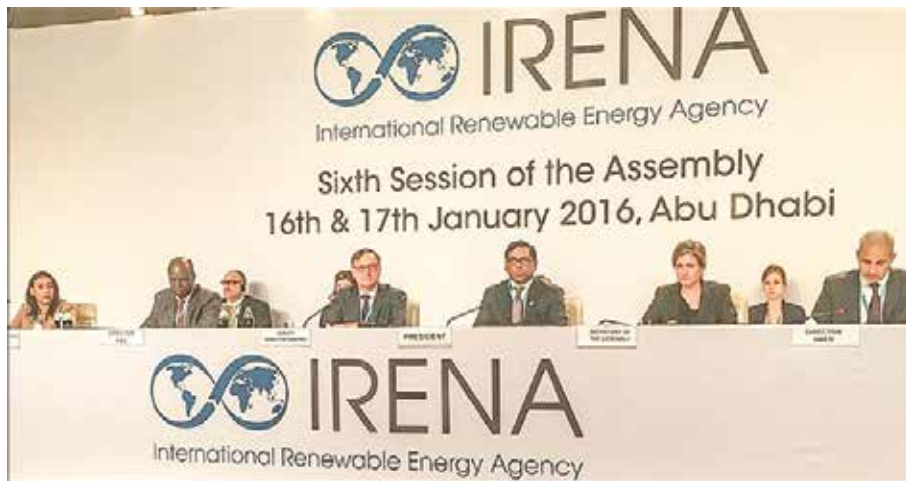
ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশের সাথে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সহযোগিতা বিষয়ক কার্যক্রম:

- চীনের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- মালয়েশিয়ার সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- সিঙ্গাপুরের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা চলছে;
- কাতারের সাথে জি-টু-জি MOU স্বাক্ষর বিবেচনাধীন রয়েছে;



পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

তাহাড়াও বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত এবং নেপাল সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো বেগবান হয়েছে। গত ১৯ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে ব্যাংককে SASEC Working Group এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশ আঞ্চলিক উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ডি-৮ এর সদস্য হিসেবে গত নভেম্বর ২০১১ মাসে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত Working Group on Renewable Energy এর সভায় যোগদান করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে এবং সদস্য দেশের সহযোগিতা কামনা করে।



আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত IRENA, Sixth Session of the Assembly তে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী



নবায়নযোগ্য
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ
সাশ্রয়ী কার্যক্রম

৬.১ নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বর্তমান সরকার গ্যাসের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা কমিয়ে কয়লা, তেল ও পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সমন্বয়যোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতিপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৮ প্রণয়ন করা হয় এবং বর্তমানে নীতিমালাটি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাস, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদীর স্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে সনাক্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকীর জন্য একক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গত ২২ মে ২০১৪ খ্রি: তারিখে Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA) গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে স্রেডা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন, রমনা, ঢাকা-তে নিজস্ব অফিসে স্থানান্তরপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্রেডাতে ১৪ (চৌদ্দ) জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে তাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ হিসেবে ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচী সম্পন্ন হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ যাবৎ দেশে প্রায় ৪৩২ মেঃওঃ ক্ষমতার বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদিত হচ্ছে।



ফেনী জেলায় বায়ু বিদ্যুৎ স্থাপন

৬.১.১ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা

সরকারের জ্বালানি বহুমুখীকরণ পরিকল্পনার আওতায় জীবাশ্ম জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সমন্বয়যোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৮ প্রণয়ন করা হয় এবং বর্তমানে নীতিমালাটি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল উৎস হিসেবে সৌর শক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাস, হাইড্রো, বায়ো ফুয়েল, জিও থার্মাল, নদী স্রোত, সমুদ্রের ঢেউ ইত্যাদিকে সনাক্ত করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০% (২০০০ মেঃওঃ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬.১.২ বিগত বছরগুলোতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে অর্জন

- ▶ পলিসি বাস্তবায়নের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
- ▶ ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- ▶ ৬০ মেগাওয়াট ও ৩০ মেগাওয়াট এর পৃথক ২টি বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়া গ্রহণ
- ▶ ১৩টি স্থানে উইন্ড ম্যাপিং এর পদক্ষেপ গ্রহণ
- ▶ “স্রেডা আইন, ২০১২” অনুমোদনের মাধ্যমে “স্রেডা” গঠন
- ▶ সোলার হোম সিস্টেম হতে ১৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন
- ▶ ৪৫ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন
- ▶ ২০১৭ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ SHS স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
- ▶ ৩৮৭টি সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে ডিজেল চালিত সেচ পাম্পকে সোলার সেচ পাম্পে
- ▶ রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ
- ▶ ৭টি মিনিগ্রিড চলমান রয়েছে, ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এবং ১৮ টি প্রকল্প পরিকল্পনাধীন রয়েছে
- ▶ বৃহৎ সোলার পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ
- ▶ টিআর কাবিখা কার্যক্রমে সোলার হোম সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন-কে অর্ন্তভুক্তকরণ
- ▶ সরকারী ভবনের ছাদে উচ্চ মডেলে সোলার রুফটপ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ



৬.১.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্তমান সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকিকরণ, বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কাজে একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রেডা গঠন করেছে। ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিম্নে বর্ণিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়:

নবায়নযোগ্য জ্বালানির বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা:

প্রযুক্তি	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সোলার	২২২	২৫৩	৪২১.৫৩	২৩৭	১৯৫	২০৩	২০৮	১৭৩৯.৮
উইন্ড	০	২০	২৫০	৩৫০	৩৫০	২০০	২০০	১৩৭০
বায়োমাস	১	১৬	৬	৬	৬	৬	৬	৪৭
বায়োগ্যাস	১	১	১	১	১	১	১	৭
হাইড্রো	০	২	২	০	০	০	০	৪
মোট	২২৪	২৯২	৬৮০.৭৫	৫৯৪	৫৫২	৪১০	৪১৫	৩১৬৭.৮

টেকনোলজী অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানির বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
সোলার								
সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) (মে:ও: ধারণক্ষমতা)	৩০	৩০	৩০	৩০	০৮	০৬	০৬	১৪০
সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড (মে:ও: ধারণক্ষমতা)	০৬	০৬	৩২.২৫	০০	০০	০০	০০	৪৪.২৫
সোলার ইরিগেশন (মে:ও: ধারণক্ষমতা)	৩০	৩০	১৬২.৫	০০	০০	০০	০০	২২২.৫
সোলার পার্ক (মে:ও:)	১৫০	১৮০	১৯০	২০০	১৮০	১৯০	১৯৫	১২৮৫
সরকারী উদ্যোগে সোলার পিভি স্থাপন (মে:ও:)	০২	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	০৩	২০
ব্যক্তিগত উদ্যোগে সোলার পিভি স্থাপন (মে:ও:)	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	০৪	২৮
সর্বমোট								১৭৩৯.৮
উইন্ড (মে:ও:)	০০	২০	২৫০	৩৫০	৩৫০	২০০	২০০	১৩৭০
সর্বমোট								১৩৭০

বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	মোট
বায়োমাস								
বায়োমাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন (মে:ও:)	১	১	১	১	১	১	১	৭
পৌর বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন (মে:ও:)	০	১৫	৫	৫	৫	৫	৫	৪০
সর্বমোট								৪৭
বায়োগ্যাস								
বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন (মে:ও:)	১	১	১	১	১	১	১	৭
বায়োগ্যাস প্লান্ট (মে:ও:)	০	০	০	০	০	০	০	০
সর্বমোট								৭
হাইড্রো								
হাইড্রো (মে:ও:)	০	০	০	০	০	০	০	০
হাইড্রো (মিনি/মাইক্রো) (মে:ও:)		২	২					৪
সর্বমোট								৪
মোট (মে:ও:)	২২৪	২৯২	৬৮০.৭৫	৫৯৪	৫৫২	৪১০	৪১৫	৩১৬৭.৮



সোলার সেচ পাম্প



৬.১.৪ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দুই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

- (ক) বাণিজ্যিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ
- (খ) সামাজিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ

বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ সুবিধা ভোগকারীর প্রদেয় সেবা মূল্যের দ্বারা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। সামাজিক প্রকল্পসমূহ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হবে না। পরিকল্পনাধীন ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) বাণিজ্যিক প্রকল্পসমূহ

- বিভিন্ন সরকারী অব্যবহৃত ও অনাবাদী জমিতে বেসরকারিভাবে Build, Own and Operate (BOO) ভিত্তিতে সৌর পার্ক স্থাপন;
- অফ-গ্রিড এলাকায় সৌর মিনিগ্রিড প্রকল্প স্থাপনপূর্বক Remote Area Power Supply System (RAPSS) পদ্ধতিতে বিদ্যুতায়ন;
- ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন;
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রবর্তন;
- ডিজেল চালিত সেচ পাম্পসমূহ সৌর সেচ পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন;
- সরকারি ও আধা-সরকারি ভবনে আইপিপি মডেলে সৌর প্রকল্প স্থাপন।

(খ) সামাজিক প্রকল্পসমূহ

- টিআর/কাবিখা প্রকল্পের আওতায় সোলার সিস্টেম স্থাপন;
- গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র;
- প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র;
- অবিদ্যুতায়িত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান;
- প্রত্যন্ত রেলওয়ে স্টেশন এবং
- অফ গ্রিড এলাকার সরকারী অফিসসমূহ



উইন্ড ম্যাপিং এর জন্য স্থাপিত টাওয়ার

৬.১.৫ বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই

সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বায়ুশক্তি হতে ১৩৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। কোন স্থানে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পূর্বশর্তই হলো সেই স্থানের বায়ু প্রবাহের গতিবিধি ও পর্যাণ্ডতা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত দীর্ঘ মেয়াদে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। সে লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের নিম্নবর্ণিত ৯ (নয়) টি স্থানে বায়ু বিদ্যুতের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে “উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং প্রকল্প” এর আওতায় বায়ু প্রবাহের তথ্য উপাত্ত (ডাটা) সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২০১৭ সালের শেষ নাগাদ বর্ণিত সকল স্থানের Wind Mapping কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। বর্ণিত স্থানের বায়ু প্রবাহের পর্যাণ্ডতা সংক্রান্ত Wind Mapping স্ট্যাডি হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বানিজ্যিক ভিত্তিতে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

ক্রঃ নং	স্থানের নাম	টাওয়ারের বিবরণ	সর্বশেষ অগ্রগতি
১।	লালপুর, নাটোর	৮০ মিটার টাওয়ার	২৪ মাসের ডাটা সংগৃহীত হয়েছে
২।	জাফরাবাদ, চাঁদপুর সদর	৬০ মিটার টাওয়ার	২৪ মাসের ডাটা সংগৃহীত হয়েছে
৩।	ইনানী বীচ, কক্সবাজার	৪০-২০০ মিটার SoDAR	১২ মাসের ডাটা সংগৃহীত হয়েছে
৪।	সীতকুন্ডু, চট্টগ্রাম	৮০ মিটার টাওয়ার	২০ মাসের ডাটা সংগৃহীত হয়েছে
৫।	পার্কি বীচ, চট্টগ্রাম	৮০ মিটার টাওয়ার	২০ মাসের ডাটা সংগৃহীত হয়েছে
৬।	বদরগঞ্জ, রংপুর	৪০-২০০ মিটার SoDAR	১২ মাসের ডাটা সংগৃহীত হয়েছে
৭।	গৌরিপুর, ময়মনসিংহ	৮০ মিটার টাওয়ার	১২ মাসের ডাটা সংগৃহীত হয়েছে
৮।	মধুপুর চা বাগান, হবিগঞ্জ	৮০ মিটার টাওয়ার	১০ মাসের ডাটা সংগৃহীত হয়েছে
৯।	দাকোপ, খুলনা	৮০ মিটার টাওয়ার	১০ মাসের ডাটা সংগৃহীত হয়েছে

উল্লেখ্য যে, ফেনী জেলার মছুরী এলাকায় এবং কক্সবাজারের মগনামাঘাটে ইতোমধ্যে Wind Mapping এর মাধ্যমে ১ বছরের বায়ু প্রবাহের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও কক্সবাজারের রাজাপালং এবং কুড়িগ্রামের চিলমারীতে Wind Mapping সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

৬.১.৬ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জুন ২০১৫ পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে (হাইড্রো সহ) প্রায় ৪৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১ কোটিরও বেশি মানুষ আজ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে। নিম্নে এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হলো:

এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান (জুন/২০১৬ পর্যন্ত)

ক্র:নং	প্রযুক্তি	অফ-গ্রিড	অন-গ্রিড	মোট
১.	সোলার পিভি	১৯৩ মে:ও:	১ মে:ও:	১৯৪ মে:ও:
২.	উইন্ড	১ মে:ও:	০.৯ মে:ও:	১.৯ মে:ও:
৩.	হাইড্রো	-	২৩০ মে:ও:	২৩০ মে:ও:
৪.	বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন	৫ মে:ও:	-	৫ মে:ও:
৫.	বায়োমাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন	১ মে:ও:	-	১ মে:ও:
	মোট	২০০ মে:ও:	২৩২ মে:ও:	৪৩২ মে:ও:

সৌর বিদ্যুতের বর্তমান অবস্থা

ক্র:নং	প্রযুক্তি	ধারণক্ষমতা
১.	সোলার হোম সিস্টেম (৪.৫ মিলিয়ন)	১৭৫ মে:ও:
২.	সোলার ইরিগেশন (৩৬৬)	২.৯ মে:ও:
৩.	সরকারী/বেসরকারী/বাণিজ্যিক ভবনে স্থাপিত রুফটপ সোলার সিস্টেম	৪ মে:ও:
৪.	গ্রাহকের নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের বিপরীতে স্থাপিত রুফটপ সোলার সিস্টেম	১১ মে:ও:
৫.	সোলার মিনি গ্রিড	১ মে:ও:
	মোট	১৯৪ মে:ও:



অন্যান্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ক প্রযুক্তির ব্যবহার

ক্র:নং	প্রযুক্তি	সংখ্যা
১	চাল সিদ্ধকরণ সিস্টেম স্থাপন	৬৮
২	বায়োগ্যাস প্লান্ট	৮০,০০০
৩	সোলার ড্রিংকিং ওয়াটার সিস্টেম	১৪০
৪	উন্নত চুলা স্থাপন	৫০,০০,০০০

৬.১.৭ বাস্তবায়নাধীন/নির্মাণাধীন কার্যক্রম

▶ সোলার পার্ক (Solicited Offer)

- ▶ ধরলা ৩০ মেগাওয়াট
- ▶ রাঙুনিয়া ৬০ মেগাওয়াট
- ▶ সরিষাবাড়ী ৩ মেগাওয়াট
- ▶ কাপ্তাই ৭.৫ মেগাওয়াট
- ▶ গঙ্গাচড়া ৫৫ মেগাওয়াট

▶ সোলার পার্ক (Unsolicited Offer)

- ▶ টেকনাফ, কক্সবাজার ২০০ মেগাওয়াট
- ▶ সুতিয়াখালি, ময়মনসিংহ ৫০ মেগাওয়াট
- ▶ ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ৩২ মেগাওয়াট
- ▶ গংগাচড়া, রংপুর ৩০ মেগাওয়াট
- ▶ কক্সবাজার ২০ মেগাওয়াট

▶ সোলার ইরিগেশন

- ▶ ১২৪ টি সৌরসেচ পাম্প স্থাপন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে

▶ সোলার মিনিগ্রিড

- ▶ ৯ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে

▶ সোলার রুপটফ

- ▶ সরকারি/ আধা-সরকারি অফিস ভবনের ছাদে ১৫০০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতায় সোলার রুপটফ সিস্টেম স্থাপন
- ▶ বায়ুবিদ্যুৎ
- ▶ কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট
- ▶ ফেনী জেলার মহুরী এলাকায় ৩০ মেগাওয়াট

▶ সোলার ল্যান্ডার্ন

- ▶ ১ লক্ষ সোলার ল্যান্ডার্ন SREP Gen প্রকল্প, শ্রেডা থেকে বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

▶ সোলার চার্জিং স্টেশন

- ▶ আরইবি কেরানীগঞ্জে ১টি ও বিউবো সিলেট ও চট্টগ্রামে ২টি সোলার চার্জিং স্টেশন স্থাপন করেছে।



সোলার পার্ক থেকে ১৫৫.৫
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন

সোলার পার্ক (IPP
প্রকল্পসমূহ) থেকে ৩৩২
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন

৬.২ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় ও এর দক্ষ ব্যবহার কার্যক্রম

জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধাদি বিবেচনা করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার এ খাতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের নিমিত্তে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মূল কৌশল হিসেবে উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও গ্রাহক প্রাপ্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী, দক্ষ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সাথে সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জ্বালানি সাশ্রয় এবং দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সুপরিচালিতভাবে বাস্তবায়নের জন্য সাসটেইনেবল এন্ড রিনিউএবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আইন-২০১২ প্রণয়নপূর্বক স্ট্রাটেজি গঠন করা হয়েছে। জ্বালানি সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং জ্বালানি অডিটর বিষয়ক বিধি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া জ্বালানি সাশ্রয়ী ও দক্ষতা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য Energy Efficiency & Conservation Action Plan এবং JICA'র আর্থিক সহায়তায় Energy Efficiency & Conservation Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬.২.১ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক আইন/ বিধি/ নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন

- ক) জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিধিমালা: জ্বালানি সাশ্রয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ১৫% ও ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয় নিশ্চিত করা হবে।
- খ) জাতীয় জ্বালানি নীতি: বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে প্রথম জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রনয়ণ করে। উক্ত নীতিতে জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় জ্বালানি নীতি যুগোপযোগী করে সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিতে জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষনের বিষয়টি অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে ৩য় জ্বালানি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
- গ) জ্বালানি অডিটর বিষয়ক বিধি: বিভিন্ন শিল্প কারখানায় জ্বালানি সাশ্রয় নিশ্চিতকরণের জন্য জ্বালানি অডিট করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে, জ্বালানি অডিটর বিষয়ক বিধি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
এছাড়া জ্বালানি সংরক্ষণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বিল্ডিং কোড চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৬.২.২ জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন

- ক) জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি রোড ম্যাপ: ২০০৯ সালে জার্মান সাহায্য সংস্থা জি, আই, জেড এর সহায়তায় জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি রোড ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। উক্ত রোড ম্যাপে জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণে ১৯টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়।
- খ) Action Plan for Energy Efficiency and Conservation প্রণয়ন: জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি মহলের সাথে বিভিন্ন সময় মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ একটি সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা “Action Plan for Energy Efficiency and Conservation” প্রণয়ন করেছে। এ Action Plan এ জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এ Action Plan টিতে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে:

বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি

- ▶ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ▶ বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ▶ ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট;
- ▶ এনার্জি অডিট কার্যক্রম;
- ▶ উন্নত চুলা কার্যক্রম;
- ▶ রাইস মিলে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন বয়লার স্থাপন;
- ▶ ইট ভাটায় উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন চুল্লী স্থাপন;
- ▶ সৌর শক্তি দ্বারা পানি গরমের ব্যবস্থা প্রচলন করা;



- ▶ স্টীল মিল/রিরোলিং মিলের ফার্নেসের দক্ষতা বৃদ্ধি;
 - ▶ সার কারখানাগুলিতে বিএমআরই করে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি;
 - ▶ গ্যাস বার্নারের দক্ষতা বৃদ্ধি;
 - ▶ আবাসিক গ্যাসের চুলার দক্ষতা বৃদ্ধি;
 - ▶ আবাসিক গ্যাসের গ্রাহকদের গ্যাসের মিটার/প্রি-পেইড মিটার স্থাপন;
 - ▶ Waste heat Recovery from exhaust heat/steam;
 - ▶ কো-জেনারেশন উৎসাহিত করণ;
 - ▶ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির স্টার লেবেলিং কার্যক্রম;
 - ▶ বয়লারের দক্ষতা বৃদ্ধি;
 - ▶ পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নবায়ন/ দক্ষতা বৃদ্ধি;
 - ▶ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটার স্থাপন।
- গ) Energy Efficiency and Conservation Master Plan প্রণয়ন: শ্রেডা ২০১৫ সালে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা জাইকা এর সহায়তায় বাংলাদেশের জন্য “Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to 2030” প্রস্তুত করে যেখানে ৫টি কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ রয়েছে। মাস্টার প্লানে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে-
- ১। জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, ২। জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে লেবেলিং কার্যক্রম, ৩। জ্বালানি দক্ষ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম, ৪। জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম এবং ৫। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম।
- ১) জ্বালানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম : ভবনসমূহের জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি করা, জ্বালানি দক্ষ প্রযুক্তিসমূহ সংযোজন এবং শিল্প, পরিবহন, বানিজ্যিক খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিদ্যুতের বড় গ্রাহকদের জ্বালানির অপচয় হ্রাস করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হল জ্বালানি ব্যবস্থাপনা।
- বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানির প্রায় ৫০% প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে থাকে এদের অধিকাংশই জ্বালানি দক্ষ নয়। পুরাতন ও রক্ষণাবেক্ষনহীন যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং অদক্ষ জ্বালানি ব্যবস্থাপনার কারণে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করে থাকে। তাই জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রমের খোঁজ খোঁজ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রায় ১৫% জ্বালানি সংরক্ষণ করা সম্ভব। যথাযথ জ্বালানি ব্যবস্থাপনার জন্য জ্বালানি নিরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল শিল্প কারখানা, পন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে নির্দিষ্ট সময় পর পর জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা করা। এই কার্যক্রমের আওতায় জ্বালানি ব্যবস্থাপক এবং জ্বালানি নিরীক্ষক (সার্টিফাইড এবং এক্রেডিটেটেড উভয় প্রকার) নিয়োগ করা হবে যারা ভবন ও ফ্যাক্টরীসমূহে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি জ্বালানি নিরীক্ষা প্রতিবেদন শ্রেডার নিকট দাখিল করবে।
- জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে শ্রেডা ইতোমধ্যে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বৈদ্যুতিক পরিদর্শকের সমন্বয়ে একটি “জ্বালানি নিরীক্ষা সেল” গঠন করেছে। পরবর্তীতে শ্রেডা “জাতীয় যোগ্যতা পরীক্ষা ও সনদ প্রদান” পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে।
- ২) জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে যন্ত্রপাতি লেবেলিং কার্যক্রম : বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মোট জ্বালানির ব্যবহারের ভিত্তিতে এনার্জী স্টার লেবেলিং করা হবে যার দ্বারা সাধারণ গ্রাহকেরা বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রের তুলনায় লেবেলিং যুক্ত যন্ত্র কতটা জ্বালানি সাশ্রয়ী সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। এই পদ্ধতি আবাসিক খাতে সাধারণ ব্যবহারকারীদের জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহী করবে এবং জ্বালানি সাশ্রয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল বাজারে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন পন্যের বিক্রয় ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির গড় জ্বালানি দক্ষতা ২০-৩০ ভাগে বৃদ্ধি করা। উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিদ্যুৎ এর অতিরিক্ত চাহিদাকে অনেকাংশে কমিয়ে দিবে যা ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের অর্জিতব্য লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
 - ৩) জ্বালানি দক্ষ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম : বাংলাদেশে মোট ব্যবহৃত জ্বালানির প্রায় ৩০% ভবনসমূহে ব্যবহৃত হয়। জ্বালানির ব্যবহার, ভবন নির্মাণ এবং টেকসই পরিবেশের মাঝে ভারসাম্য স্থাপনে জ্বালানি দক্ষ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম একটি অভিনব উদ্ভাবন।

এই কার্যক্রমের আওতায় ভবনসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার ও পরিবেশগত মান নির্ধারণের জন্য Building Energy & Environment Rating (BEER) প্রচলন করা হবে। এই সিস্টেমটি ভবনের জীবনচক্রে পরিবেশগতভাবে জড়িত প্রক্রিয়াগুলো, যেমনঃ নকশা থেকে নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার, এবং ধ্বংস পর্যন্ত প্রক্রিয়াগুলোতে জ্বালানি দক্ষতা নিশ্চিত করবে। Building Energy & Environment Rating (BEER) সরকারী ও বেসরকারী এবং আধা সরকারী সকল অবকাঠামোসহ অফিস ভবন, স্কুল, হাসপাতাল, সামরিক স্থাপনা, সরকার প্রদত্ত বা পরিচালিত হাউজিং, গাড়ির ফ্লিট, রাস্তা, সেতু, বিমানবন্দরসহ সকল প্রকার ভবনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

- ৪) জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম : সাধারণত জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতিসমূহের দাম সাধারণ যন্ত্রপাতির তুলনায় বেশী হয় যা জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা ও কার্যক্রমকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভর্তুকি, পক্ষপাতমূলক করারোপ এবং স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে। এই ধরনের স্বল্প মেয়াদী আর্থিক প্রণোদনা জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রাথমিক বোঝাকে সরাসরি লাঘব করবে। সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গৃহীত এসব স্বল্প সুদের ঋণ সাধারণ ষ্টেকহোল্ডারদের দীর্ঘমেয়াদী সমাধান দিতে পারবে যার ফলে তারা খুব সহজেই অদক্ষ যন্ত্রপাতির পরিবর্তে জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলন করতে পারবে।

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত আর্থিক প্রণোদনা কার্যক্রম সাধারণ জনগনকে তাদের প্রাত্যাহিক জীবনে জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে এবং জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারবে।

- ৫) জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম : জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবলমাত্র মাস্টার প্ল্যানের লক্ষ্যমাত্রাগুলো অর্জন করা সম্ভব। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশের নতুন প্রজন্ম যদি জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ে সচেতন হয় তবে তারাই ভবিষ্যতে তাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনকে জ্বালানি সাশ্রয় সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। এছাড়া টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা, ওয়েবসাইট ইত্যাদি মাধ্যমও জনগণকে সচেতন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

৬.২.৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রম

- ক) কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন: জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্যোগ হিসেবে উপযুক্ত সকল পাওয়ার প্ল্যান্টকে কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সিঙ্গেল সাইকেল থেকে কন্সট্রাক্ট সাইকেলের রূপান্তরের অর্থ হলো একই জ্বালানি ব্যবহার করে সিঙ্গেল সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের তুলনায় ১.৫ গুণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ইতোমধ্যে ১১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে এ প্রক্রিয়ায় ১০০৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সকল পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে রি-পাওয়ারিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- খ) Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project: টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ুর পরিবর্তন রোধের অন্যতম প্রধান একটি পদক্ষেপ হচ্ছে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি। স্ট্রোড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to ২০৩০ এ ২০২১ সালের মধ্যে জিডিপি প্রতি প্রাথমিক জ্বালানির ব্যবহার ১৫% কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিল্প শিল্প, বানিজ্য আবাসিক খাতে ব্যবহৃত জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যবহারের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা সম্ভব। জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতিগুলো আয়ুষ্কাল বিবেচনায় সাশ্রয়ী বিবেচিত হলেও অনেক সময় ক্রেতার শুল্কমাত্রা বিনিয়োগ ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে তুলনামূলক সস্তা ও অদক্ষ যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করেন। জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাইকার সহযোগীতায় স্ট্রোড Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে বিশেষ সুবিধায়ুক্ত ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- গ) এনার্জি অডিটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও এনার্জি অডিট: ইউ, এস, এইড এর অর্থায়নে সিসিইবি প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ৪৩ জনকে সার্টিফাইড এনার্জি অডিটরের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০টি বস্ত্র শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- ঘ) এডিবি'র অর্থায়নে Bangladesh Industrial Energy Efficiency Finance Program: এশিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অর্থায়নে Bangladesh Industrial Energy Efficiency Finance Program গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় Textile, garments and leather 2) Steel and Iron 3) Cement and Clinker 4) Ceramic and Glass 5) Chemicals, Fertilizer, Paper & Plastic 6) Agro industries, Sugar, Pulp, Jute এ ৬টি সেক্টরে ১২০টি শিল্প কারখানায় এনার্জি অডিট সম্পন্ন হয়েছে।



- ঙ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Waste heat recovery: জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Waste heat recovery potential database প্রস্তুতের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে নিঃসরিত তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ ও শাহজীবাজার বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে হিমাগার স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে টার্মফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- চ) ওয়েস্ট হিট রিকোভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম: বিভিন্ন ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন সংশ্লিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রায় ৫০টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েস্ট হিট রিকোভারী ও কো-জেনারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা/সেমিনার এর আয়োজন করা হচ্ছে।
- ছ) Bangladesh Efficient Lighting Transformation Program : বাংলাদেশে প্রচলিত জ্বালানি অদক্ষ বাতিগুলোকে জ্বালানি দক্ষ এলইডি বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও করণীয় নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে একটি একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের চূড়ান্ত কাজটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- জ) Household Energy Platform(HEP): Country Action Plan (CAP) for Clean Cook stoves অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্মত Improved clean Cook Stove (ICS) বিতরণ করার পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নত চুলা প্রস্তুতকারী, বিপননকারী, বিক্রয়ে উদ্বুদ্ধকারী ও অর্থায়নকারী দেশি/বিদেশি এনজিও, আমদানীকারক ও বিকল্প জ্বালানি প্রস্তুতকারী এবং উন্নত চুলা বিষয়ে গবেষক, কারিগরী উন্নয়নে মান নিশ্চিতকারী নিয়োজিত সংস্থা সমূহ এবং বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা সমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে শ্রেডার চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) এর সভাপতিত্বে "Household Energy Platform (HEP)" গঠিত হয়েছে। এই প্রাটফর্মের মাধ্যমে উন্নত চুলা এবং জ্বালানি হিসাবে বিকল্প Pallet, Briquette ও Charcoal ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে ধোয়া মুক্ত রান্নাঘর স্থাপন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যহানি রোধ হবে এবং উন্নত চুলার বাজারজাতকরণের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।
- ঝ) Energy Savings Awareness Program : দেশের নতুন প্রজন্ম যদি জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় সম্পর্কে সচেতন হয় তবে তারাই ভবিষ্যতে তাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনকে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে শ্রেডা পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়গুলোতে "Energy Saving Awareness Programme for Students" আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের পাশাপাশি জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য উৎসাহিত করা হবে।
- ঞ) এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম: ব্রেসেল (BRESL) প্রকল্পের আওতায় বিএসটিআই কর্তৃক ৪টি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের (লাইট, ফ্যান, এসি, ব্যালাস্ট) স্টার লেবেলিং সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো ২টি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের (ফ্রিজ, ইন্ডাকশন মোটর) স্টার লেবেলিং এর কার্যক্রম চলমান।
- ট) বয়লার ও ফার্নেস এর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি: বয়লার ও ফার্নেস এর কর্মক্ষমতা পরিমাপ ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শক প্রদানে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে জিআইজেড কর্তৃক তিতাস গ্যাস কোম্পানী লিঃ এর ২৫ জন প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে।
- ঠ) চালের কলে জ্বালানি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ বয়লার স্থাপন: আমাদের দেশে প্রায় ৫০,০০০ হাজার চালের কল রয়েছে। এ রাইস মিলে বয়লারগুলিকে ক্রমান্বয়ে জ্বালানি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ বয়লার দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৫০% ধানের তুষ সাশ্রয় হবে এবং জন নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাবে।
- ড) ইট ভাটায় জ্বালানি সাশ্রয়ী চুল্লি স্থাপন: ইউএনডিপি'র অর্থায়নে ১৫টি ইট ভাটায় প্রচলিত চুল্লির পরিবর্তে জ্বালানি সাশ্রয়ী Hybrid Hoffman চুল্লি দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ব ব্যাংক ও অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচিকে দেশব্যাপী আরো সম্প্রসারিত করা হবে। এনার্জি অডিটের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, একটি শিল্প কারখানায় নিম্নলিখিত পস্থাগুলি অবলম্বন করলে জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব:

- বয়লারের দক্ষতা বৃদ্ধি - ১০%-১৫% জ্বালানি সাশ্রয়।
- স্টীম পাইপে তাপরোধক লাগান - ৫% জ্বালানি সাশ্রয়।
- কনডেনসেট বয়লারে পুনঃব্যবহার - ৫% জ্বালানি সাশ্রয়।
- পাওয়ার ফ্যাক্টার উন্নতিকরণ - ৩% বিদ্যুৎ সাশ্রয়।
- ডিমান্ডসাইড ম্যানেজমেন্ট - ২% বিদ্যুৎ সাশ্রয়।

এ ছাড়া একটি টেক্সটাইল/ পোশাক কারখানায় দেখা গেছে, তাদের জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা ছিল ৩৭%। জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে যেমন কো-জেনারেশন এবং Waste Heat Recovery করে তারা তাদের জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনতে পেরেছে।

ঢ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী কার্যক্রমের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- লোড সাইড ম্যানেজমেন্ট ও ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- অদক্ষ বৈদ্যুতিক বাতি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী LED বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপন
- রাত ৮টার পর শপিং মল ও মার্কেট বন্ধ রাখার কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- এলাকাভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ সুপার মার্কেটসমূহের সাপ্তাহিক বন্ধের দিন স্থানান্তর
- সেচ পাম্পের লোড সান্দ্রকালীন পিক আওয়ার থেকে অফপিক আওয়ারে (রাত ১১টা হতে দিন ভোর ৫টা) স্থানান্তর
- সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র এসির তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার উপরে রাখা
- অতি পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ রিপারিং এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ
- উন্নত গ্যাস চুলা (অটো চুলা) ব্যবহারে উৎসাহিত করা
- এনার্জি স্ট্যাভার্ড ও এনার্জি স্টার লেবেলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ
- বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অকারিগরি লস দূরীকরণে প্রি-পেইড মিটার/ স্মার্ট মিটার স্থাপন
- রাস্তার নিরাপত্তা বাতি দক্ষ এলইডি বাতি দ্বারা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ
- জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারের বিষয় বিস্তিৎ কোডে অন্তর্ভুক্তকরণ
- গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ।



Waste to Energy বিষয়ক কর্মশালা



৬.২.৪ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি

- তরল জ্বালানি ও গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন;
- অফ গ্রিড এলাকাসমূহ Stand alone সোলার হোম সিস্টেমে বিদ্যুতায়ন;
- অফ গ্রিড এলাকাসমূহ সোলার মিনিগ্রিড সিস্টেমে বিদ্যুতায়ন;
- সোলার সিকিউরিটি লাইট, স্ট্রীট লাইট, ট্রাফিক লাইট, বিলবোর্ড স্থাপন;
- সোলার পিভি ইন্সট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- সোলার পাওয়ার্ড এটিএম বুথ ও মোবাইল ফোন চার্জ স্টেশন স্থাপন;
- সোলার কুকার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের লাইট ও ফ্যান চালানোর জন্য সোলার প্যানেল স্থাপন;
- ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার এবং গ্যাস ওয়াটার হিটারের পরিবর্তে সোলার ওয়াটার হিটার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে সোলার প্যানেল স্থাপন;
- বৈদ্যুতিক ও গ্যাস ড্রাইয়ারের পরিবর্তে সোলার ড্রায়ার ব্যবহারকরণ;
- ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প সৌর বিদ্যুৎ দ্বারা চালনা করা।

৬.২.৫ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম

- পিক আওয়ারে এসি, ইলেকট্রিক ইঞ্জি, পানির পাম্প না চালানোর জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- দোকান, শপিং মল, বাসাবাড়ীসহ বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহারকরণ;
- অবৈধ গ্যাস ও বিদ্যুতর অবৈধ ব্যবহার বন্ধ করার জন্য মোবাইল কোর্ট ও ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করা;
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে কক্ষ/ কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র বন্ধ করা;
- জ্বালানি অপচয় রোধে ব্যবহারের পর গ্যাসের চুলা বন্ধ করার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিকরণ;
- জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বিষয়ে গ্রাহক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় কার্যক্রম বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্রিকায় প্রচারণা অব্যাহত রাখা;
- স্কুলিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা;
- বিদ্যুৎ মেলার আয়োজন করা।

আধুনিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ব্যবস্থা ছাড়া অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ প্রায় অসম্ভব। আর অবকাঠামোগত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জ্বালানি সক্ষমতা অর্জন করা সত্ত্বেও নীতিমালার মাধ্যমে জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার ও ভবিষ্যতের জন্য জ্বালানি সংরক্ষণ করছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে জ্বালানি দক্ষতার বিকল্প নেই। Energy Efficiency and Energy Saving কার্যক্রম কোন একক নীতি বা কৌশল দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। নীতি নির্ধারক, রেগুলেটর, ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী ও সেবাদানকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল পেশাজীবীকে এক যোগে কাজ করতে হবে। স্টেকহোল্ডারগণ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এ কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে পারেন।



৬.৩ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয় বিষয়ক সেমিনার ও কর্মশালা

Energy Access vs Energy Poverty: Implication for Policy Work

মানসম্মতভাবে জীবনধারণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যতম মৌলিক চাহিদা হচ্ছে বিদ্যুৎ। এনার্জি এক্সেস এবং এনার্জি প্রোভার্সিটি বিষয়ে ধারণা দেওয়ার জন্য ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি: তারিখ বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) এবং বাংলাদেশ এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) যৌথভাবে "Energy Access vs Energy Poverty: Implication for Policy Work" বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক Lead Economist এবং IFPRI এর সফররত Senior Research Fellow ডঃ শহিদুর রহমান খন্দকার। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মনোয়ার ইসলাম।



Harnessing Energy from Waste: A Pathway towards Achieving Energy & Environmental Solution Addressing SDG for Communal Resilience

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন শহরগুলো পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে ওঠে অপরদিকে ফেলে দেয়া বর্জ্য থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। এই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করেই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৫ উপলক্ষে গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি: তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মিডিয়া বাজার হলে "Harnessing Energy from Waste: A Pathway towards Achieving Energy & Environmental Solution Addressing SDG for Communal Resilience" বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জার্মানির বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ জনাব জর্জ ওয়ানগনার। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব আনিসুল হক ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব সাঈদ খোকন। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আব্দুল মালেক।



Energy Efficiency & Conservation Promotion in Industries

বাংলাদেশে জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রসারের জন্য গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি: তারিখে বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) এর সহায়তায় "Energy Efficiency & Conservation Promotion in Industries" শীর্ষক একটি Orientation and Networking workshop এর আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে FBCCI এর প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে জনাব সিদ্দিক জোবায়ের, সদস্য (যুগ্মসচিব), জ্বালানিদক্ষতা ও সংরক্ষণ, স্রেডা, "এনার্জি কনজারভেশন মাস্টার প্ল্যান" এর উপর একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেন। জাইকা সার্ভে টিম জাইকার জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণমূলক আর্থিক প্রকল্প এবং টার্গেট টেকনোলজির উপর সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। বিআইএফএফএল ও ইউকল এর প্রতিনিধিরা লোন স্কিম এর রূপরেখা উপস্থাপন করেন। সেমিনারে বিভিন্ন দেশের জ্বালানি দক্ষ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী পণ্য উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা জ্বালানি দক্ষ ও সাশ্রয়ী টেকনোলজির ভূমিকা তুলে ধরেন।



Waste to Energy - Opportunity and Challenges in Bangladesh

গত ০১ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি: তারিখে বিদ্যুৎ ভবনস্থ বিজয় হলে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) SREPGen প্রকল্পের সহায়তায় Waste to Energy-Opportunity and Challenges in Bangladesh শীর্ষক একদিনের একটি কর্মশালা আয়োজন করে। কর্মশালাটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম সম্ভাবনাসূচক উৎস ৩০০ টির বেশি পৌরসভার বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে এর সম্ভাবনা ও প্রতিকূলতার বিষয়ে অবহিত করা এবং এই পদ্ধতির পরবর্তী উন্নয়নের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ ও পর্যালোচনা করা। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মনোয়ার ইসলাম এনডিসি ও UNDP এর কাঙ্ক্ষি ডিরেক্টর Ms Pauline Tamesis। এছাড়াও সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন এনজিও এর প্রতিনিধিগণ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।



Solar Rooftop - its viable option for Bangladesh

গত ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি: তারিখে বিদ্যুৎ ভবনস্থ মুক্তি হলে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) Solar Rooftop-its viable option for Bangladesh শীর্ষক একদিনের একটি কর্মশালা আয়োজন করে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সোলার হোম সিস্টেম (SHS) ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও গ্রীড সংযুক্ত শহর এলাকাতে এই কার্যক্রম তেমন সফলতা লাভ করেনি। শহর এলাকাতে অবস্থিত ভবনগুলোর অব্যবহৃত খোলা ছাদে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করার মাধ্যমে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। কর্মশালাটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রুফটপ সোলার সিস্টেম এর উপর আলোচনা এবং বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মোকাবেলায় রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনের সম্ভাবনা ও প্রতিকূলতা চিহ্নিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে কার্যকর সমাধান নির্ধারণ। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মনোয়ার ইসলাম এনডিসি এবং গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মইনুদ্দিন আব্দুল্লাহ। এছাড়াও সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন এনজিও এর কর্মকর্তা এবং সাংবাদিকসহ প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।



Scaling up of Solar Irrigation in Bangladesh

গত ০৫ মার্চ ২০১৫ খ্রি: তারিখে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) SREPGen এর সহায়তায় Scaling up of Solar Irrigation in Bangladesh শীর্ষক একদিনের একটি কর্মশালা আয়োজন করে। বাংলাদেশে সৌর সেচ কার্যক্রম এর অগ্রগতি, প্রতিকূলতা, অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণপূর্বক ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে এই কর্মশালা আয়োজিত হয়। কর্মশালায় সৌর সেচ কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় এবং বাংলাদেশে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এই কার্যক্রমের অগ্রগতি বিশ্লেষণপূর্বক বিশেষজ্ঞরা তাদের মতামত তুলে ধরেন। সেচ মৌসুম বাদে বছরের অন্য সময় এই সিস্টেম হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে প্রদানসহ স্থানীয় পর্যায়ে ন্যানোগ্রিড তৈরির সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও কর্মশালায় আলোকপাত করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম সহ সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন এনজিও এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।



2nd Anniversary of SREDA

গত ২২ মে ২০১৬ খ্রি: তারিখে স্রেডার ৩য় বর্ষে পদার্পন উপলক্ষ্যে জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার ও জ্বালানি সাশ্রয় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়। জনসচেতনতামূলক বিভিন্ন সংবাদপত্রে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। বিটিভি সহ অন্যান্য বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং রেডিও গুলোতে জ্বালানি সাশ্রয়ী বিজ্ঞাপন প্রচার ও টক-শো এর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও আইইবি ভবনস্থ স্রেডার মাল্টিপারপাস কনফারেন্স "Achievement and future plan of SREDA" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহনে স্বল্পদৈর্ঘ্য ডকুমেন্টটির তৈরির প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নির্বাচিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী বিষয়ক ডকুমেন্টটির গুলোকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও স্রেডার অফিসিয়াল লোগো ও নতুন জ্বালানি সাশ্রয়ী অফিস ভবন অতিথি বৃন্দের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী, বীর বিক্রম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নসরুল হামিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, সভাপতি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, , জনাব নাজিমুদ্দিন চৌধুরী, সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বেগম নাসিমা ফেরদৌসী এমপি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং ড.আহমদ কায়কাউস, অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্রেডার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সিকদার এনডিসি। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।





বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মেলা ২০১৫ তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী



পাওয়ারজেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম



হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্যাস টারবাইন

৭.০ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম

১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলেও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে “বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)” গঠনের মাধ্যমে। তখন বিউবো সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে “পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)” গঠন করে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। পবিবোকে বিভাগীয় ও জেলা শহর ব্যতীত অন্যান্য এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় “ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠনপূর্বক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। পাওয়ার সেল বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পন্ন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথক করণের জন্য কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এ কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি), ঢাকা পাওয়ার সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (ইজিসিবি) লিঃ, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল), রংরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আরপিসিএল), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (নওজোপাজেকো) ও কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিঃ (সিপিজিসিবিএল) গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে সংস্কারের ফল হিসাবে ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে উৎপাদনখাতে বেসরকারি বিনিয়োগের দ্বার প্রথম উন্মোচিত হয়। সরকারি ও বেসরকারিখাতে বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১২,৩৬৫ মেগাওয়াট, তন্মধ্যে বেসরকারিখাতের অংশ ৪৪%।

৭.১ সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশি ও বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবান করা হচ্ছে।

৭.২ রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (আরবিএম) এমন এক ধরনের ব্যবস্থাপনা যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের ব্যবহার, ব্যবহারিক টুলস এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধায়ন ও পারফরমেন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরবিএম এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম ও ইম্প্যাক্ট অংশে কেপিআই, তথ্য যাচাই ও ক্রিটিক্যাল অ্যাজাস্পশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রকল্পের সমস্যা সনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট বেঞ্চ মার্কিং ও পারফরমেন্স বিশ্লেষণকরণে সহায়তা করে। রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্টের সাতটি প্রধান উপাদান হলো: (১) বেসিক ডাটা বা বেইজ লাইন ডাটা (২) ফলাফল (আউটপুট, ইফেক্ট, ইম্প্যাক্ট) (৩) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (৪) ইনপুট (৫) পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস (৬) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ম্যানেজমেন্ট (৭) লক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো।

আধুনিক রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট এর আওতায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থার কোন কর্মকর্তা কোন কাজ কিভাবে কত দিনে করবেন এবং তাঁর দায়-দায়িত্ব কি হবে সে সব বিষয় পারফরমেন্স মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (PMF) ছকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক সংস্থা লক্ষ্যমাত্রা ির হওয়ার পর কম্পিউটারে এন্ট্রি দিবেন। যা চাইলেও পরিবর্তন করা যাবে না। সংস্থাসমূহ প্রত্যেক মাসের কেপিআই অগ্রগতির তথ্য কম্পিউটারে হালনাগাদ করবেন। সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ সমন্বিত হালনাগাদ অগ্রগতি ড্যাস বোর্ডে দেখতে পারবেন। এতে একজন এমপ্লয়ীর মধ্যে সার্বক্ষণিক সচেতনতাবোধ কাজ করবে।

৭.৩ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ শাস্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা সমূহের বিভিন্ন বিতরণ এলাকায় এ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ১৩,২৫৮টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিতরণ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিতরণ এলাকার গ্রাহকদের জন্য ২০১৮ সালের মধ্যে সকল আবাসিক গ্রাহক কে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।



প্রি-পেইড মিটার পদ্ধতি সংক্রান্ত কর্মশালায় বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

৭.৪.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ বিভাগ ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা সমূহের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে MoU স্বাক্ষর করে বছরওয়ারী মূল্যায়ন করে আসছে। সংস্থাওয়ারী কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হওয়ায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এক ধরনের উদ্যোগ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এগুলো সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও মূল্যায়নের করার ফলে সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কাজ সম্পাদনের জন্য প্রতিযোগিতা এবং কর্মোদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

৭.৪.১ কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহের সুশাসন ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবতার নিরীখে ও অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনায় পাওয়ার সেল কর্তৃক কিছু গুরুত্বপূর্ণ SMART KPIs নির্বাচন করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার ২০১৪-১৫ অর্থবছরের KPI লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারো কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সময় প্রত্যেক সংস্থার বিগত পাঁচ বছরের অর্জন বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্থাসমূহের কমার্শিয়াল স্ট্যাটিস্টিক্স, এমআইএস, এমওডি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের পর তা সমন্বিত করা হয়। অতঃপর প্রত্যেকটি সংস্থার সাথে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করে প্রাথমিকভাবে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর বিদ্যুৎ বিভাগ, পাওয়ার সেল ও সকল সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়।



SPEL পাওয়ার হাউজ

৭.৪.২ কেপিআই অগ্রগতি, মনিটরিং ও মূল্যায়ন

পাওয়ার সেল কর্তৃক সংস্থাসমূহের কেপিআই এর অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। পাওয়ার সেল প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন ইন্ডিকেটরের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে বিদ্যুৎখাতে কেপিআই এর ধারণা নতুন। কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন একক চেষ্টায় সম্ভব নয়। এটি দলগতভাবে অর্জন করতে হয়।



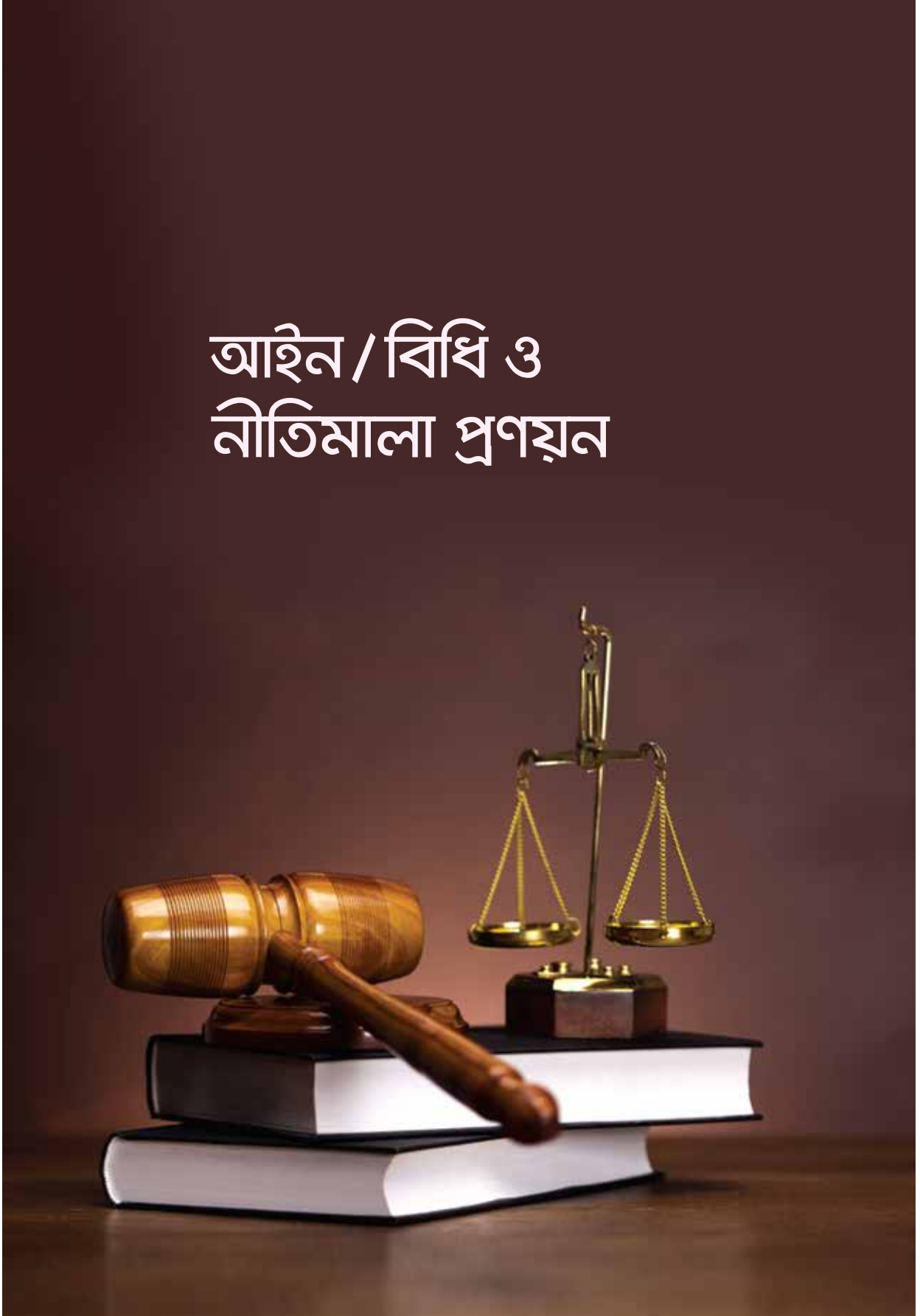
মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিদ্যুৎ ও জালানি মেলা-২০১৫ মেলা পরিদর্শন করছেন



সিদ্দিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত শ্রমিক



আইন / বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন



৮.০ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন

বিদ্যুৎ ঘাটতি জনিত সমস্যার সমাধানসহ এখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু এবং নিরীক্ষণমূলকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জন স্বার্থে নতুন আইন/ বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন করে থাকে। এ সকল আইন/ বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন/ সংশোধনের ফলে নতুন নতুন সংস্থা/ কোম্পানী গঠন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে।

৮.১ আইন/বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

- বিদ্যুৎ খাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুরনো আইনকে যুগপোযোগীকরণ। যেমন-
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে নব নব প্রযুক্তির উদ্ভাবনের লক্ষ্যে “বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫” প্রণয়ন;
 - “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” গঠনের কার্যক্রম;
 - “বিদ্যুৎ আইন, ২০১৬” প্রণয়ন কার্যক্রম।

৮.২ বিদ্যুৎ খাতে প্রণীত আইন

ক্রমিক নং	শিরোনাম	আইন নম্বর
০১.	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫	০২
০২.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫	০৩
০৩.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) আইন, ২০১৩	৫৭
০৪.	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) আইন, ২০১২	৪৮
০৫.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০	৫৪
০৬.	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩	১৩
০৭.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ)	৫৯
০৮.	বিদ্যুৎ আইন ১৯১০	IX

৮.৩ বিধি ও নীতিমালা

ক্রমিক নং	শিরোনাম
০১.	বাংলাদেশ বেসরকারি পাওয়ার জেনারেশন পলিসি
০২.	বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা
০৩.	স্মল পাওয়ার পলিসি
০৪.	ভিশন স্টেটমেন্ট পলিসি এবং বিদ্যুৎ খাত সংস্কার স্টেটমেন্ট
০৫.	বাংলাদেশ বেসরকারি অবকাঠামো নির্দেশিকা
০৬.	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS) নির্দেশনাবলী
০৭.	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS Fund)
০৮.	পাওয়ার প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক
০৯.	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant
১০.	Policy Guidelines for Enhancement of Private Participation in the Power Sector, 2008
১১.	Action Plan For Energy Efficiency & Conservation
১২.	Solar Guide Book
১৩.	Country Action Plan for Clean Cook stoves
১৪.	500MW Solar Programm



তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার



৯.০ বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎখাতে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎখাতে আইসিটি উন্নয়নে পরিকল্পনা "ICT Road Map for Bangladesh Power Sector" করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি কর্মসূচিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

৯.১ সেবার মান বৃদ্ধি

ক) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ পদ্ধতি আরও সহজ করা প্রয়োজন, সে লক্ষ্যে মোবাইল ফোন ও অনলাইনের মাধ্যমে বিল প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে।

- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহজিকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহকের একাউন্ট কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে অপরদিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাহকগণ যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন।



বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি কর্মসূচিসমূহ নিয়ে মাননীয় আইসিটি উপদেষ্টার সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠান

- অন-লাইনের মাধ্যমে: গ্রাহকগণ এখন ইন্টারনেট/ অন-লাইনের মাধ্যমেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন। তবে এ ব্যবস্থাটি পবিবো, ডিপিডিসি ও ডেসকো চালু করেছে। বিউবো ও ওজোপাডিকো এ লক্ষ্যে কাজ করছে।

খ) অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ: বিভিন্ন ইউটিলিটি অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে গ্রাহকগণ বামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে এবং অন-লাইনের মাধ্যমেই ডিম্যান্ড নোট পাবেন।

গ) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি: বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেই, গ্রাহকগণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এর সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কল সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। প্রাপ্ত অভিযোগগুলো কল সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অফিসকে জানিয়ে দেয়া হবে। বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে এবং এ কাজগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে। সকল ইউটিলিটিগুলোর জন্য একটি সমন্বিত সফটওয়্যার তৈরীর কাজ চলছে।

ঘ) অন-লাইন নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ: অন-লাইনের মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীগণ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে অতি দ্রুততার সাথে তাঁদের আবেদন পাঠাতে পারবেন এবং সাথে সাথে অফিস কর্তৃক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পত্র প্রাপ্ত হবেন। এ ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যারটি ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। অচিরেই সকল ইউটিলিটিতে ব্যবস্থাটি চালু করা হবে।

ঙ) Enertprise Resource Planning (ERP) বিদ্যুৎ খাতের জন্য সমন্বিত Enertprise Resource Planning (ERP) প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আইসিটি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ERP বাস্তবায়নের নিমিত্তে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের জন্য Pre-DPP প্রস্তুতপূর্বক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

চ) সমন্বিত ওয়েব সাইট (www.mpemr.gov.bd) প্রনয়ন: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি সমন্বিত ওয়েব সাইট প্রনয়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে জনগণ যে কোন অভিযোগ দাখিল করতে পারবে এবং এ খাতের সাফল্য এবং প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবে।

ছ) সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন: বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন কার্যক্রম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



৯.২ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি

ক) ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যান্য ইউটিলিটিগুলোতেও এ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

খ) অন-লাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগের এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলো সমূহ অনলাইনে মনিটর করার অন-লাইন প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পগুলোর প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক তা বিদ্যুৎ বিভাগে পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল এবং এজন্য প্রচুর কাগজের অপচয় হত। ওয়েব ভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করায় দূর-দূরান্ত অবস্থিত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং একই তথ্য বারংবার টাইপ করতে হয়না বলে, অফিসের সময়ও সাশ্রয় হচ্ছে।

গ) ভিডিও কনফারেন্সিং পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে ইউটিলিটি প্রধানগন নিজ নিজ অফিসে বসেই সভা করতে পারেন।

ঘ) সমন্বয় সভার জন্য অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভার জন্য একটি অন-লাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে সংস্থাসমূহ প্রতিমাসে নিয়মিত অন-লাইনে তথ্য প্রেরণ করে। এর ভিত্তিতে মাসিক সমন্বয় সভায় তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

ঙ) পিএমআইএস সফটওয়্যার চালুকরণ: বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটিসমূহে সমন্বিত একক পিএমআইএস সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।



বিদ্যুৎ বিভাগ ডিজিটাল ওয়ার্ড ২০১৬ এ সেরা স্টল পুরস্কার পেয়েছ

৯.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠা:

ক) স্টোর ব্যবস্থাপনা: কম্পিউটারভিত্তিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হবে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে মালামাল ক্রয়ে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। সুষ্ঠু স্টোর ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ওভার ইনভেন্টরি কষ্ট পরিহার করার লক্ষ্যে স্টোর ব্যবস্থাপনাকে কেপিআই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ) অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালুকরণ: ইউটিলিটিসমূহের সকল প্রবেশ পয়েন্টে অটোমেটেড রিমোট মিটার পদ্ধতি চালু করায় কম্পিউটারের মাধ্যমে অতি সহজেই বিদ্যুতের হিসাব ও বিল প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বড় বড় এইচটি গ্রাহকদের ক্ষেত্রেও Automated Meter Reading (AMR) মিটার বসানো হয়েছে। ফলে বড় বড় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনিয়ম করার সুযোগ বহুলাংশে কমে এসেছে। এ ব্যবস্থা সকল এইচটি গ্রাহকদের জন্য চালু করা হবে।

গ) প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুকরণ: বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে ঝামেলামুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রি-পেইড মিটার ব্যবস্থার ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং সংগ্রহের নামে গ্রাহক ভোগান্তি কমে আসবে।

ঘ) ই-টেলিভিশন ব্যবস্থাপনা: টেলিভিশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি'র সিপিটিইউ এর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে ই-টেলিভিশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অন্যতম। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ইউটিলিটিসমূহে স্ব-উদ্যোগে সিপিটিইউ এর সহযোগিতায় ইতোমধ্যে বিপিডিবি ও পিজিসিবি সীমিত আকারে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

ঙ) স্ম্যাপ স্ট" এর মাধ্যমে মিটার রিডিং: বিদ্যুৎ খাতের জন্য আধুনিক স্ম্যাপ স্ট" পদ্ধতিতে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ এবং স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে তথ্যাদি সরাসরি সার্ভারে প্রেরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিউবো'র বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এ পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অচিরেই বিউবো'র অন্যান্য বিতরণ এলাকাসহ সকল বিতরণ সংস্থায় সফটওয়্যারটি বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও অন্যান্য বিতরণ সংস্থাও এধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।

চ) অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার: বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি সমন্বিত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে করে অডিট নিষ্পত্তি আরো সহজতর এবং গতিশীল হয়েছে। ফলে প্রতি নিরীক্ষা বছরের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির ব্যবধান কমে যাবে। অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা হ্রাস পাচ্ছে। সর্বস্তরে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৯.৪ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য পিজিসিবি'র OPGW ব্যবস্থাপনা

সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালনের নিমিত্তে বিভিন্ন গ্রীড ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে এলডিসি (লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার) এর তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একই সঞ্চালন লাইনের মধ্যে স্থাপিত পিএলসি ব্যবস্থার মাধ্যমে পিজিসিবি'র নিজস্ব টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম চালু আছে। এই টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় কথাবার্তা ছাড়াও টেলিপ্রটেকশন, টেলিমিটারিং ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাতে সঞ্চালন লাইনের নিরাপত্তা, তাৎক্ষণিক উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। বিদ্যমান পিএলসি যন্ত্রপাতি ধীরগতি সম্পন্ন ও অনেক পুরাতন প্রযুক্তি হওয়ায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত উচ্চ গতি সম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার সঞ্চালন লাইনে স্থাপন পূর্বক মাল্টিপ্লোর ব্যবহার করে পিজিসিবি'র টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নতি করার প্রচেষ্টা চলছে।

বজ্রপাত থেকে সঞ্চালন লাইনের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত গ্রাউন্ড ওয়্যার এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিগত ১৯৯৬ সাল হতেই পিজিসিবি'র উচ্চচাপ সঞ্চালন লাইনে গ্রাউন্ড ওয়্যার এর পরিবর্তে OPGW (Optical Ground Wire) স্থাপন শুরু করা হয়েছে।

১৯৯৬ সাল হতে জুন' ২০০৭ সাল পর্যন্ত সঞ্চালন লাইনে স্থাপিত OPGW এর মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২২০০ কি.মি., যা ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ৫৩১৫ কি.মি. এ উন্নীত হয়েছে। এতে দেশের প্রায় অধিকাংশ বিভাগীয় এলাকা পিজিসিবি'র অপটিক্যাল ফাইবার লিংকের আওতায় এসেছে।

পিজিসিবি'র নিজস্ব ব্যবহারের অতিরিক্ত অপটিক্যাল ফাইবার জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় টেলিকম অপারেটর এর নিকট স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নিমিত্তে লীজ প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ২০০৬ সালে ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কিগমিঃ গ্রামীণ ফোন লিং এর নিকট লীজ প্রদান করার মাধ্যমে পিজিসিবি লীজিং ব্যবসা আরম্ভ করেছে।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশে গ্রামীণ ফোন লিং এর নিকট ১৫ (পনের) বছর, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ বিটিসিএল এর নিকট পুনরায় ২ (দুই) বছর, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশ Robi এর নিকট ১৫ (পনের) বছর, University Grants Commission (UGC) কে Indefeasible Right of Use (IRU) এর ভিত্তিতে দেশব্যাপী এক জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার ২০ (বিশ) বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে। জুন' ২০১২ তে Banglalink কে ফেনী-খুলশী (চট্টগ্রাম) অংশে ১৫ (পনের) বৎসরের জন্য এক পেয়ার অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদান করা হয়েছে। তবে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অংশের গ্রামীণ ফোন লিং এর সহিত চুক্তিটি তাঁহাদের পক্ষ থেকে স্বৈচ্ছায় অব্যাহতি চাওয়ায় আগামী ২০ মে/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে চুক্তিটি সমাপ্তি ঘটলেও গ্রামীণ ফোন লিং এর পক্ষে হতে উক্ত রুটে পুনরায় চুক্তিটি চালু রাখার অগ্রহ প্রকাশ করা হয়।

এছাড়াও, জুন' ২০১৩ সালে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণে ফাইবারআহোম লিং ও সামিট কমিউনিকেশন লিং নামক দুইটি NNTN (Nationwide Telecommunication & Transmission Network) কে ১৫(পনের) বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি বিটিসিএল ও ফাইবার@হোম লিং এর সাথে নতুনভাবে দেশব্যাপী ০১ পেয়ার Optical Fiber লীজ প্রদানের নিমিত্তে গত ৪ এপ্রিল, ২০১৬ খ্রিঃ ও ৪ মে, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পৃথক পৃথকভাবে নতুন দুইটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০০৬ সাল থেকে শুরু করে জুন'২০১৬ পর্যন্ত পিজিসিবি অপটিক্যাল ফাইবার লীজ প্রদানের মাধ্যমে মোট প্রায় ১৩৯ কোটি টাকার রেভিনিউ অর্জন করে। যার মধ্যে প্রায় ১৯ কোটি টাকার রেভিনিউ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অর্জিত হয়েছে।



মানব সম্পদ উন্নয়ন



১০.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন ও বিদ্যুৎ খাতের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থার লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

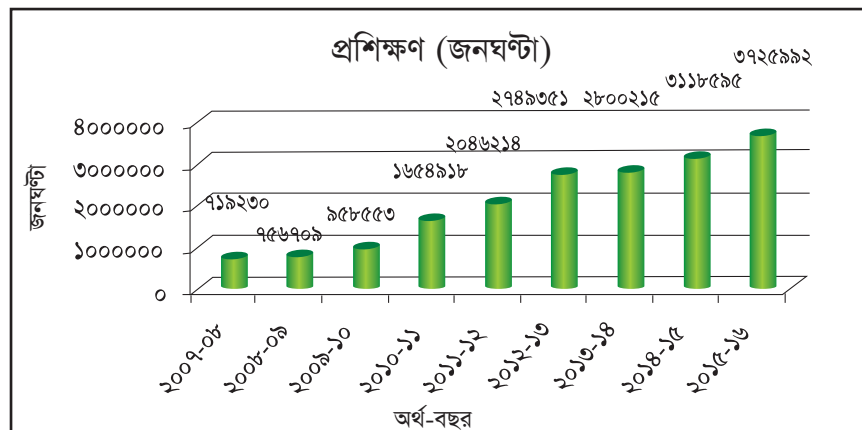
১০.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিদ্যুৎখাতের সকল সংস্থার অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘন্টা যথাক্রমে ২৭,৪৯,৩৫১; ২৮,০০,২১৫; ৩১,১৮,৫৯৫ এবং ৩৭২৫৯৯২।

সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিবরণ :													
ক্র. নং.	বিদ্যুৎ বিভাগ/ সংস্থা/ কোম্পানী সমূহের নাম	আর্থিক বছর (২০১৫-২০১৬)			আর্থিক বছর (২০১৪-২০১৫)			আর্থিক বছর (২০১৩-২০১৪)			আর্থিক বছর (২০১২-২০১৩)		
		প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	(জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	আংশিক লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট অর্জিত জনঘন্টা
১	পিএসসিডিপি	-	-	-	-	-	১৪৫৭	৪৩৬৮৬	১০৯৮	৩৫৪৫২			
	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার দপ্তর	-	-	১৩	১৩২০								
২	বিপিডিবি	২৫৫৯০	১২১১০৪৬	১৮৪৪৮	১১২৯৯২১	১৫০৬১	৯২১৭৩৩	১৪০২১	৮৯৭৪৬৪				
৩	আরইবি	৮৬৪৯৮	১৬,৩৩,০০০	১৭১৩৩	১২৩৩৮৮৬	৯৭০০০	১১৩৫০০০	১৬৭৫০	১১৫৭৯৩৭				
৪	ডিপিডিসি	১৩৬০৭	৩১১৬৭৬	৩৪৯৮	২৪৪৯৯২	৩৭৪৭	২৩৪৮২০	৩৭৫৩	২৪০৪৬৭				
৫	ডেসকো	১৫১৪	১১৩৮৮৪	১৫০০	৯৭০২৮	১৫০৭	৮৭০০৫	১৩৪৫	৭৬৭৫৫				
৬	ওজোপাডিকো	২২৬৮	১৬৬৪২৬	২৩৪১	১৫২৫১৬	২২৮৭	১৬৯০৩৬	২২৫০	১৫৫৪২০				
৭	এপিএসসিএল	৬২৫	৫০২১২	৬২০	৪৬৬৫২	১০৭৩	৪১৮৪০	২১৭	৪০২১৯				
৮	পিজিসিবি	৩৬৫৮	১৫৬৮০৮	২৪০১	১৪৪১৭৬	৩৩৬৫	১৩৬৫৩৮	২১৪৮	১১৭২৯৮				
৯	ইজিসিবি	২৬১	২৭,৫০৯,৫	২৮৯	২৬০৪০	১১৭	১৩৩২৭	১১৭	১৩৩২৭				
১০	আরপিসিএল	১৭০	৯৪৩৮	২৬৫	১৭৯০২	২৫১	১৬০০০	২১৯	১৩৭৮২				
১১	নওপাজেকো	৪২১	৩৭৫৪৩	২৫০	২৩১৩০	৫১	১২৩০	৫১	১২৩০				
১২	সিপিজিসিবিএল	৩০	৮৪৫০	১৮	১০৩২	-	-	-	-				
	মোট	১৩৪৪৪২	৩৭২৫৯৯২	৪৬৭৮৪	৩১১৮৫৯৫	১২৫৯১৬	২৮০০২১৫	৪১৯৬৯	২৭৪৯৩৫১				

সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদির বিবরণ

গত ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের অর্জিত প্রশিক্ষণ ঘন্টার তুলনামূলক চিত্র নিম্নে কলাম চার্টে দেখানো হল:



সংস্থাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত



১০.২ “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” গঠন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BPDB), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (APSCL), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (EGCB), নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ (NWPGL), রূরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (RPCL), এবং কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (CPGCB) বর্তমানে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (PGCB) লিঃ এককভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো) লিঃ, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ, ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লিঃ। উপরোক্ত বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানীগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে বিপুল সংখ্যক জনবল কর্মরত আছে এবং পর্যায়ক্রমে নতুন জনবল নিয়োজিত হচ্ছে। বিগত কয়েক বৎসরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ১২,৩৬৫ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণসহ সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ৯,৮৯৩ কিলোমিটারে এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎখাতের কর্মপরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎখাতের এ বিশাল কর্মযজ্ঞ দক্ষতার সাথে সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলের কোন বিকল্প নেই।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থার বিদ্যমান সীমিত পরিসরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই সরকার বিদ্যুৎখাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর লক্ষ্যে সংস্থাসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামো ও সুবিধাদি একীভূত করে Trust Act এর আওতায় বৃহৎ পরিসরে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ ও উন্নত স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান “বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (BPMI)” নামে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবে; বিদ্যুৎ বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করবে; ডিজিটাল ও আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রবর্তনে সহায়তা করবে; সমীক্ষা সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করবে। বিপিএমআই কর্মকর্তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সিমুলেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বেসরকারী উদ্যোক্তাদের জনবল প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকবে।

Bangladesh Power Management Institute (BPMI) গঠনের জন্য “Deed of Trust” এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা বিদ্যুৎ বিভাগ নীতিগত অনুমোদন প্রদানপূর্বক Article of Association (AOA) and Memorandum of Association (MOA) প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেছে।

১০.৩ অবকাঠামো উন্নয়ন

বিদ্যুৎ খাতের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি ইউটিলিটিসমূহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমীর আধুনিকীকরণের পাশাপাশি কবাজারে এবং কেরাণীগঞ্জে নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য স্ক্যাডা ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমী ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসডিপি এর অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে



সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

কলমে প্রশিক্ষণ দানের সুবিধার্থে ঘোড়াশাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া একই প্রকল্প হতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে উক্ত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে আধুনিকায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।



Power Market Development in India শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান



সেক্টর লিডার্স ওয়ার্কসপ ২০১৫ এ সংস্থা ভিত্তিক উপস্থাপনা



এডিপি বাস্তুবায়ন



১১.০ এডিপি বাস্তবায়ন

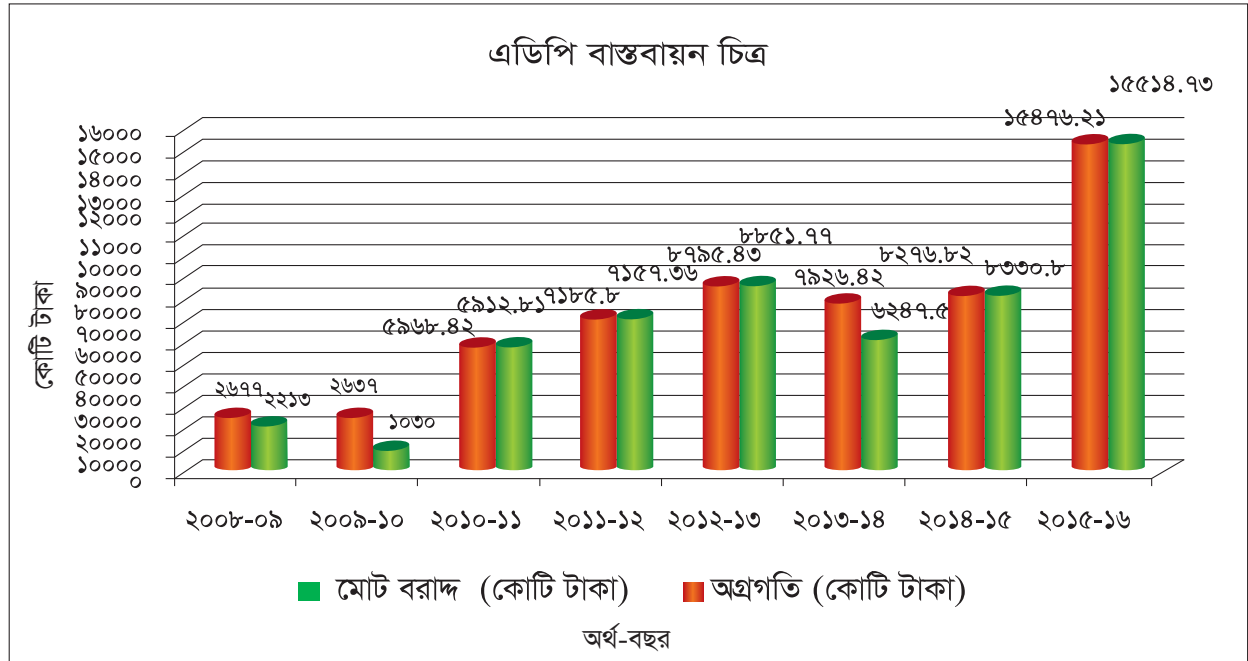
১১.১ উন্নয়ন বাজেট

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপি'তে বিদ্যুৎ সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থা/ কোম্পানির আওতাভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৫,৪৭৬.২১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫,৫১৪.৭৩ কোটি টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের ১০০.২৫%। বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	মোট	এডিপি বরাদ্দ জিওবি	পিএ	মোট	ব্যয় জিওবি	পিএ
২০০৮-০৯	৪৭	২৬৭৬.৫৭	১১৮৮.১৩ (৮৬%)	১৪৮৮.৪৪ (৮৬%)	২২৯৮.৭৩ (৮৬%)	১০২২.৭৬	১২৭৫.৯৮
২০০৯-১০	৫১	২৬৪৪.২৬	১২২৭.০৮ (৭৭%)	১৪১৭.১৮ (৯৩%)	২০২৪.৫৪ (৬২%)	১১৪৩.২৩	৮৮১.৩০
২০১০-১১	৫৩	৫৯৮১.৮৮	৪৩১৭.৯০ (৯৮.৮৫%)	১৬৬৩.৯৮ (৯৯.৬৯%)	৫৯১২.৮২ (৯৬.৬৫%)	৪৩০৪.৫০	১৬০৮.৩২
২০১১-১২	৫৬	৭২০৮.১০	৪৭২৫.০০ (৯৯.৬১%)	২৪৮৩.১০ (৯৭.৫৮%)	৭১৭৯.৬৫ (১০৩.৪৫%)	৪৬১০.৮৪	২৫৬৮.৮২
২০১২-১৩	৬১	৮৮০৩.০৪	৫৪০০.০০ (১০১%)	৩৪০৩.০৪ (৯৮%)	৮৮৬৮.০১ (১০৫%)	৫২৯৮.৩৪	৩৫৬৯.৬৭
২০১৩-১৪	৬৯	৭৯২৮.৪২	৪৭১৯.৩১ (৯৯.৮৫%)	৩২০৯.১১ (৯৮.১৩%)	৭৯১৬.৮৪ (১০২.৪%)	৪৬৩০.৮৭	৩২৮৫.৯৭
২০১৪-১৫	৭১	৮২৭৬.৮২	৪৬৮৩.৮১ (১০০.৬৫%)	৩৫৯৩.০১ (৯৬.৯২%)	৮৩৩০.৮৬ (১০৫.৫২%)	৪৫৩৯.৪৬	৩৭৯১.৪০
২০১৫-১৬	৭৫	১৫৪৭৬.২১	৭১৭৭.৫০ (১০০.২৫%)	৮২৯৮.৭১ (৯৮.৬৯%)	১৫৫১৪.৭৩ (১০১.৬০%)	৭০৮৩.৬৪	৮১৩১.০৯

বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়



বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে বছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

১১.২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুৎ খাতের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-ছ তে দেয়া হলো।



চতুর্থ সেক্টর নিডার্স ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান

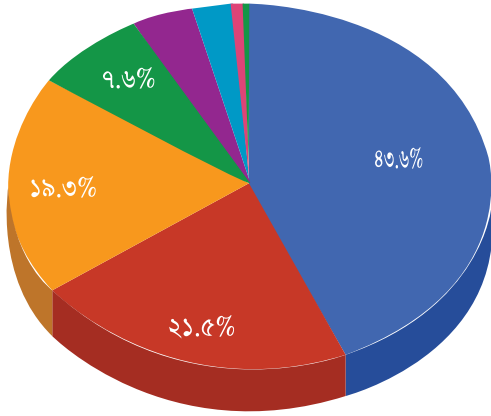
১১.৩ অডিট আপত্তি

বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা বিদ্যুৎখাতে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (জুন ২০১৬ পর্যন্ত):

ক্র: নং	সংস্থা	সাধারণ	অগ্রিম	বার্ষিক রিপোর্টভুক্ত	মোট
১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১০২৫	১৭৯৫	৪০২	৩২২২
২	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	৮৯৪	৬৬৩	৩৬	১৫৯৩
৩	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:	২৮৬	৮৮১	২৬৪	১৪৩১
৪	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি:	১৩১	৩৩৩	৯৭	৫৬১
৫	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি:	১৫৩	১৩৫	১৬	৩০৪
৬	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি:	৩১	১৩৮	২৩	১৯২
৭	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি:	২৯	২৭	২	৫৮
৮	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি:	৬	১৬	০	২২
৯	পাওয়ার সেল	৮	১	০	৯
১০	নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি:	৩	৩	০	৬
১১	পাওয়ার ডিভিশন	০	০	০	০
১২	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি:	০	০	০	০
১৩	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি:	০	০	০	০
১৪	বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	০	০	০	০
	মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	২৫৬৬	৩৯৯২	৮৪০	৭৩৯৮

সংস্থাভিত্তিক অনিষ্পন্ন অডিট স্বলতি, মোট সংখ্যা : ৭৩৯৮



- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড : ৩২২২
- বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড : ১৫৯৩
- ঢাকা পাওয়ার কন্সট্রিবিউশন কোম্পানি লি. : ১৪৩১
- ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কন্সট্রিবিউশন কোম্পানি লি. : ৫৬১
- পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. : ৩০৪
- ঢাকা ইলেকট্রিক মাপ্রাই কোম্পানি লি. : ১৯২
- অজগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. : ৫৮
- ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. : ২২
- পাওয়ার সেল : ৯
- নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. : ৬
- পাওয়ার ডিভিশন : ০
- করাল পাওয়ার কোম্পানি লি. : ০
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর : ০
- কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি. : ০

সংস্থা ভিত্তিক অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি



নির্মাণাধীন সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বিশেষ কার্যক্রম

১২.০ বিশেষ কার্যক্রম (Special Program)

১২.১ শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ ৬: “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ইতোমধ্যে রূপকল্প ২০২১: ‘২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে মান সম্মত বিদ্যুৎ’ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎখাতের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যেই দেশের ৭৬ শতাংশ জনগোষ্ঠি বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অবশিষ্ট ২৪ শতাংশ জনগোষ্ঠি আগামী ২০২১ সালের মধ্যেই বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে জাতীয় গ্রীডের আওতায় প্রায় ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠি বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করবে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠি বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলের জনগণ সৌর বিদ্যুতের আওতায় আসবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্ভাবনী উদ্যোগকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ২০১২ সাল হতে দেশব্যাপী জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন এবং স্কাউট সদস্যদের অংশগ্রহণে বিদ্যুৎ ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাদা সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্থাসমূহ কর্তৃক নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন করে তার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ কার্যক্রম আরো জোরদার করা সহ গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হবে। এতে “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” কার্যক্রম দ্রুত ও বাস্তবসম্মতভাবে বাস্তবায়নও সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ স্ব স্ব এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের প্রকৃত পরিসংখ্যানসহ মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার/উৎপাদনের পরিমাণ জানার লক্ষ্যে জরিপ কার্য (House Hold সার্ভে) পরিচালনা করবে। তাছাড়াও বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ গ্রাহকগণের আস্থা অর্জন এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঝে মাঝে উন্মুক্ত গণশুনানীর ব্যবস্থা সহ নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রত্যেক বিতরণ সংস্থা অভিযোগ কেন্দ্র চালু করবে। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোবাইলে ম্যাসেজ যেমন নতুন সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য, কিছু ক্ষেত্রে চাকুরী, বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য মোবাইল ম্যাসেজ করা হয়। তবে ধীরে ধীরে তার পরিধি বিস্তার করতে হবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। বেসরকারি খাতের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানীসমূহ এডিপি বাস্তবায়নসহ উন্নয়নমূলক কাজের বছরওয়ারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। বছরওয়ারী কর্মপরিকল্পনা আরও নিবিড় তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

নিরাপদ বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য গ্রিড ব্যবস্থার উন্নয়নে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং তা নিবিড় তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ খাতের জন্য ICT Roadmap প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং তার নিরিখে ডাটাবেইজ তৈরী করা হবে এবং Enterprise Resources Planning (ERP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ‘তথ্য ব্যবস্থাপনা’ সহজতর হবে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ সংস্থাসমূহ সৃষ্ট সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি মেইনটেনেন্স এর লক্ষ্যে GIS Mapping সম্পন্ন করবে। এর মাধ্যমে বিতরণ সংস্থাসমূহের এলাকা নির্ধারণও সহজতর হবে। বিদ্যুৎ খাতের অর্জনসমূহ ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণায় পাওয়ার সেল সহ সংস্থা/কোম্পানীসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কার্টুন/পট গান, জারীগান, গম্ভীরা গানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে অর্জন তুলে ধরার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।



শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ



বিদ্যুৎ খাতের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ 'Good Governance' ও দুর্নীতিমুক্ত বিদ্যুৎ খাত বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করবে এবং একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” ব্র্যান্ডিং এর বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা হবে। বিদ্যুৎ বিলের সাথে শ্লোগান/প্রতিপাদ্যসহ বিদ্যুতের ট্যারিফের তালিকা সংযোজন করা হবে।

“ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” ব্র্যান্ডিং এর বিষয়ে গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে মনিটরিং ডেস্ক স্থাপন করা হবে।

‘বিদ্যুৎ উন্নয়নের পূর্বশর্ত, অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি’। এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে ব্র্যান্ডিং করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের প্রয়াস অব্যাহত আছে। এ প্রয়াস অব্যাহত থাকলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বিদ্যুৎ খাত যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। একই সাথে SDG লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করার অতীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

১২.২ সেক্টরস লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ এ দুই সেক্টরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/ প্রকৌশলীগণের অংশগ্রহণে এ খাতের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আন্তঃবিভাগ সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে বিগত ২৭-২৮ মার্চ ২০১০ এ ঢাকা’ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সভাকক্ষে প্রথম, ০৩-০৪ ডিসেম্বর ২০১০ এ কুমিল্লার বার্ডে দ্বিতীয় এবং ১১ মে ২০১১ তারিখে ঢাকা’ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে তৃতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ চতুর্থ সেক্টরস লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ২০-২১ মার্চ ২০১৫ তারিখে ১নং আব্দুল গণি রোড’ বিদ্যুৎ ভবনের “বিজয়” হলে। এ বছরের সেক্টরস লিডার্স ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব তৌফিক-ই-ইলাহী, বীর বিক্রম। ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমন্বয় সুদৃঢ় হয়েছে এবং নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে জ্বালানি সরবরাহ ত্বরান্বিত করাসহ ভবিষ্যৎ জ্বালানি প্রাপ্যতার বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতার পথ উন্মোচিত হয়েছে। আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদার হওয়ায় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।



সেক্টরস লিডার্স ওয়ার্কশপ-২০১৫

১২.৩ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন

বিদ্যুতের পুঞ্জীভূত ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুসম উন্নয়নে মেয়াদ ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা নিবিড় তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে আমদানি নির্ভর ব্যয়বহুল তরল জ্বালানি দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অর্জন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের আপামর জনসাধারণকে অবহিতকরণপূর্বক সচেতন করে তোলাই জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের মূল লক্ষ্য।



বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ-২০১৫র এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

“আলোর পথে আরো এগিয়ে” এই শ্লোগান সামনে রেখে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে ১০-১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের স্বার্থে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রী, মিডিয়া, গ্রাহক ও গবেষকদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে ৯টি ও জ্বালানি খাতে ৬টি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যুৎখাত

- (১) সেরা বিদ্যুৎ কর্মী (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) পুরস্কার
- (২) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার
- (৩) সেরা বিদ্যুৎ ইউনিট পুরস্কার
- (৪) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা পত্রিকা রিপোর্টিং পুরস্কার
- (৫) বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা ইলেকট্রনিক রিপোর্টিং পুরস্কার
- (৬) সেরা বিদ্যুৎ গ্রাহক (শ্রেণী ভিত্তিক) পুরস্কার
- (৭) স্কুল ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যুৎ বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা পুরস্কার
- (৮) আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র/ছাত্রীদের সেরা বিদ্যুৎ বিষয়ক উদ্ভাবনী পুরস্কার
- (৯) সেরা বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী পুরস্কার

জ্বালানিখাত

- (১) সেরা জ্বালানি কর্মী (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) পুরস্কার
- (২) সেরা প্রকল্প পরিচালক পুরস্কার
- (৩) সেরা সরকারি প্রতিষ্ঠান (পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানি) পুরস্কার
- (৪) সেরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানি) পুরস্কার
- (৫) সেরা গ্রাহক (বাণিজ্যিক ও শিল্প) পুরস্কার
- (৬) সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন পুরস্কার



কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্য হলো কাজের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁদেরকে কর্ম উদ্দীপন করে তোলা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতৃত্বদান ও গতিশীলতা আনয়ন। সেরা আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। সারা দেশে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুল/কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। জেলা, বিভাগ ও মহানগর পর্যায়ে নির্বাচিত সেরা বক্তাদের পুরস্কৃত করা হয়। শেষে কেন্দ্রীয়ভাবে সেরা তিন জন বক্তাকে নির্বাচন করে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনমূলক সমালোচনা ও দৃষ্টিনন্দন সেরা প্রতিবেদন তৈরীর জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মীদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভাবনী গবেষণামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিষয়ক সেরা উদ্ভাবনী পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারিখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের অবদানের জন্য সেরা বেসরকারি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ সকল আয়োজন এবারের জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৫ কে আরো আকর্ষণীয় করে তুলে।

১২.৪ ফিল্ড ভিজিট

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কার্যক্রম তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল entity প্রধান মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ইউনিটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকে। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, System Loss হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়সমূহ বিবেচনা নেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ শাশ্রয় ও দক্ষ ব্যবহারে entity সমূহ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। পরিদর্শন ব্যতিরেকে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট entity প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মাঠ পরিদর্শনে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কাজের তৎপরতা, দক্ষতা এবং মানোন্নয়নে, উৎকর্ষ সাধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ/সমযোচিত পদক্ষেপ/উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং অফিসের কার্যক্রম গুণগত মানোন্নয়নে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

১২.৫ সাজেশন

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে সাজেশন প্রদান চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশেষ করে ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিভাগের সকল কর্মকর্তা Power Sector Development এর ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং সুপারিশমালা সচিব মহোদয়ের নিকট প্রদান করে থাকে। এছাড়া মাসিক, অভ্যন্তরীণ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিদের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে। কর্মকর্তাদের পরামর্শের আলোকে অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। ১৫ দিনের, ১৫ দিনের বেশি এবং ১ মাসের উর্ধ্বে পেভিং চিঠির তালিকা সংক্রান্ত তথ্য সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা থাকার ফলে প্রতি শাখার কর্মকর্তাই এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন এবং পেভিং পত্র দ্রুত নিষ্পত্তি করে থাকেন। এতে প্রকৃতপক্ষে শাখার কাজের গতি এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২.৬ গণশুনানী (Public hearing)

গণশুনানী একটি চলমান প্রক্রিয়া। গণশুনানীর মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকের কাছে কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা পৌঁছে দেয়া। গ্রাহকদের অভিযোগ শ্রবণ করে তা নিরসন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এতে সংশ্লিষ্ট entity এবং গ্রাহকদের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের ফলে মানসম্মত এবং কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিতরণ ইউনিটসমূহে গ্রাহকদের অভিযোগ এবং সমস্যা সমাধানে প্রতিমাসে সুবিধাজনক সময়ে Public hearing অনুষ্ঠিত হয়। এতে গ্রাহকদের সাথে entity কর্মকর্তাদের আন্তঃ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। Public hearing একটি innovative পদক্ষেপ যা গ্রাহকদের মানসম্মত উন্নত ধরনের সেবা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক সময় entity প্রধান এবং যে সকল কর্মকর্তা মাঠ পরিদর্শনে যান তারাও এই গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গণশুনানীর মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে এবং গ্রাহকদের অভিযোগ সম্পর্কে বাস্তব চিত্র জানা সম্ভব হয়। বিগত অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ৯৮১ টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১২.৭ মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/সুপারিশমালা কার্যকর করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর অধীন' সংস্থা/কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং গৃহীত পরিকল্পনা/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন/পরিকল্পনাধীন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১২.৮ শাখাভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

দাপ্তরিক কার্যক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক শাখাভিত্তিক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে জুলাই-জুন মেয়াদে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা ও তদারকি করা হয়। এতে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, দাপ্তরিক কাজে শৃঙ্খলা এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগের পেডিং কাজের তালিকা শূন্যের কোঠায় আনা সম্ভব হয়েছে।



বন্যার্তদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে বিদ্যুৎ বিভাগ হতে সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠান



ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ



১৩.০ ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ

- ❶ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা যথাসময়ে যোগান দেয়া সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ;
- ❷ জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং এগুলোর প্রতিস্থাপনের বিষয়ে সমরোপযোগী সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ❸ বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় কয়লাভিত্তিক ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক কয়লার উৎস সন্ধান করা এবং স্বল্প ব্যয়ে তা পরিবহনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- ❹ বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বিদ্যুৎ খাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার কর্মকতা/ কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এছাড়া বেসরকারি পর্যায়েও বিপুল সংখ্যক কর্মচারী রয়েছে। এখাতে ব্যাপক সংখ্যক কারিগরী কর্মকর্তার নিয়োগ, এর পাশাপাশি এ সকল কর্মকর্তাকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নয়ন করতে হলে, একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে প্রশিক্ষণ বিষয়ক একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা আবশ্যিক।



মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মেলা-২০১৫ পরিদর্শন করছেন



পারিশিষ্ট - ক

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬
পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ



পরিশিষ্ট-ক জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ
(ক) সরকারি খাতঃ ৭,০৭৬ মেগাওয়াট

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (দক্ষিণ) সিসিপিপি সংস্থাঃ এপিএসসিএলইপিসিঃ ইনইলেকট্রা ইন্টাঃ, সুইডেন এবং টিএসকে, স্পেন	১৭ মে ২০১২	৩৭৩	গ্যাস	জুন/ ১৫	আগষ্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৯৯% ◆ টেস্টরানে চলছে
২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থাঃ ইজিসিবিই পিসিঃ স্যামসাং সি এন্ড টি এবং আইসোলান্স	২৮ মে ২০১২	৩৩৫	গ্যাস	জিটিঃ মে/১৪ এসটিঃ মার্চ/১৫	জিটিঃ আগষ্ট/১৬ এসটিঃ ফেব্রু /১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৯১%
৩.	শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন	২০ মে ২০১৩	৩৩২	গ্যাস		জিটিঃ আগষ্ট/১৬ এসটিঃ মার্চ/১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৭০% ◆ জিটি টেস্টরানে চলছে
৪.	শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Larson & Tubro (L&T)	২৪ আগষ্ট ২০১৪	২২৫	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ ডিসেঃ /১৬ এসটিঃ অক্টোঃ /১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৫২%
৫.	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ মারবিনি কর্পোরেশন	১৬ মার্চ ২০১৪	৪১৪	গ্যাস/ ডিজেল		মার্চ, ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৬৮%
৬.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (উত্তর) সংস্থাঃ এপিএসসিএল ইপিসিঃ The Consortium of Tecnicas Reunidas S. A. & TSK Electronica Y Electricidad S. A.	১ ডিসেম্বর ২০১৩	৩৮১	গ্যাস	জিটিঃ ডিসেঃ /১৫ এসটিঃ অক্টোঃ / ১৬	জুন, ১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৫৭%
৭.	চাপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ M/s Hubei Elec. Power Survey,China	৩১ মার্চ ২০১৪	৪১৪	এইচএফও		জুন, ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৪৩% ◆ ECA Financing
৮.	ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ CNTIC & CMC China	২৯ মে ২০১৩	৩৬৩	গ্যাস		জিটিঃ জুন/১৭ এসটিঃ মার্চ/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ২৯%



ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
৯.	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপিসংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Bwcwmt ISOLUX, Spain & SAMSUNG C & T Cor.	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪	৩৮৩	গ্যাস		জিটিঃ সেপ্টেঃ/১৭ এসটিঃ জুনঃ/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ১২%
১০.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ কন্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (২য় ইউনিট) সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ CMC, China	২০ মার্চ ২০১৪	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ সেপ্টেঃ/১৭ এসটিঃ জুন/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ৪০%
১১.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ কন্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ CMC, China	১২ জুলাই ২০১৫	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ মার্চ/১৮ এসটিঃ ডিসেঃ/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ১৪%
১২.	নামঃ বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ মারবিনি কর্পোরেশন	২৬ ডিসেম্বর ২০১৫	৪০০	গ্যাস		জিটিঃ মার্চ/১৮ এসটিঃ ডিসেঃ/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ৩% ◆ ECA Financing ◆ Financial closure হয়েছে
১৩.	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Bwcwmt Alstom Switzerland Ltd & CMC, China	১২ জানুয়ারী ২০১৪	২০৬	গ্যাস		জুন, ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ ১% ◆ ডিপিপি অনুমোদিত।
১৪.	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Bwcwmt HEI-CCCE JV, China	০৪ জুলাই ২০১৩	২৭৪	কয়লা		জুন, ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ ৩০%
১৫.	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ CEEG, GPEC, China	০৬ জুন, ২০১৬	২০৬	গ্যাস		ডিসেম্বর ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে।
১৬.	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China) ইপিসিঃ Bwcwmt NEPC & CECC	২৯ মার্চ, ২০১৬	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা		ডিসেম্বর ২০১৯	◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে।
১৭.	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India) ইপিসিঃ Bwcwmt BHEL, INDIA	১২ জুলাই ২০১৬	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা		জুলাই, ২০২০	◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে।
	সর্বমোট (সরকারি খাত)		৭০৭৬				

(খ) বেসরকারি খাতঃ ৩,৬৮১ মেগাওয়াট

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	মানিকগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টস্পসর: ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	০৭ জানুয়ারী ২০১৩	৫৫	এইচএফও	০৬ এপ্রিল ২০১৪	আগষ্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৮৫%
২.	বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেঃওঃ স্পসর: সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লিঃ	০৫ ডিসেম্বর ২০১১	১০৮	এইচএফও	০৯ ডিসেম্বর ২০১২	আগষ্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৯৮% ◆ টেস্টরানে চলছে
৩.	জামালপুর ৯৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্পসর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগষ্ট ২০১১	৯৫	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	আগষ্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৮৫%
৪.	সরিষাবাড়ি ৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পসর: IFE-CPC-JEL	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	৩	সৌর	১৭ ডিসেম্বর ২০১৫	সেপ্টেম্বর ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৫০%
৫.	কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পসর: The Consorstium of Samuda Chemical Complex, Samuda Power & ASM Chemical Industries	০৪ নভেম্বর ২০১৫	৫৪	এইচএফও		জুন ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৫%
৬.	কুশিয়ারা ১৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি স্পসর: কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	২০ আগষ্ট ২০১৫	১৬৩	গ্যাস		জুলাই ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ ২০%
৭.	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ৩২ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পসর: EDISUN-Powerpoint & Haor Bangla-Korea Green Energy Ltd.	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	৩২	সৌর		সেপ্টেম্বর ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৮.	কেরানীগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট (খুলনা) স্পসর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগষ্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	জুলাই ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ ৩% ◆ Financial closure হয় নি
৯.	কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পসর: ইউএস-ডিকে গ্রীন এনার্জি (বিডি) লিঃ	১৫ মে ২০১৪	৬০	বায়ু	২৪ মার্চ ২০১৫	ডিসেম্বর ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ ২২%
১০.	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পসর: ওরিয়ন ঢাকা পাওয়ার লিঃ	২৭ জুন ২০১৪	২২	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৯	◆ অগ্রগতিঃ ৩% ◆ Financial Closing হয় নাই। ◆ EIA অনুমোদিত



ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১১.	খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন খুলনা পাওয়ার লিঃ	২৭ জুন ২০১২	৬৩০	আমদানিকৃত কয়লা	মাচ ২০১৬	ডিসেম্বর, ২০১৯	<ul style="list-style-type: none"> ◆ অগ্রগতি: ৩% ◆ জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে
১২.	চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প স্পন্সর: এসএস পাওয়ার-১	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৬১২	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯	<ul style="list-style-type: none"> ◆ অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলিতেছে ◆ জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে
১৩.	চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প স্পন্সর: এসএস পাওয়ার-২	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৬১২	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯	<ul style="list-style-type: none"> ◆ অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলিতেছে ◆ জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে
১৪.	ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২২১	এপ্রিল ২০১৬	৬৩৫	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি ২০২০	জুন ২০২০	
	সর্বমোট (বেসরকারি খাত)		৩৬৮১				
	সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)		১০,৭৫৭				





বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



বিবিয়ানা -২ বিদ্যুৎ কেন্দ্র



সার্বশিষ্ট-খ

জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন' ২০১৬ পর্যন্ত
চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ



পরিশিষ্ট-খ: জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন' ২০১৫ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
০১	হবিগঞ্জ এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১০ জানুয়ারী, ২০০৯
০২	শাহজিবাজার রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী)	৮৬	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯
০৩	ফেনী এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯
০৪	উল্লাপাড়া এসআইপিপি (সামিট)	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	০২ মার্চ, ২০০৯
০৫	কুমারগাঁও রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : দেশ এনার্জি	১০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ মার্চ, ২০০৯
০৬	মহিপাল, ফেনী এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২২ এপ্রিল, ২০০৯
০৭	মাওনা, গাজীপুর এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১২ মে, ২০০৯
০৮	বাড়বকুন্ড এসআইপিপি স্পন্সর : রিজেন্ট	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ মে, ২০০৯
০৯	রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এসআইপিপি(সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	৯ জুন, ২০০৯
১০	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা এসআইপিপি স্পন্সর : সামিট	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুন, ২০০৯
১১	ভোলা রেন্টাল স্পন্সর : ভেনচার	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই, ২০০৯
১২	ফেঞ্চুগঞ্জ রেন্টাল (১৫ বৎসর মেয়াদী) স্পন্সর : বরকতুল্ল্যা	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ অক্টোবর, ২০০৯
১৩	আশুগঞ্জ রেন্টাল স্পন্সর : প্রিশিসান এনার্জি	৫৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৭ এপ্রিল, ২০১০
১৪	শিকলবাহা রেন্টাল স্পন্সর : এনার্জিস এনার্জি	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ মে, ২০১০
১৫	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল স্পন্সর : আরজেড পাওয়ার	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	০২ আগস্ট, ২০১০
১৬	খুলনা কুইক রেন্টাল স্পন্সর : এগ্রিকো	৫৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট, ২০১০
১৭	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল স্পন্সর : এগ্রিকো	১৪৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট, ২০১০
			গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ আগস্ট, ২০১০
১৮	শিকলবাহা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং বিঃ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস	বিউবো	১৮ আগস্ট, ২০১০
১৯	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০মেঃওঃ(২য় ইউঃ)বিঃকেঃ	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	১৪ অক্টোবর, ২০১০
২০	পাগলা কুইক রেন্টাল স্পন্সর : ডিপিএ	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর, ২০১০
২১	ভেড়ামারা রেন্টাল স্পন্সর : কোয়ান্টাম পাওয়ার	১১০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর, ২০১০
২২	সিদ্ধিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : দেশ এনার্জি	১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১১
২৩	বি-বাড়ীয়া কুইক রেন্টাল স্পন্সর : এগ্রিকো	৭০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মার্চ, ২০১১
২৪	মদনগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : সামিট	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ এপ্রিল, ২০১১
২৫	আশুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পিপি	৫৩	গ্যাস	এপিএসসিএল	৩০ এপ্রিল, ২০১১
২৬	মেঘনাঘাট কুইক রেন্টাল স্পন্সর : আইইএল	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ মে, ২০১১
২৭	ঘোড়াশাল কুইক রেন্টাল স্পন্সর : ম্যাক্স পাওয়ার	৭৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মে, ২০১১



ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
২৮	নোয়াপাড়া কুইক রেন্টাল স্পন্সর : খানজাহান আলী	৪০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে, ২০১১
২৯	আশুগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : এথ্রিকো	৮০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ মে, ২০১১
৩০	খুলনা কুইক রেন্টাল স্পন্সর : কেপিসিএল-২	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন, ২০১১
৩১	আশুগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : ইউনাইটেড পাওয়ার	৫৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন, ২০১১
৩২	সিদ্ধিরগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : ডাচ বাংলা	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২১ জুলাই, ২০১১
৩৩	নোয়াপাড়া, যশোর রেন্টাল স্পন্সর : কোয়ান্টাম পাওয়ার	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ আগস্ট, ২০১১
৩৪	বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ আগস্ট, ২০১১
৩৫	ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মেঃওঃ সিসিপিপি	১০৪	গ্যাস	বিউবো	২৬ অক্টোবর, ২০১১
৩৬	বেড়া ৭০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট	৭১	এইচএফও	বিউবো	২৮ অক্টোবর, ২০১১
৩৭	দাউদকান্দি ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ অক্টোবর, ২০১১
৩৮	ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৪	এইচএফও	বিউবো	নভেম্বর, ২০১১
৩৯	গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেঃ	১০৯	এইচএফও	বিউবো	১৬ নভেম্বর, ২০১১
৪০	বগুড়া রেন্টাল স্পন্সর : এনার্জি প্রীমা	২০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ নভেম্বর, ২০১১
৪১	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর, ২০১১
৪২	হাটহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৮	এইচএফও	বিউবো	২৩ ডিসেম্বর, ২০১১
৪৩	সাংগু, দোহাজারী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিঃ কোঃ)	১০২	এইচএফও	বিউবো	৩১ ডিসেম্বর, ২০১১
৪৪	আমনুরা ৫ বছর মেয়াদী কুইক রেন্টাল স্পন্সর: সিনহা পাওয়ার	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ জানুয়ারী, ২০১২
৪৫	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ রেন্টাল স্পন্সর : এনার্জি প্রীমা	৪৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১২
৪৬	জুলড়া কুইক রেন্টাল স্পন্সর: আকর্ণ ইনফা. সার্ভিস লি:	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	মার্চ, ২০১২
৪৭	কেরানীগঞ্জ কুইক রেন্টাল স্পন্সর : পাওয়ার প্যাক	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মার্চ, ২০১২
৪৮	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪২	গ্যাস	বিউবো	২৮ মার্চ, ২০১২
৪৯	কাটাখালী কুইক রেন্টাল	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ মে, ২০১২
৫০	গাজীপুর (আরপিসিএল)	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই, ২০১২
৫১	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (চেংডা ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ, চায়না)	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	জুলাই, ২০১২
৫২	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি	১৫০	গ্যাস/ডিজেল	এনডব্লিইপিজিসিএল	ডিসেম্বর, ২০১২
৫৩	সাতাহার, নওগাঁ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর, ২০১২
৫৪	কাটাখালী পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডংফেং, চায়না)	৫০	এইচএফও	বিউবো	ডিসেম্বর, ২০১২
৫৫	রাউজান, চট্টগ্রাম	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	০৩ মে, ২০১৩
৫৬	(কনকর্ড ও প্রগতি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড) হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ কয়লাইভ সাইকেল	৪১২	গ্যাস	ইজিসিবি	ডিসেম্বর ২০১৩

ক্র.নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা	জ্বালানির ধরণ	মালিকানা	চালুর তারিখ
৫৭	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ জিটি	১৫০	গ্যাস/ডিজেল	এনডব্লিইপিজিসিএল	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৫৮	আশুগঞ্জ ৫১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৯	শাজাহানউল্ল্যা পাওয়ার কোম্পানী লিঃ	২৫	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	ডিসেম্বর ২০১৩
৬০	নাটোর, রাজশাহী ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ জানুয়ারী ২০১৪
৬১	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: বরকতউল্লাহ ডায়নামিক	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৩ মে, ২০১৪
৬২	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	২০৩	গ্যাস/ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে, ২০১৪
৬৩	গগনগর ১০২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৩ জুন, ২০১৪
৬৪	আপথ্রোডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	৬৮	গ্যাস/ডিজেল	এনডব্লিইপিজিসিএল	১৪ জুলাই, ২০১৪
৬৫	ঘোড়াশাল ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লিঃ	১০৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ জুলাই, ২০১৪
৬৬	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা ৫২ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর:লাকধানবি বাংলা পাওয়ার লিঃ	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪
৬৭	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: Chittagong Ltd.ECPV	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ জানুয়ারী, ২০১৫
৬৮	কাঠপাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সিনহা পিপলস এনার্জি লিঃ	৫১	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
৬৯	আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	১৪২	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৭ এপ্রিল, ২০১৫
৭০	আশুগঞ্জ ১৯৫ মেঃওঃ মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৯৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৮ মে, ২০১৫
৭১	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	১০২	গ্যাস/ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	০১ জুন, ২০১৫
৭২	বিবিয়ানা -২ ৩৪১ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) স্পন্সর: সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	২২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	০৬ জুন, ২০১৫
৭৩	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৯	গ্যাস/ এইচএফও	BPDB-RPCL JV	১৬ আগস্ট, ২০১৫
৭৪	ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	১৯৪	গ্যাস	বিউবো	০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
৭৫	আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	৭৫	গ্যাস	এপিএসসিএল	১০ ডিসেম্বর, ২০১৫
৭৬	বিবিয়ানা ২ ৩৪১ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) স্পন্সর: সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম	১১৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫
৭৭	মদনগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: সামিট পাওয়ার	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	ফেব্রুয়ারি, ২০১৬
৭৮	বরিশাল ১১০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৫ এপ্রিল, ২০১৬
৭৯	নবাবগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ জুন, ২০১৬
৮০	আপথ্রোডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	৭২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিইপিজিসিএল	জুন, ২০১৬
	মোট	৬,৭৯২			



পারিশিষ্ট-৫৮

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র



(ক) সরকারি খাতঃ ৭,০৭৬ মেগাওয়াট

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (দক্ষিণ) সিসিপিপি সংস্থাঃ এপিএসসিএলইপিসিঃ ইনইলেকট্রো ইন্টাঃ, সুইডেন এবং টিএসকে, স্পেন	১৭ মে ২০১২	৩৭৩	গ্যাস	জুন/ ১৫	আগষ্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৯৯% ◆ টেস্টরানে চলছে
২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থাঃ ইজিসিবিই পিসিঃ স্যামসাং সি এন্ড টি এবং আইসোলার	২৮ মে ২০১২	৩৩৫	গ্যাস	জিটিঃ মে/১৪ এসটিঃ মার্চ/১৫	জিটিঃ আগষ্ট/১৬ এসটিঃ ফেব্রু /১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৯১%
৩.	শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ গুয়াংডং পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন	২০ মে ২০১৩	৩৩২	গ্যাস		জিটিঃ আগষ্ট/১৬ এসটিঃ মার্চ/১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৭০% ◆ জিটি টেস্টরানে চলছে
৪.	শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Larson & Tubro (L&T)	২৪ আগষ্ট ২০১৪	২২৫	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ ডিসেঃ /১৬ এসটিঃ অক্টোঃ /১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৫২%
৫.	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ মারবিনি কর্পোরেশন	১৬ মার্চ ২০১৪	৪১৪	গ্যাস/ ডিজেল		মার্চ, ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৬৮%
৬.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (উত্তর) সংস্থাঃ এপিএসসিএল ইপিসিঃ The Consortium of Tecnicas Reunidas S. A. & TSK Electronica Y Electricidad S. A.	১ ডিসেম্বর ২০১৩	৩৮১	গ্যাস	জিটিঃ ডিসে /১৫ এসটিঃ অক্টো/ ১৬	জুন, ১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৫৭%
৭.	চাপাই নবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ M/s Hubei Elec. Power Survey,China	৩১ মার্চ ২০১৪	৪১৪	এইচএফও		জুন, ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৪৩% ◆ ECA Financing
৮.	ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ CNTIC & CMC China	২৯ মে ২০১৩	৩৬৩	গ্যাস		জিটিঃ জুন/১৭ এসটিঃ মার্চ/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ২৯%



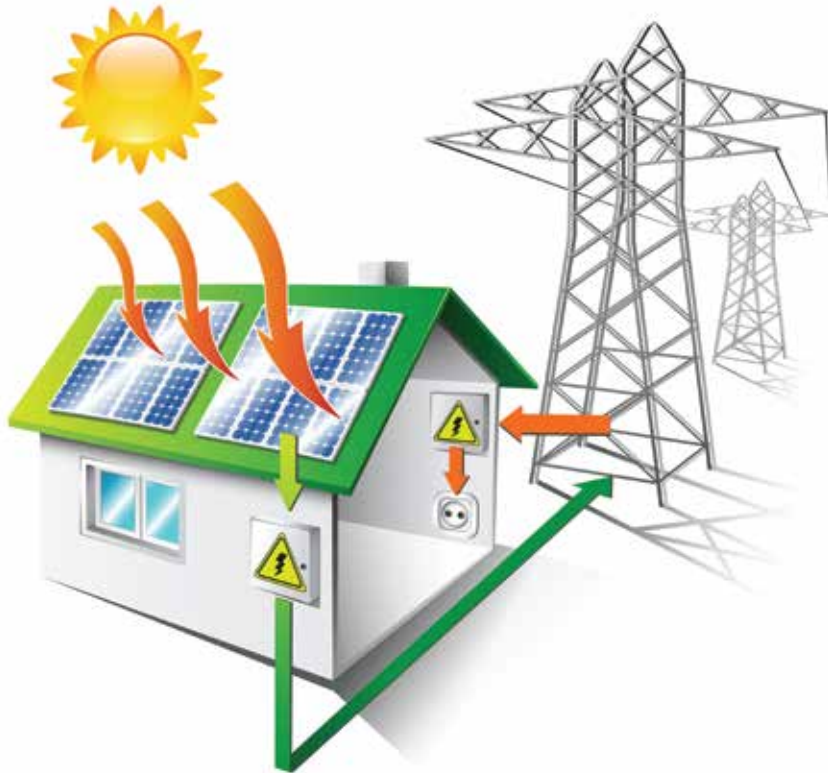
ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
৯.	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মেঃওঃ সিসিপিপি সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Bcwmt ISOLUX, Spain & SAMSUNG C & T Cor.	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪	৩৮৩	গ্যাস		জিটিঃ সেপ্টেঃ/১৭ এসটিঃ জুনঃ/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ১২%
১০.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ কন্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (২য় ইউনিট) সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ CMC, China	২০ মার্চ ২০১৪	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ সেপ্টেঃ/১৭ এসটিঃ জুন/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ৪০%
১১.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃ ওঃ কন্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ NWPGL ইপিসিঃ CMC, China	১২ জুলাই ২০১৫	২২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটিঃ মার্চ/১৮ এসটিঃ ডিসেঃ/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ১৪%
১২.	বিবিয়ানা ৪০০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ মারবিনি কর্পোরেশন	২৬ ডিসেম্বর ২০১৫	৪০০	গ্যাস		জিটিঃ মার্চ/১৮ এসটিঃ ডিসেঃ/১৮	◆ অগ্রগতিঃ ৩% ◆ ECA Financing ◆ Financial closure হয়েছে
১৩.	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Bcwmt Alstom Switzerland Ltd & CMC, China	১২ জানুয়ারী ২০১৪	২০৬	গ্যাস		জুন, ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ ১% ◆ ডিপিপি অনুমোদিত।
১৪.	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Bcwmt HEI-CCCE JV, China	০৪ জুলাই ২০১৩	২৭৪	কয়লা		জুন, ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ ৩০%
১৫.	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ CEEG, GPEC, China	০৬ জুন, ২০১৬	২০৬	গ্যাস		ডিসেম্বর ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে।
১৬.	পায়রা, পটুয়াখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China) ইপিসিঃ Bcwmt NEPC & CECC	২৯ মার্চ, ২০১৬	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা		ডিসেম্বর ২০১৯	◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে।
১৭.	বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিঃ ১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India) ইপিসিঃ Bcwmt BHEL, INDIA	১২ জুলাই ২০১৬	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা		জুলাই, ২০২০	◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কার্যক্রম চলছে।
	সর্বমোট (সরকারি খাত)		৭০৭৬				

(খ) বেসরকারি খাতঃ ৩,৬৮১ মেগাওয়াট

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	মানিকগঞ্জ ৫৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্টস্পন্সর: ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লিঃ	০৭ জানুয়ারি ২০১৩	৫৫	এইচএফও	০৬ এপ্রিল ২০১৪	আগষ্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৮৫%
২.	বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মেঃওঃ স্পন্সর: সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লিঃ	০৫ ডিসেম্বর ২০১১	১০৮	এইচএফও	০৯ ডিসেম্বর ২০১২	আগষ্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৯৮% ◆ টেস্টরানে চলছে
৩.	জামালপুর ৯৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট স্পন্সর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগষ্ট ২০১১	৯৫	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	আগষ্ট ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৮৫%
৪.	সরিষাবাড়ি ৩ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: IFE-CPC-JEL	১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	৩	সৌর	১৭ ডিসেম্বর ২০১৫	সেপ্টেম্বর ২০১৬	◆ অগ্রগতিঃ ৫০%
৫.	কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: The Consortium of Samuda Chemical Complex, Samuda Power & ASM Chemical Industries	০৪ নভেম্বর ২০১৫	৫৪	এইচএফও		জুন ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ ৫%
৬.	কুশিয়ারা ১৬৩ মেঃওঃ সিসিপিপি স্পন্সর: কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানী লিঃ	২০ আগষ্ট ২০১৫	১৬৩	গ্যাস		জুলাই ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ ২০%
৭.	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ৩২ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রস্পন্সর: EDISUN-Powerpoint & Haor Bangla-Korea Green Energy Ltd.	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	৩২	সৌর		সেপ্টেম্বর ২০১৭	◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে
৮.	কেরানীগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট (খুলনা) স্পন্সর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগষ্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২১ নভেম্বর ২০১২	জুলাই ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ ৩% ◆ Financial closure হয় নি
৯.	কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইউএস-ডিকে গ্রীন এনার্জি (বিডি) লিঃ	১৫ মে ২০১৪	৬০	বায়ু	২৪ মার্চ ২০১৫	ডিসেম্বর ২০১৮	◆ অগ্রগতিঃ ২২%
১০.	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৫২২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন ঢাকা পাওয়ার লিঃ	২৭ জুন ২০১৪	২২	আমদানিকৃত কয়লা	জুলাই ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৯	◆ অগ্রগতিঃ ৩% ◆ Financial Closing হয় নাই। ◆ EIA অনুমোদিত



ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	জ্বালানির ধরণ	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১১.	খুলনা ৫৬৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন খুলনা পাওয়ার লিঃ	২৭ জুন ২০১২	৬৩০	আমদানিকৃত কয়লা	মাচ ২০১৬	ডিসেম্বর, ২০১৯	<ul style="list-style-type: none"> ◆ অগ্রগতিঃ ৩% ◆ জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে
১২.	চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প স্পন্সর: এসএস পাওয়ার-১	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৬১২	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯	<ul style="list-style-type: none"> ◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে ◆ জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে
১৩.	চট্টগ্রাম ৬১২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প স্পন্সর: এসএস পাওয়ার-২	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৬১২	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর ২০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯	<ul style="list-style-type: none"> ◆ অগ্রগতিঃ প্রাথমিক কাজ চলিতেছে ◆ জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে
১৪.	ঢাকা ৬৩৫ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প স্পন্সর: ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২২১	এপ্রিল ২০১৬	৬৩৫	আমদানিকৃত কয়লা	জানুয়ারি ২০২০	জুন ২০২০	
	সর্বমোট (বেসরকারি খাত)		৩৬৮১				
	সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)		১০,৭৫৭				





নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র



ভেড়ামারায় গ্যাস টারবাইন এক্সহস্ট এলাইনমেন্টের কাজ



সাবিশিষ্ট - গ্র

দরপত্র প্রক্রিয়াধীন
বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ



দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	বর্তমান অবস্থা
--------	---------------	------------------------	----------	---------------	----------------------	----------------

সরকারি খাত

১.	কাণ্ডাই সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট	৭	বিপিডিবি	সৌর	ডিসেম্বর, ২০১৮	পুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
২.	আপগ্রেডেশন অব সিলেট ১৫০ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃ ওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	৭৫	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০১৮	দরপত্র মূল্যায়ন শেষে IDB এর Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	শাহজিবাজার ১০০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০১৮	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৪.	খুলনা ২০০-৩০০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২০০	বিপিডিবি (ইসিএ)	গ্যাস/ ডিজেল	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
৫.	ঘোড়াশাল ইউনিট-৬ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি)	২০৬	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০১৯	বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে জখঅ এর জন্য Consultant নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
৬.	আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব)	৪০০	এপিএসসিএল	গ্যাস	জুলাই, ২০২০	দরপত্র আহবানঃ ০৫-০৫-২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২০-০৭-২০১৬৭।
৭.	মাতারবাড়ি ১২০০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২০০	এপিএসসিএল	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	Pre-Qualified Bidder এর নিকট Bidding Document প্রেরণ করা হয়েছে।
মোট (সরকারি খাত)		২১৮৮				

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	বর্তমান অবস্থা
--------	---------------	------------------------	----------	---------------	----------------------	----------------

বেসরকারি খাত

১.	টেকনাফ ২০০ মেঃওঃ সৌর পার্ক	২০০	আইপিপি	সৌর	সেপ্টেম্বর, ২০১৭	২১-১০-২০১৫ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
২.	সুতাখালি, ময়মনসিংহ ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	সৌর	সেপ্টেম্বর, ২০১৭	LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৩.	গঙ্গাছড়া, রংপুর ৩০ মেঃওঃ সৌর পার্ক	৩০	আইপিপি	সৌর	জানুয়ারী, ২০১৮	১৮/০৪/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৪.	ধরলা ৩০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০	আইপিপি	সৌর	জুন, ২০১৮	LOI বাতিল প্রক্রিয়াধীন।
৫.	কক্সবাজার ২০ মেঃওঃ সৌর পার্ক (জুলস পাওয়ার)	২০	আইপিপি	সৌর	জুন, ২০১৮	১৯/০৫/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৬.	ভৈরব ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	জুলাই, ২০১৮	২০-০৩-২০১২ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৭.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনআরবি)	৫০	আইপিপি	গ্যাস	জুলাই, ২০১৮	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ ইং তারিখে অনুমোদিত।
৮.	সাতক্ষীরা ৫০ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	এইচএফও	জুলাই, ২০১৮	প্রকল্পটি স্থানান্তরের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।



ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৯.	সিরাজগঞ্জ ৪০০x১০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৪১৪	আইপিপি	গ্যাস/ ডিজেল	জিটিঃ মে/১৮ এসটিঃ মে/১৯	LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১০.	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রিশিসান এনার্জি)	১০০	আইপিপি	এইচএফও	জানুয়ারী, ২০১৯	প্রকল্পটি স্থানান্তরের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।
১১.	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (একর্ণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস লিঃ)	১০০	আইপিপি	এইচএফও	জানুয়ারী, ২০১৯	১৮/০৪/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১২.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ লিঃ)	৩০০	আইপিপি	এইচএফও	জানুয়ারী, ২০১৯	১৮/০৪/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৩.	ভোলা ২২০ মেঃওঃ সিসিপিপি(সাপোর্জি পালনজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া)	৩০০	আইপিপি	এইচএফও	জানুয়ারী, ২০১৯	১৮/০৪/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৪.	ঢাকা ২৮২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৫.	চট্টগ্রাম ২৮২ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প (ওরিয়ন গ্রুপ)	২৮২	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	৩১/১০/২০১৩ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৬.	বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০৭	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	জুন, ২০২০	২২/০২/২০১৬ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৭.	চাঁদপুর ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
১৮.	চৌমুহনী, নোয়াখালি ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
১৯.	ফেনী ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
২০.	মেঘনাঘাট ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
২১.	বাগেরহাট ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
২২.	ঠাকুরগাঁও ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
২৩.	রংপুর ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
২৪.	বগুড়া ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
২৫.	সান্তাহার ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
২৬.	জামালপুর ১০০±১৫% মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	আইপিপি	এইচএফও	ডিসেম্বর, ২০১৮	দরপত্র আহবানঃ ১৯.০৫.২০১৬ দরপত্র গ্রহণঃ ২৮.০৭.২০১৬
	মোট (বেসরকারি খাত)	৩৪৮৫				
	সর্বমোট (সরকারি ও বেসরকারি খাত)	৫৬৭৩				



খুলনা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র



সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র



সার্বশিষ্ট-৩

পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র



পরিশিষ্ট-৬ পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ক্র.নং	কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেঃওঃ)	মালিকানা	জ্বালানির ধরণ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	বর্তমান অবস্থা
সরকারি খাত						
১.	রাঙ্গুনিয়া ৬০ মেঃওঃ সৌর পার্ক	৬০	বিপিডিবি	সৌর	জুন, ২০১৯	ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।
২.	আপগ্রেডেশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ১৫০ মেঃ ওঃ সিসিপিপি	৫০	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০১৯	EIB এর সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৩.	আপগ্রেডেশন অব শাহজিবাজার ৭০ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ১০৫ মেঃ ওঃ সিসিপিপি	৩৫	বিপিডিবি	গ্যাস	জুন, ২০১৯	EIB এর সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৪.	এলএনজি ৭৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	৭৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন, ২০২০	
৫.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & TNB-PTB, Malaysia)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (মালেশিয়া)	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	৩০ মে ২০১৬ তারিখে মন্ত্রীসভা কর্তৃক JVA এর খসড়া অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই BPDB এবং TNB-PTB এর মধ্যে JVA স্বাক্ষর হবে।
৬.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & SEPCO, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২২	২৭ জুন ২০১৬ তারিখে BPDB এবং SEPCO এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
৭.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of BPDB & CHDHK, China)	১২০০	যৌথ উদ্যোগ (চীন)	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২৩	২৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে BPDB এবং CHDHK এর মধ্যে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।
৮.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেঃ ওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১২০০	বিপিডিবি	আমদানীকৃত কয়লা	জুন, ২০২৩	পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
	মোট (সরকারি খাত)	৫৬৯৫				





পারিশিষ্ট-চ

২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
ইসিএ অর্থাৎ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প



পরিশিষ্ট-চ: ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ইসিএ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ			২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ		
		মোট	ইসিএ	মোট	সংস্থার টাকা	ইসিএ	মোট	সংস্থার টাকা	ইসিএ
১	২	৪	৫	৬	৭		১২	১৩	১৭

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)

১	কনভারশন অব শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০১/২০১৩- ৩১/১২/২০১৬)	২৮৪৩৭২	১৯৪৫৭৯	৫২৯৫০	২৯৫০	৫০০০০	১০০৫০০	১৭০০০	৮৩৫০০
২	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০১/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	৩৩৫৮০৮	২৩৬১৩৭	৩৭৫০০	৩৭৪০০	১০০	১০৫০০০	৫০০০	১০০০০০
৩	এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মেঃওঃ (থার্ড ইউনিট) (১/১২/২০১৩-৩০/১১/২০১৮)	২৬৮৭৯৪	১৮৩৫৫৭	৫৭৫০০	৫০০০	৫২৫০০	৮২০০০	১২০০০	৭০০০০
৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ এইচএফও বেইজড পাওয়ার প্ল্যা ন্ট নির্মাণ (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	১১১৩২২	৮৯২৩৯	৩৭৩০০	৩৩০০	৩৪০০০	৪৪২৩৯	৫০০০	৩৯২৩৯
৫	কনস্ট্রাকশন অব ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৩-৩১/১২/২০১৬)	২৫১১৯৭	১৬৫৩১৯	৫১৩৫০	১৩৫০	৫০০০০	৬৪৫০০	২০০০	৬২৫০০
৬	ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট (০১/০১/২০১৫- ৩১/১২/২০১৭)	২৫০৮৪৫	১৯৮৬৮৭	৩০৩০০	০	৩০৩০০	৫০০০০	০	৫০০০০
	উপ-মোট	১৫০২৩৩৮	১০৬৭৫১৮	২৬৬৯০০	৫০০০০	২১৬৯০০	৪৪৬২৩৯	৪১০০০	৪০৫২৩৯



নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো)

৭	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট (২য় ইউনিট) (১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৮)	১,৮৮,০৮৬	১,৫৫,৪৭৯	৪১,২৫১	২,৩৮২	৩৮৮৭০	৯৪,০৪৩	৯,৯৬৬	৮৪,০৭৬
৮	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট (৩য় ইউনিট) (জুলাই ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০১৮)	১,৮২,৮৫৭	১,২১,৬৭৭	২৫০	২৫০	০	৩৬,৫৭১	৭,৩৪২	২৯,২৩০
		৩৭০৯৪৩	২৭৭১৫৬	৪১৫০১	২৬৩২	৩৮৮৭০	১৩০৬১৪	১৭৩০৮	১১৩৩০৬

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল)

৯	আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প (১/১২/২০১১- ৩০/০৬/২০১৭)	২,০৬,১৬৭	১,৫৭,৮১৭	২৯,২২২	৮৭৮	২৮৩৪৪	০	০	০
১০	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (সাউথ) নির্মাণ প্রকল্প (১/১২/২০১১- ৩০/০৬/২০১৭)	৩,৭৪,২০০	৩,৩৬,০০০	৮৬,৭৪৬	১০,৮৯০	৭৫৮৫৬	৪৪৯৭২	২৭৬১	৪২২১১
	উপ-মোট	৩৭৪২০০	৩৩৬০০০	৮৬৭৪৬	১০৮৯০	৭৫৮৫৬	৪৪৯৭২	২৭৬১	৪২২১১
	মোট	২২৪৭৪৮১	১৬৮০৬৭৩	৩৯৫১৪৭	৬৩৫২২	৩৩১৬২৬	৬২১৮২৫	৬১০৬৯	৫৬০৭৫৬







পরিশিষ্ট-ছ

২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক
উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ/
প্রধান কর্মসূচি)

পরিশিষ্ট-ছ: ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ/প্রধান কর্মসূচি)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়				২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	

উৎপাদন খাত

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)

চলতি প্রকল্প

১	ইন্সটলেশন অব ৫ মেঃওঃ সোলার ফটোভোলটাইক গ্রিড কানেকটেড পাওয়ার প্ল্যান্ট ইন কাগুই (১/০৭/২০১১- ৩১/১২/২০১৬)	১৯২৫৯	৩৫২৭	১৫৭৩২	৭৭৫	৮১০	১০	৮০০	এডিবি
২	শিকলবাহা ২২৫ মেঃওঃ ডুয়েল ফুয়েল কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ (১/১১/২০১২- ৩০/৬/২০১৬)	২০২২৪২	৬৪৭০৬	১৩৭৫৩৬	২৭৫৯০	৯৫০০	৪০০০	৫৫০০	কুয়েত ফান্ড, সৌদি ফান্ড, আবুধাবী ফান্ড, ওপেক ফান্ড
৩	কনস্ট্রাকশন অব শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০১/২০১৩- ৩১/১২/২০১৬)	২৮৪৩৭২	৮৯৭৯৩	১৯৪৫৭৯	০	৮০৬৩১	১০৬৩১	৭০০০০	ইসিএ
৪	কনভারশন অব শাহাজীবাজার ২x৩৫ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ১০৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০১/২০১৩-৩১/১২/২০১৬)	৩৪২০০	৩৪৫৯	৩০৭৪১	১৬৭৯	৫২৭০	২৭০	৫০০০	ইআইবি
৫	কনভারশন অব সিলেট ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০১/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	৭০৭৫৩	৫০৫১	৬৫৭০২	১৯৮	২৫৫০০	৫০০	২৫০০০	আইডিবি
৬	কনভারশন অব বাঘাবাড়ি ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ১৫০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০১/২০১৩- ৩১/১২/২০১৬)	৫১৩৭৮	৭৯৬৩	৪৩৪১৫	২৮০৪	৫২০০	২০০	৫০০০	ইআইবি



৭	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০১/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৯)	৩৩৫৮০৮	৯৯৬৭১	২৩৬১৩৭	১৪১০৫	৬৫০০০	৫০০০	৬০০০০	ইসিএ
৮	এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মেঃওঃ (থার্ড ইউনিট) (১/১২/২০১৩-৩০/১১/২০১৮)	২৬৮৭৯৪	৮৫২৩৭	১৮৩৫৫৭	০	৫৯০০০	৯০০০	৫০০০০	ইসিএ
৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ এইচএফও বেইজড পাওয়ার প্ল্যা ন্ট নির্মাণ (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	১১১৩২২	২২০৮৩	৮৯২৩৯	৭৫৪০	৩৫০০০	৫০০০	৩০০০০	ইসিএ
১০	কনস্ট্রাকশন অফ খুলনা কোল বেইজড পাওয়ার প্ল্যান্ট কানেকটিং রোড (০১/১০/২০১৩- ৩১/১২/২০১৭)	১৮৫৮০	১৮৫৮০	০	১২১	৬০০০	৬০০০	০	
১১	কনস্ট্রাকশন অব ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৩- ৩১/১২/২০১৬)	২৫১১৯৭	৮৫৮৭৮	১৬৫৩১৯	১১৩৭৩	৫২০০০	২০০০	৫০০০০	ইসিএ
১২	ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট (০১/০১/২০১৫- ৩১/১২/২০১৭)	২৫০৮৪৫	৫২১৫৮	১৯৮৬৮৭	০	৪০০০১	১	৪০০০০	ইসিএ
১৩	রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এলাকায় দ্বিতীয় ব্লকের ভূমি উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৭)	৪৬২৫৭	৪৬২৫৭	০	০	১০০০০	১০০০০	০	
১৪	ঘোড়াশাল-৪র্থ ইউনিট রি-পাওয়ারিং প্রকল্প (০১/০৭/১৬- ৩০/০৬/২০১৯)	৪৬২৫৭	৪৬২৫৭	০	১২০১২	১৯০০০	২০০০	১৭০০০	আইডিএ
	উপমোট (বিপিডিবি)	১৯৯১২৬৪	৬৩০৬২০	১৩৬০৬৪৪	৭৮১৯৮	৪১২৯১২	৫৪৬১২	৩৫৮৩০০	

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি

১৫	মাতারবাড়ি ২X৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২৩)	৩৫৯৮৪৪৫	৭০৪৫৪২	২৮৯৩৯০৩	২১১৮৭৭	২৪০০০০	১৮০০০	২২২০০০	
১৬	বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ৭০০ মেঃওঃ আল্ট্রা-সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণ ও সুরক্ষা এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি (০১/০১/ ২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৮)	৭৪৬২৬	৭৪৬২৬	০	০	১৪০০০	১৪০০০	০	
	উপমোট (সিপিজিসিএল)	৩৬৭৩০৭১	৭৭৯১৬৮	২৮৯৩৯০৩		২৫৪০০০	৩২০০০	২২২০০০	

নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো)

চলতি প্রকল্প

১৭	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০৭/২০১০- ৩১/১২/২০১৭)	৪১৪০৪৮	৯১৯৪০	৩২২১০৮	০	৭৪৫০০	৪৫০০	৭০০০০	জাইকা
১৮	আপগ্রেডেশন অব খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট টু ২২৫ মেঃওঃ কয়লাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট। (১/১২/২০১২- ৩০/০৬/২০১৭)	৮৭২২৪	৮৫৬৮	৭৮৬৫৬	৯৫১০	৭০০০	১০০০	৬০০০	এডিবি
১৯	ল্যান্ড এ্যাকুইজিশন, ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড প্রটেকশন ফর পায়রা ১৩২০ মেঃওঃ থারমাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (০১/০৭/২০১৪- ৩১/১২/২০১৬)	৭৭২৭৭৬	৭৭২৭৭৬	০	৯৮৬	২১১০০	২১১০০	০	
	উপমোট (নওপাজেকো)	১২৭৪০৪৮	৮৭৩২৮৪	৪০০৭৬৪	১০৪৯৬	১০২৬০০	২৬৬০০	৭৬০০০	



ইলেকট্রিক জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (ইজিসিবি)

চলতি প্রকল্প

২০	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প (১/০১/২০০৯-৩০/০৬/২০১৭)	৪১৪৪১৫	১০৪৪১৬	৩০৯৯৯৯	৪৩৫০৭	১৭৫০০	৩৫০০	১৪০০০	আইডিএ
২১	নিউ হরিপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লং টার্ম সার্ভিস এগ্রিমেন্ট এন্ড আদার সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)	৮০৭৫৫	২৪১৮৭	৫৬৫৬৮	০	৪৮০০	৮০০	৪০০০	জাইকা
	উপমোট (সিপিজিসিএল)	৩৬৭৩০৭১	৭৭৯১৬৮	২৮৯৩৯০৩		২৫৪০০০	৩২০০০	২২২০০০	

নতুন প্রকল্প

২২	ইজিসিবি লিঃ এর আওতায় কক্সবাজার জেলার পেকুয়ায় ২x৬০০ মেঃওঃ আন্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, ইআইএ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প (Land Acquisiton, Resettlement, EIA & Feasibility Study for implementation of 2x600 MW Ultra Super Critical Coal Based Power Plant Project at Pekua, Cox's Bazar under EGCB Ltd) (১/১/১৬-৩০/৬/১৭)	৫১৫৮৫	৫১৫৮৫	০	১৬৯০	১৭৮০০	১৭৮০০	০	
	উপ-মোট (ইজিসিবি)	৫৪৬৭৫৫	১৮০১৮৮	৩৬৬৫৬৭	৪৫১৯৭	৪০১০০	২২১০০	১৮০০০	

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল)

চলতি প্রকল্প

২৩	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ কন্সাইড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প (নর্থ)(১/১২/২০১১-৩০/০৬/২০১৭)	৩৪০০০২	৪০৩৯৮	২৯৯৬০৪	৫১২৬	২৬০০০	৮০০০	১৮০০০	এডিবি
২৪	আশুগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ কন্সাইড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প (পূর্ব) (১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)	২৯৩১৩৬	৫৭৩০৮	২৩৫৮২৮	১৫২৪০	২১০০০	১০০০	২০০০০	এডিবি
	উপমোট (এপিএসসিএল)	৬৩৩১৩৮	৯৭৭০৬	৫৩৫৪৩২	২০৩৬৬	৪৭০০০	৯০০০	৩৮০০০	

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি লিঃ (পিজিসিবি)

সঞ্চালন খাত

২৫	বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি ও ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প (১/০৭/২০১০- ৩০/০৬/২০১৭)	২০১০৫৬	১২৭০৫৬	৭৪০০০	৪৭৫৩৮	৮৩০০	৪৩০০	৪০০০	ইডিসিএফ
২৬	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (০১/০১/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	২৪২৬৬০	৬৫৯০৮	১৭৬৭৫২	২৮০৭৬	৩৬০০০	৬০০০	৩০০০০	জাইকা
২৭	১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন ইস্টার্ন রিজিয়ন (১/০১/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	৯৮৬৮৪	২৯৩৬২	৬৯৩২২	১১৬৪৮	২৪০০০	৪০০০	২০০০০	এডিবি
২৮	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	৩২২৭০৭	৮৮৮৯১	২৩৩৮১৬	৪১৯৩৪	৩৩৫০০	৩৫০০	৩০০০০	এডিবি
২৯	এ্যানহেসমেন্ট অব ক্যাপাসিটি অব গ্রিড সাবস্টেশনস এন্ড ট্রান্সমিশন লাইন ফর রূরাল ইলেকট্রিফিকেশন (১/০৭/২০১৪- ৩১/১২/২০১৭)	১৩৩২৬৮	৪২০৩৫	৯১২৩৩	২০৭৬৭	৭৯০০	৯০০	৭০০০	বিশ্বব্যাংক
৩০	আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭)	৮৫৩৬৮	৮৫৩৬৮	০	২১৫৮২	১৭৫০০	১৭৫০০	০	



৩১	বিদ্যমান বাংলাদেশ (ভেড়ামারা)- ভারত (বহরামপুর) গ্রিড আন্তঃসংযোগের ক্ষমতা বর্ধিতকরণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)	১৪০৪৭৯	৫৫৯৯১	৮৪৪৮৮	১০০৩৭	২১৪২০	৬৪২০	১৫০০০	এডিবি
৩২	পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)	১৪২৩৮৯	৭৯৮৬৯	৬২৫২০	৪৭৩৯৪	১০৫	৫	১০০	কেএফডব্লিউ

নতুন প্রকল্প

৩৩	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (Aminbazar-Maowa-Mongla 400 kV Transmission Line Project (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০২০)	১৩৫৬৫৯	৬৯৩৬০	৬৬২৯৯	১৫৫২২	৩৪৮০	৩৪৮০	০	এডিবি
	উপমোট (পিজিসিবি)	১৫০২২৭০	৬৪৩৮৪০	৮৫৮৪৩০	২৪৪৪৯৭	১৫২২০৫	৪৬১০৫	১০৬১০০	

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)

বিতরণ খাত

৩৪	প্রিপেইন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ডিস্ট্রিবিউশন সাউদার্ন জোন চিটাগাং(১/০১/২০০৯- ৩১/১২/২০১৬)	১৩৭৩৬	১৩৭৩৬	০	৪২৮	৩০০০	৩০০০	০.০০	
৩৫	সোলার স্ট্রিট লাইটিং প্রোগ্রাম ইন সিটি কর্পোরেশন (১/০১/২০১২- ৩১/১২/২০১৬)	৩১৬৬১	৮০০২	২৩৬৫৯	০	৭৬০০	১০০০	৬৬০০	এডিবি
৩৬	প্রি-পেইন্ট মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ (১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	১৪৩৯৪৩	৪৩১১৩	১০০৮৩০	১০১৯	১৪৭০	৪৭০	১০০০	কেএফডব্লিউ
৩৭	পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, চিটাগাং জোন (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৮)	১০৯৯৬৯	১০৯৯৬৯	০	৩৬০৮	১৭০০০	১৭০০০	০	
৩৮	রাজশাহী পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (০১/০৫/২০১৫ - ৩১/১২/২০১৮)	৮৭২৪৩	৮৭২৪৩	০	০	১০০০০	১০০০০	০	

৩৯	পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, রংপুর জোন (০১/০৭/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৯)	১৩৩৪২৮	১৩৩৪২৮	০	৫৯৭১	১৫০০০	১৫০০০	০	
	উপমোট (বিপিডিবি)	৫১৯৯৮০	৩৯৫৪৯১	১২৪৪৮৯	১১০২৬	৫৪০৭০	৪৬৪৭০	৭৬০০	

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)

চলতি প্রকল্প

৪০	পি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর খুলনা সিটি (ফেইজ-১), (১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৬)	৪২৪৩	৪২৪৩	০	৫০৩	৩০০০	৩০০০	০	
৪১	স্ট্রেনদেনিং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রজেক্ট, (১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	৮৩২৪৩	৮৩২৪৩	০	৪৪৪৩	২২০০০	২২০০০	০	
	উপমোট (ওজোপাজেকো)	৮৭৪৮৬	৮৭৪৮৬	০	৪৯৪৬	২৫০০০	২৫০০০	০	

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)

চলতি প্রকল্প

৪২	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রদান, (১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৭)	৬৪২৫৯৯	৬৪২৫৯৯	০	০	৭২৭৫৪	৭২৭৫৪	০	
৪৩	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম- ২, (০১/০৭/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	১৬৪৫৩৭	১৬৪৫৩৭	০	০	৫৪৯০০	৫৪৯০০	০	
৪৪	আপগ্রেডেশন অব রুরাল ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট ডিভিশন) (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৮)	৫১৯৮৩৩	১৪৯৩৩৩	৩৭০৫০০	০	৬৩০০০	১৩০০০	৫০০০০	আইডিএ
৪৫	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী-রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-২(০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৮)	১৩৮৫২০	১৩৮৫২০	০	০	৪৭০৬৪	৪৭০৬৪	০	
৪৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগীয় কার্যক্রম-২, (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৮)	১৬৮৭৩০	১৬৮৭৩০	০	০	৫৬০০০	৫৬০০০	০	



৪৭	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম - ২, (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৮)	৯৯৫৫০	৯৯৫৫০	০	০	২৭৩০০	২৭৩০০	০	
৪৮	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ বরিশাল বিভাগীয় কার্যক্রম - ২, (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৮)	৮৩৮৯০	৮৩৮৯০	০	০	২৬১০৬	২৬১০৬	০	
৪৯	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা বিভাগীয় অঞ্চলে প্রি-পেমেন্ট ই-মিটার স্থাপন (পর্যায়-১) (০১/০১/২০১৫ - ৩০/০৬/২০১৮)	৪৩৬৪৫	১০৬৯৪	৩২৯৫১	৩২৫	১	১	০	এডিবি
৫০	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৮)	৬৯১৫৪১	৬৯১৫৪১	০	০	৩৫৯২০	৩৫৯২০	০	

নতুন প্রকল্প

৫১	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৭০,০০০ ওভারলোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন (Replacement of 70000 NOs overloaded distribution transformer under Rural Electrification Program (০১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০১৭)	৭৯৯৯৩	৭৯৯৯৩	০	৪৪৭৪	১০০০	১০০০	০	
	উপমোট (আরইবি)	২৬৩২৮৩৮	২২২৯৩৮৬	৪০৩৪৫১		৩৮৪০৪৫	৩৩৪০৪৫	৫০০০০	

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)

চলতি প্রকল্প

৫২	কনস্ট্রাকশন এন্ড এক্সপ্যানশন অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব নর্থ এন্ড সাউথ জোন আন্ডার ডিপিডিসি (১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	৫১০৬৩	১৬৭৫৩	৩৪৩১০	৫৯৮৯	১৪৫০০	৬০০০	৮৫০০	এডিবি
৫৩	প্রিপেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ৬ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি (১/০৭/২০১৩- ৩১/১২/২০১৭)	১৭৩৩৬	৮২৩৭	৯০৯৯	০	৫০০	০	৫০০	কেএফডব্লিউ

৫৪	কনস্ট্রাকশন অব নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি (১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	১৮৫০৬৬	৫৫৬৮০	১২৯৩৮৬	২১৯৪৫	২২৮০০	৪৮০০	১৮০০০	এডিবি
৫৫	প্রিপেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি (১/০১/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৭)	২২৪৪২	২২৪৪২	০	৩৫৫২	৬৩০০	৬৩০০	০	
৫৬	বঙ্গভবন, গণভবন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ১১ কেভ সূইচিং স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প, (১/০৭/২০১৪ - ৩১/১২/২০১৫)	২৪৮৯	২৪৮৯	০	২৯	২৩৮৬	২৩৮৬	০	
	উপমোট (ডিপিডিসি)	২৭৮৩৯৬	১০৫৬০১	১৭২৭৯৫	৩১৫১৫	৪৬৪৮৬	১৯৪৮৬	২৭০০০	

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)

৫৭	কনস্ট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রিড সাব স্টেশন ইন ডেসকো এরিয়া (১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	৯৪৬১৪	৪০২৬০	৫৪৩৫৪	২৪২১৩	১৯৫০০	৪৫০০	১৫০০০	এডিবি
৫৮	অগমেন্টেশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন ডেসকো এরিয়া (১/৭/২০১৩-৩০/৬/২০১৭)	১৯৮৯১৫	৮৮২৭৫	১১০৬৪০	০	১০০০০	৩০০০	৭০০০	এডিবি
	উপমোট (ডেসকো)	২৯৩৫২৯	১২৮৫৩৫	১৬৪৯৯৪		২৯৫০০	৭৫০০	২২০০০	
	মোট বিদ্যুৎ বিভাগ	১৩৪৩২৭৭৫	৬১৫১৩০৫	৭২৮১৪৭০	৪৪৬২৪১	১৫৪৭৯১৮	৬২২৯১৮	৯২৫০০০	



২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ/প্রধান কর্মসূচি)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়				২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	

বিদ্যুৎ বিভাগ

চলতি প্রকল্প

১	সাসটেনেবল এনার্জি ফর ডেভেলপমেন্ট (এসইডি) প্রজেক্ট, (১/০১/২০০৯- ৩১/১২/২০১৩)	১১৯০২	৩২৭	১১৫৭৫	০	১৫১	১	১৫০	জিআইজেড
২	Capacity Building and Project implementation Support for Power Sector Agencies (১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	৭২০০	৪০০	৬৮০০	০	১১০০	১০০	১০০০	ইআইবি
৩	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর উইন্ড রিসোর্স ম্যাপিং (১/১১/২০১২- ৩০/০৬/২০১৮)	২২৪৫	৩২৭	১৯১৮	০	৪৯৪	৪৪	৪৫০	ইউএসএআইডি
৪	ইমপ্লিমেন্টেশন অব বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম (২য় পর্যায়) (১/০১/২০১১- ৩১/১২/২০১৬)	১৩৮৭৬	১৯৫৮	১১৯১৮	০	১৫০০	৩০০	১২০০	আইডিএ
৫	Technical Assistance Project for Development of Sustainable Renewable Energy Power Generation (SREPGen), (০১/০১/২০১৪- ৩০/০৬/২০১৮)	৩৯৬৬	৩১৩৬	৮৩০	০	৯০০	১০০	৮০০	ইউএনডিপি
	উপমোট (বিদ্যুৎ বিভাগ)	৩৯১৮৯	৬১৪৮	৩৩০৪১		৪১৪৫	৫৪৫	৩৬০০	

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)

৬	Technical Assistance for Study of Energy Security and Feasibility study of Generation Project in Bangladesh (১৫/০১/১৫- ৩০/০৬/২০১৭)	১১১০	৫৭৬	৫৩৪	০	৩০০	০	৩০০	এডিবি
---	--	------	-----	-----	---	-----	---	-----	-------

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)

৭	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স প্রজেক্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্গেনিং অব রুরার ইলেকট্রিফিকেশন প্রোগ্রাম, (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯),	৫৭৯৪	১১১৪	৪৬৮০	০	৫৫০	৫০	৫০০	আইডিএ
---	--	------	------	------	---	-----	----	-----	-------

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশে লিঃ (পিজিসিবি)

নতুন প্রকল্প

৮	ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্গেনিং অব পিজিসিবি (Institutional Strengthening of of PGCB, (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০১৮),	২৫৯৬	২৬৩	২৩৩৩	১৭৫	২০০	০	২০০	বিশ্ব ব্যাংক
৯	পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তির লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা Feasibility Study to Connect Nuclear Power Plant with National Grid, (০১/১০/২০১৫-৩১/১২/২০১৬),	১০১০	১০১০	০	০	৮৯৫	৮৯৫	০	
	উপ-মোট (পিজিসিবি)	৩৬০৬	১২৭৩	২৩৩৩	১৭৫	১০৯৫	৮৯৫	২০০	
	মোট বিদ্যুৎ বিভাগ	৪৯৬৯৯	৯১১১	৪০৫৮৮	১৭৫	৬০৯০	১৪৯০	৪৬০০	



২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থ/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন)

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ)		২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
		মোট ব্যয়	সংস্থার অর্থ		
উৎপাদন					
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)					
চলতি প্রকল্প					
১	কনভারশন অব শাহাজীবাজার ৩৩০ মেঃওঃ কন্সট্রাকশন সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০১/২০১৩- ৩১/১২/২০১৬)	২৮৪৩৭২	০	৭০০০০	ইসিএ
২	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা-৩, ৪০০ মেঃওঃ কন্সট্রাকশন সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০১/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৬)	৩৩৫৮০৮	১৪১০৫	৬০০০০	ইসিএ
৩	এক্সটেনশন অব বড়পুকুরিয়া কোল ফায়ারড থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বাই ২৭৫ মেঃওঃ (থার্ড ইউনিট) (১/১২/২০১৩-৩০/১১/২০১৮)	২৬৮৭৯৪	০	৫০০০০	ইসিএ
৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ এইচএফও বেইজড পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ (০১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০১৭)	১১১৩২২	৭৫৪০	৩০০০০	ইসিএ
৫	কনস্ট্রাকশন অব ঘোড়াশাল ৩৬৫ মেঃওঃ কন্সট্রাকশন সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১৩- ৩১/১২/২০১৬)	২৫১১৯৭	১১৩৭৩	৫০০০০	ইসিএ
৬	ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট (০১/০১/২০১৫- ৩১/১২/২০১৭)	২৫০৮৪৫	০	৪০০০০	ইসিএ
৬	কনস্ট্রাকশন অব বিবিয়ানা সাউথ ৪০০ (+১০) মেঃওঃ গ্যাস বেইসড কন্সট্রাকশন সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৮)	২৬২৫৯৯	০	৫০০০০	
	উপ-মোট (বিপিডিবি)	১৭৬৪৯৩৭	৩৩০১৮	৩৫০০০০	

নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো)

চলতি প্রকল্প

৮	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কয়লাইড সাইকেল ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট (২য় ইউনিট) (জুলাই ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৭)	১৮৮০৮৬	০	৯৪০৪৩	ইসিএ
৯	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ কয়লাইড সাইকেল ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট (৩য় ইউনিট) (জুলাই ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০১৮)	১৮২৮৫৭	০	৩৬৫৭১	ইসিএ
	উপ-মোট (নওপাজেকো)	৩৭০৯৪৩		১৩০৬১৪	

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)

চলতি প্রকল্প

১০	বরিশাল-ভোলা-বোরহানউদ্দিন ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (০১/০৩/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৭)	৪৫৩৪৩	০	২৭০২	
১১	গোয়ালপাড়া-বাগেরহাট ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (০১/০১/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৭)	৮৯২২	০	৫৬০	
১২	আমনুরা ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড সাবস্টেশন উইথ অ্যাসোসিয়েটেড ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্প (০১/০১/২০১৪ - ৩০/০৬/২০১৭)	৯১৬৭	০	৩৫৮৫	
১৩	মংলা-খুলনা (দঃ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (০১/০১/২০১৫ - ৩১/১২/২০১৭)	১৩৯৭৮	০	৮৪৩৪	
	উপমোট (পিজিসিবি)	৭৭৪০৮	০	১৫২৮০	

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)

চলতি প্রকল্প

১৪	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of New 33/11 kV GIS Sub-station at Biddyut Bhaban on Turkey Basis. (১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৭)	২১৮৭	০	৩০৪	
----	--	------	---	-----	--



১৫	Survey, Design, Manufacturing, Supply, Installation, Testing and Commissioning on turnkey basis work of : (i) Partial Rerouting of 132 kV 1C X 500mm ² XLPE Under Ground Copper Cable line of Ullon-Dhanmondi Ckt-1 & Ckt-3 for existing route destroyed by Moghbazar-Mouchak Flyover Project and (ii) Rerouting by new 132 1C X 500mm ² XLPE Under Ground Copper cable of Ullon-Dhanmondi Ckt-2 (oil filled cable) for existing route destroyed by Moghbazar-Mouchak Flyover Project. (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৮০২১	০	৩২৫	
১৬	Design, Manufacture, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Software, Hardware, Meter & Networking of Pre-Paid e-Metering System on Turn-key Basis. (Unified PPM Project) (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	১২০০	০	১	
১৭	Pre-Payment Metering System for 03 NOCS Division under DPDC on Turn Key basis (Satmosjid, Shere Bangla Nagar & Mugdapara) (১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৮)	১২৮৩৭	০	১২০০	
১৮	Design, Manufacture, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Pre-Payment Meters at NOCS Azimpur & NOCS Lalbag with 3 yrs. Maintenance Support Service on Turnkey Basis. (১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৭)	৫০০৬	০.০০	৫০০	

১৯	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 3 (Three) Nos. of 132/33 kV, 50/75 MVA Power Transformers and Associated Equipment at Shitalakhya, Dhanmondi and Kamrangirchar Sub-station on Turnkey Basis. (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৬২২৯	০	১৬০০	
২০	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Ullon 33 kV GIS Switching Station on Turnkey Basis. (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	২৭২৯	০	৩৪৫	
২১	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of New 33 kV GIS Switchgear and Replacing the Existing 33 kV Indoor Breaker at Dhanmondi 132/33/11 kV Grid Sub-station on Turnkey Basis. (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৩২৭০	০	৪০০	
২২	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 33/11 kV, 2x28/35 MVA Substation at Asadgate on turnkey basis. (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	২০৫১	০	২০০	
২৩	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of 132kV GIS bay extension work at Lalbagh & Madartek 132 kV GIS Substation (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	১২৯১	০	১০০	



২৪	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of New 33 kV GIS and 11 kV AIS Switchgears and Shifting of 33 kV & 11 kV Feeders Shyampur 132/33/11 kV Substation to the New Building on Turnkey Basis. from Existing Indoor and Outdoor Installations at (১/০৭/২০১৫- ৩০/০৬/২০১৭)	৩২৬২	০	৩২০০	
২৫	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of New 33/11 kV GIS Sub-station at Kamrangirchar on Turkey Basis. (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৩৪০০	০	৪০০	
২৬	Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of New 33/11 kV GIS Sub-station at BGB on Turkey Basis. (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৩৩০০	০	৪০০	
২৭	Installation of 1 no. 20/28 MVA transformer at Tejgaon 33/11 kV S/S, Maintenance & Energization of Mogbazar-Tejgaon existing (Overhead+Under ground) 33kV line and One floor (construction of 2nd floor) vertical extension of Tejgaon 33/11kV S/S control building. (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৮৩৬	০	২০০	
২৮	Installation of 2 nos. 20/28 MVA transformer and replacement of existing 11 kV Breaker at Lalbag old 33/11 kV S/S (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	১০৬৫	০	১০০	

২৯	Installation of 1 no. 20/28 MVA transformer and addition of 33kV & 11 kV Breaker at Narayanganj Panchoboti 33/11 kV S/S (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৬২৮	০	১০০	
৩০	Installation of 1 no. 20/28 MVA transformer and addition of 11 kV Breaker at Karwanbazar 33/11 kV S/S (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৬২৮	০	১	
৩১	Installation of 1 no. 20/28 MVA transformer and addition of 33kV & 11 kV Breaker at Matual 132/33kV & 33/11 kV S/S (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৬২৮	০	১	
৩২	Survey, Design, Manufacturing, Supply, Installation, Testing and Commissioning on turnkey basis work of 132 kV 1C X 800mm ² XLPE Under Ground Copper Cable Line from Lalbag Grid to Dhanmondi Grid Via Zigatola Single Ckt (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৭)	৫৭৩২	০	৫০০০	
৩৩	Consultancy Service for GIS Based Distribution Network System and Preparation of a 20 Years Distribution System Master Plan for DPDC (১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০১৮)	৪০৪০	০	১০০০	
	উপমোট (ডিপিডিসি)	৬৬১৫৩	০	১৫৩৭৭	
	মোট		২২৭৯৪৪১	৩৩০১৮	৫১১২৭১



প্রকাশনা ও সম্পাদনা কমিটি

প্রকাশনা উপদেষ্টা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা

জনাব নসরুল হামিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায়

জনাব মনোয়ার ইসলাম
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সহ-সম্পাদনায়

জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম
অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

মোছাঃ মাকছুদা খাতুন
অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ

কাজী রওশন আক্তার
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), বিদ্যুৎ বিভাগ

জনাব শেখ মোঃ আব্দুল আহাদ
যুগ্ম-প্রধান, বিদ্যুৎ বিভাগ

জনাব মোহাম্মদ হোসাইন
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল

সহযোগিতায়

জনাব মোহাম্মাদ মফিজুর রহমান
উপসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ মিয়া
পরিচালক, পাওয়ার সেল

জনাব মোঃ সাজিবুল হক
উপ-পরিচালক, পাওয়ার সেল

জনাব এস এম মাসুদজ্জামান
সহকারী পরিচালক, পাওয়ার সেল